DR. AMIN LIBRARY
www.facebook/draminlibrary

আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর সত্তা

এ.জেড.এম.শামসুল আলম

www.draminlibrary.com

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্ তা'আলার
যিনি সমগ্র দুনিয়া জাহানের প্রতিপালক
তিনি অসীম দয়ালু, অত্যন্ত মেহেরবান
তিনি বিচার দিনের মালিক
আমরা তোমারই বন্দেগী করি এবং
তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি
আমাদের সরল সঠিক পথ দেখাও
তাদের পথ, যাদের ওপর তুমি অনুগ্রহ করেছো
তাদের পথে নয়, যাদের ওপর তুমি অভিশাপ দিয়েছো
যারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে

সূরা আল-ফাতেহা

www.draminlibrary.com

আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর সত্তা

এ.জেড.এম.শামসুল আলম

Md. Saiful Islam.
Rajshahi
6.11.06

বাড পাবলিকেশন্স
১২/১৩ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা।

www.draminlibrary.com

BPN
161

আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর সত্তা

এ. জেড.এম. শামসুল আলম

প্রকাশক

এ.বি.এম. সালেহ উদ্‌দীন

বাড পাবলিকেশন্স

১২/১৩ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন ঃ ২৪৯২৩৪

প্রকাশকাল

ঢাকা বই মেলা, ডিসেম্বর '৯৭

স্বত্ব ঃ লেখক

বর্ণবিন্যাস

মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম

প্রচ্ছদ

এনায়েত হোসেন

মুদ্রণ

সালমানী মুদ্রণ সংস্থা

নয়াবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য ঃ ষাট টাকা

ISBN 984 482 161 4

Allah Ta'ala abang tar Swatta

A compilation of articles on the attributes of Allah Ta'wala written by A.Z.M.Shamsul Alam.

Published by A. B. M. Saleh Uddin

Bud Publications

12/13 Payridas Road, Banglabazar

Dhaka-1100, Phone : 249234

Price : Tk. 60. U.S. $ 3 Dollar only

www.draminlibrary.com

এ. জেড. এম. শামসুল আলম রচিত
বাংলা পুস্তক-পুস্তিকার তালিকা

১। ছোটদের মহানবী
২। ছোটদের ইসলাম
৩। আল-আমিন
৪। ইসলামী চিন্তাধারা
৫। ইসলামী রাষ্ট্র
৬। ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা
৭। ব্যবহারিক ইসলাম
৮। ইসলামী প্রবন্ধমালা
৯। ইসলাম ও সঙ্গীত
১০। হযরত শাহজালাল (রঃ)
১১। মসজিদ পাঠাগার
১২। আফগান তালিবান
১৩। আফগানিস্তান ও তালিবান
১৪। ব্যক্তিত্বের উন্নয়ন
১৫। মসজিদ পাঠাগার
১৬। সিয়াম (রোজা) সাধনা
১৭। চুরির ইসলামী শাস্তি
১৮। যুক্তরাষ্ট্রে ইসলাম
১৯। যুব সমাজের ধর্মবিমূখতা
২০। মহিলা মাদ্রাসা আন্দোলন
২১। ইখওয়ানুল মুসলেমিন
২২। নওয়াব সৈয়দ শামসুল হুদা
২৩। মেজর আব্দুল গনি
২৪। আযাদী আন্দোলনে বাকেরগঞ্জ
২৫। ইসলামের ভোগনীতি
২৬। হযরত আবু বকর (রাঃ)
২৭। হযরত উমর (রাঃ)
২৮। হযরত আলী (রাঃ)
২৯। হযরত আবু যার গিফারী (রাঃ)
৩০। হযরত আবু হানিফা (রাঃ)
৩১। হযরত আবু হানিফার রাজনৈতিক চিন্তাধারা
৩২। ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য
৩৩। শ্রম ও বিনিয়োগ নীতি
৩৪। আল্লাহর মালিকানা
৩৫। ইসলামী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য
৩৬। ইসলাম ও শ্রম
৩৭। ইসলামী সমাজে শ্রমিকের অধিকার
৩৮। ইসলাম ও যৌথ-খামার
৩৯। ইসলাম ও ব্যক্তিগত মালিকানা
৪০। বর্ন পরিচয় প্রথম ভাগ
৪১। বর্ন পরিচয় দ্বিতীয় ভাগ
৪২। ইসলামের পরিবার পরিকল্পনা
৪৩। গর্ভ নিয়ন্ত্রণ বিজ্ঞানে মুসলিম অবদান
৪৪। গর্ভ নিয়ন্ত্রণের যৌক্তিকতা
৪৫। আল-কুরআনের আলোকে গর্ভনিয়ন্ত্রণ
৪৬। ইসলামী ঐতিহ্যে পরিবার পরিকল্পনা (অনুবাদ)
মূল ঃ আবদেল রহিম উমরান
৪৭। আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর সত্তা
৪৮। ঈমান ও তার মৌলিক উপাদান
৪৯। ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং

www.draminlibrary.com

সূচীক্রম

মহান আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু	০৯
খালিক ও মাখলুক	১৩
মহব্বত-ই ইলাহী	২০
আল্লাহ্ নামের যিকির	২৪
আল্লাহ্ ওয়াহেদ ও আহাদ	২৭
স্রষ্টার সৃষ্টি	৩৩
অসহায় সৃষ্টি মানুষ	৩৬
আল্লাহ্ মুসাব্বের-রূপকার	৪০
আল্লাহ্, আল-রব– প্রতিপালক, তত্ত্বাবধায়ক এবং প্রয়োজন সাধক	৪১
আল্লাহ্ রায্যাক	৫৪
আল্লাহ্ গণী-আল্লাহ্ ধনবান	৫৭
আল্লাহ্ আস-সাবের– ধৈর্যশীল	৫৯
আল্লাহ্ আল-মালিক	৬৭
আল্লাহ্ বাসিরুন-আল্লাহ্ দ্রষ্টা	৭০
আল্লাহ্ রহমান-পরম করুণাময়	৭৪
আল্লাহ্র বিশেষ রহমত	৭৮
আল্লাহ্ রাহীম– পরম দয়ালু	৮২
আল্লাহ্ আল-গাফুর– ক্ষমাশীল	৮৫
আল্লাহ্ সাহায্যকারী	৮৭
আল্লাহ্ হাবিব	৯০
আল্লাহ্ আল-ওয়াদদ আল-রউফ	৯২
আল্লাহ্ সামাদ	৯৩

www.draminlibrary.com

মহান আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু

আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মাধ্যমে মানব জাতির প্রতি আল্লাহ্র প্রথম বাণী, 'পাঠ কর, তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।'

রাসূল (সাঃ)-এর নিকট প্রেরিত প্রথম বাক্যটিতে আল্লাহ্র দু'টি পরিচয় দেয়া হয়েছে। প্রথমতঃ তিনি খালেক বা স্রষ্টা। দ্বিতীয়তঃ তিনি রাব বা প্রতিপালক। আল-কুরআনে আল্লাহ্র মোট ৯৯টি গুণবাচক নামের উল্লেখ আছে। এক-একটি নাম এক বা একাধিক কাজের পরিচয় বহন করে।

স্রষ্টা ঃ

স্রষ্টার খলীফা হিসেবে মানুষও অনেক কিছু সৃষ্টি করতে পারে। যেমন কাগজ, কলম, জাহাজ, রকেট। হাইড্রোজেন বোমা, নিউট্রন বোমা ইত্যাদির সাহায্যে প্রলয়কাণ্ড ঘটিয়ে মানুষ সারাবিশ্ব হয়ত ধ্বংস করে দিতে পারে। এতো কিছু করতে পেরে মানুষ আপন সৃষ্টি সুখের আনন্দে উল্লসিত। জ্ঞান-বিজ্ঞানের এ বিরাট বিজয় সত্ত্বেও মানুষ কি ক্ষুদ্র মশার একটি পা বানাতে পারে, যা একটি স্বাভাবিক পায়ের সম্পূর্ণ অনুরূপ? বাতাসে লক্ষ লক্ষ জীবাণু ভেসে বেড়াচ্ছে। মানুষ কি তার অর্জিত জ্ঞান দিয়ে একটি জীবাণু সৃষ্টি করতে পারে। মানুষ অনেক কিছু করতে পারে, কিন্তু ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একটি জীবাণু কোন রাসায়নিক বা অন্য কোন দ্রব্য দিয়ে তৈরি করতে পারে না। কৃত্রিম এবং প্রাণহীন দ্রব্য সৃষ্টি সহজ, কিন্তু কোন জীব তো নয়ই, জীবদেহের একটি স্বাভাবিক এবং জীবন্ত সেল সৃষ্টি করা মানুষের পক্ষে আজও সম্ভব হয়নি।

প্রতিপালক ঃ

চার-পাঁচজন মানুষের একটি ক্ষুদ্র পরিবার প্রতিপালনে আমরা গলদঘর্ম হচ্ছি। বিজ্ঞানী এবং দার্শনিকগণ তো তাঁদের জ্ঞান-সাধনার অতিরিক্ত কাজ হিসেবে একটি পরিবারের দায়িত্ব গ্রহণে পর্যন্ত অক্ষম। অন্যদিকে এ বিশ্বে এতো যে কোটি কোটি বিভিন্ন ধরনের প্রাণী অহরহ সৃষ্টি হচ্ছে, তাদের প্রতিপালনের ব্যবস্থা কতো সহজভাবে সেই মহান স্রষ্টাই করে দিচ্ছেন। একটি বিশ্ব কেন, কোটি কোটি বিশ্ব প্রতিপালনেও তিনি সক্ষম। মহান স্রষ্টাকে আমরা দেখতে পাই না, কিন্তু তাঁর অস্তিত্ব নিয়ত অনুভব

www.draminlibrary.com

করি। বিশ্বপ্রকৃতির দিকে তাকালে চারদিকেই তাঁর কুদরত দেখতে পাওয়া যায়। মানব শিশু তার মাকে নিজের থেকেই চিনতে পারে। কোন শিশুকে পরিচয় করিয়ে দিতে হয় না যে, এটি তার মা। মায়ের বুকের দুগ্ধসুধা পান করতে করতেই শিশু তার মাকে চেনে।

সারাবিশ্বে আল্লাহ্র ছড়িয়ে রাখা বহু নিয়ামত উপভোগ করেই মানুষ তার স্রষ্টাকে জানবে। কৃতজ্ঞতায় তার চিত্ত ভরে যাবে। আনন্দে তার হৃদয় পূর্ণ হয়ে উঠবে। নিজের অজান্তে যেমন শিশু মাকে ধরার জন্য হাত বাড়িয়ে দেয়, স্রষ্টার দিকে তেমনি মানুষ হাত তুলবে, সান্নিধ্য কামনা করবে।

আল্লাহ্র দেয়া সম্পদ কুক্ষিগত করে এ দুনিয়ার বহু জালিম, শোষক, পুঁজিপতি, জড়বাদী, বস্তুপূজারী আল্লাহ্র সৃষ্টি মানুষকে ক্ষুধা, রোগ এবং মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে। এ সমস্ত মজলুম মানুষের পক্ষে আপন প্রতিপালক রাবকে আপনভাবে জানা হয়ত সম্ভব হচ্ছে না। অনাহার, অন্নাভাব, দারিদ্র্য তাদেরকে ক্রমাগত কুফরের দিকেই ঠেলে দিচ্ছে। এতে মানবতা হচ্ছে বিধ্বস্ত, মানবাত্মা হচ্ছে অধঃপতিত এবং অপমানিত। মানবাত্মার এ চরম অবমাননা রোধের দায়িত্ব ব্যক্তির, সমাজের এবং বিশেষ করে খিলাফত বা সরকারের।

কল্পনাতীত ঃ

আল্লাহ্ বিরূপ দেখিনি। ব্যাখ্যাও করতে পারি না। তবু জানি তিনি আছেন। বৈদ্যুতিক আলোর নীচে বসে পড়ছি। কিভাবে আলো তারের মধ্য হতে আসছে বুঝি না। বিশেষ জ্ঞান না থাকলে ব্যাখ্যাও করতে পারবো না। কিন্তু জানি তা আছে।

কালো গাভী সবুজ ঘাস খায়। আবার সাদা দুধ দেয়। এটা কি করে ব্যাখ্যা করে বোঝাব? বোঝাতে পারি না, কিন্তু দুধ পান করে আনন্দ পাই। আল্লাহ্তে বিশ্বাস রেখে শান্তি পাই, যেমন পেয়েছে সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত কোটি কোটি মানুষ। ক্ষুদ্র পেয়ারার একটি বীচি থেকে বিরাট পেয়ারা গাছ হয় দেখি। কিভাবে হয় যুক্তি দিয়ে বোঝাতে পারি না। কিন্তু মিষ্টি মধুর পেয়ারা খেয়ে আনন্দ পাই, তৃপ্তি পাই।

প্রকৃতিতে অনেক কিছুই ঘটছে। কেন ঘটছে, কে ঘটাচ্ছে জানি না। আকাশে দেখি তারার মালা। কে বানিয়েছে এ নক্ষত্রমণ্ডল, যার একটি তারকা এই পৃথিবীর চেয়ে কয়েক লক্ষ্য গুণ বড়। কেন এই বিরাট তারকারাজি আমাদের পৃথিবীতে ধপাস করে পড়ে সবকিছু শেষ করে দেয় না? কে তৈরি করেছে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি? কিছুই বুঝতে পারি না। সবাই বলেন, এ সব সৃষ্টি করেছেন মহান আল্লাহ্। যার কাছে মানুষ সুখে-দুঃখে হাত তোলে, তাকেই মানুষ ডাকে। এত কষ্টের ডাক কি মিথ্যা হতে পারে? মিথ্যা কতকাল টিকে থাকতে পারে? কিন্তু স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস তো সৃষ্টির প্রথম থেকেই আছে।

www.draminlibrary.com

আরাধনা ঃ

স্রষ্টার আরাধনায় বিশ্বের যত মানুষ নিয়োজিত আছে, তেমন তো আর কোন কিছুর আরাধনায় নিয়োজিত নেই। কেন এমন হয়? কেন লক্ষ লক্ষ সূফী-সাধক, ধর্ম প্রচারক নিজের জীবনের সকল আরাম-আয়েশ বিসর্জন দিয়ে শুধু তাঁর মধুর নামের মধু পান করেই নিজের জীবন ধন্য মনে করে? তাদের কাউকে তো জীবন সন্ধায় বলতে শুনিনি যে, সারাটা জীবন স্রষ্টার আরাধনা করে ভুল করেছি। তোমরা তা করো না। বরং শুনি উল্টো সুর, সারা জীবন শুধু ভুল করেছি, ক্ষমা করো হে প্রভু!

আমরা বুঝতে পারি আল্লাহ্ আছেন। কিন্তু অনুধাবন করতে পারি না তিনি কেমন?

আঁধার রাতে গাঁয়ের মাঠে সৌখিন কৃষক ঘুড়ি উড়ায়। ঘুড়ি দেখা যায় না, তাই বলে ঘুড়ি উড়াতে তার আনন্দ কম নয়। ঘুড়ি না দেখেও সে বিশ্বাস করে ঘুড়ি ছিঁড়ে যায়নি। কারণ মাঝে মাঝে সে ঘুড়ির টান তার হাতে অনুভব করে। এমন কি কেউ আছেন যে, কোন দিনই স্রষ্টার আকর্ষণ হৃদয়ে অনুভব করতে পারেননি?

কোন কোন দার্শনিক তত্ত্ববাক্যের মাধ্যমে বলবেন যে, সমস্ত সৃষ্টির পেছনে যে আদি এবং শাশ্বত শক্তি রয়েছে, সেই মহাশক্তিই স্রষ্টা এবং বিশ্বের সকল শক্তি সেই মহাশক্তি হতে প্রতিনিয়ত নিঃস্বরিত হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী যে জীবন ও সৌন্দর্য দেখা যাচ্ছে, তা ঐ মহাশক্তির ভাণ্ডার থেকেই প্রবাহিত হচ্ছে।

কেউ হয়ত বলবেন, স্রষ্টা তো তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমেই প্রকাশিত। ক্ষুদ্রতম বৃষ্টিবিন্দু এবং মহাকাশের সামিয়ানা-এর সব কিছুতেই মহান স্রষ্টা বিরাজমান। আল্লাহ্ এমন শক্তিমান যে, তিনি সর্বত্র বিরাজ করেন। কোন কিছুই তাঁর দৃষ্টি বা ক্ষমতার বাইরে নয়। তিনি একই সঙ্গে তাঁর সমগ্র সৃষ্টিতে অবস্থান করেন। বিশ্বের দিকে তাকিয়ে তাঁর শক্তি সম্বন্ধে ধারণা করা যায় না। আল্লাহ্ সম্বন্ধে চিন্তা করে কোন কূল-কিনারা পাওয়া যায় না। বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, চিন্তা, কল্পনা সবকিছুই আড়ষ্ট হয়ে আসে। আশরাফুল মাখলুকাত মানুষ অসীমের কল্পনা করতে অক্ষম।

কলুষিত আত্মা ঃ

রাব্বুল আলামীনের সঙ্গে মানবাত্মার সম্পর্ক চিরন্তন। এর কোন যতি নেই, ইতি নেই। হৃদয়ে যদি আমরা স্রষ্টার স্নেহের আহবান, প্রেমের ডাক শুনতে না পাই, তার জন্য দায়ী আমরা। কারণ আমাদের আত্মা কলুষিত এবং আবিলতাময়। পাপ ও অন্যায়ে তার স্ফটিক-স্বচ্ছতা নষ্ট হয়ে গেছে।

www.draminlibrary.com

আত্মোপলব্ধি ঃ

আত্মসচেতনা ভিন্ন রাব্বুল আলামীনের সচেতনতা উপলব্ধি হয় না। যে নিজ আত্মাকে চিনেছে, সে তার প্রভুকে চিনেছে। যার আত্মোপলব্ধি হয়েছে, সে তার অধিকার এবং অপরের অধিকারে সচেতন। সে সীমা ল-ঘন করে না। কুফরের পথে পা দেয় না। যে আদম সন্তান তার আত্মার স্বরূপই বোঝে না, সে কিভাবে তার রাবকে চিনবে বা বুঝবে?

ভ্রাতৃত্ব ঃ

মানুষের পক্ষে সীমা ল-ঘন ও জুলুমে লিপ্ত হওয়া সহজতর, যখন সে রাব্বুল আলামীনকে অস্বীকার বা উপেক্ষা করে। মহান স্রষ্টাকে অস্বীকার করলে অন্য ব্যক্তি সত্তার সঙ্গে তার যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কের ধারা তা ব্যাহত হয়। যে সন্তান তার মা-বাবাকে স্বীকার করে না, সে তার ভাইকে কেন স্বীকার করবে? ভাইয়ের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে তাকে ব্যথা-বেদনায় জর্জরিত করে নিজের স্বার্থ পুরা করতে তার দ্বিধা নাও হতে পারে।

ঘড়ির পেন্ডুলাম দুলতে থাকে, অবিরাম দুলে চলে। ডানে, বামে বা মধ্যখানে। এক জায়গায় যদি পেন্ডুলাটি অধিকক্ষণ পড়ে থাকে, তখন আমরা ধরে নিই ঘড়ির চলা শেষ হয়েছে, গতি বন্ধ হয়েছে; ঘড়িটি খারাপ হয়ে গেছে। মানব মনও স্বাভাবিকভাবে দুলতে থাকে দুনিয়া এবং তার রাবের দিকে, এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকা অসুস্থতা ও অসঙ্গত। যদি মানবাত্মা সংসারে আটকা পড়ে, তার আত্মার মৃত্যু হয়, আর যদি মহান সত্তার মধ্যেই বিলীন হয়, তবে মরদেহের মৃত্যু হয়। সে কামিয়াবী লাভ করে।

জীবন-বিধান, ধর্ম-বিধান, জীবনের যাত্রাপথকে আলোকিত করে। সুস্পষ্ট পথ প্রদর্শন করে, আত্মিক চেতনাবোধ জাগ্রত করে। এটা জীবন সমুদ্রে লাইট হাউজের ন্যায়। পথহারা নাবিককে পোতাশ্রয়ের সন্ধান দেয়। ভুল পথে জীবনতরী পরিচালিত না হতে সহায়তা করে। হক ও বাতিল, আলো ও অন্ধকার, সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যের জন্য প্রয়োজন ধর্মীয় চিন্তা-ধারণার বিকাশ এবং প্রসার।

নিফাকের গর্ত ঃ

এক চাষী মনস্থ করেছে ইরি ধান করবে। ইরি ধানে পানি লাগে অনেক। পাওয়ার পাম্প দিয়ে চাষী খাল থেকে ক্ষেতে পানি দেয়। কিন্তু কয়েক ঘন্টার মধ্যেই পানি চলে যায়। আবার পানি দেয়। এবারও একই অবস্থার পুনরাবৃত্তি। পানি থাকে না। হাজার বার দিলেও থাকে না, কারণ চাষী ইঁদুরের গর্তগুলো ভরাট করে দেয়নি। ঐগুলো বেয়ে পানি খালে চলে যায়।

www.draminlibrary.com

আমাদের অনেকের অবস্থাও ঐ চাষীর মত। আমরা নামায পড়ি, তসবির বড় বড় দানা টিপি, সিজদা দিতে দিতে কপালে দাগ লাগাই। আবার মিথ্যা কথা বলি, ঘুষ নেই, ঘুষ দেই, হারাম রোযগার করি। তা দিয়ে উদর পূর্ণ করি। আমরা আল্লাহ্কে মানি। যারা আল্লাহ্র নির্দেশ অনুসারে বিধান দেয় না, তারা আল্লাহ্র পাক-কালাম অনুসারে ফাসিক, জালিম, কাফির হওয়া সত্ত্বেও তাদের আনুগত্য স্বীকার করি। আল্লাহ্কে ভয় করি। আবার আল্লাহ্দ্রোহী সমাজ ব্যবস্থার নায়কদেরও ভয় করি। তাদের নিকট মন-মস্তক অবনত করি। শির্ক এবং নিফাকের ইঁদুরের হাজার গর্ত আমাদের হৃদয় মাঝে রেখেও আল্লাহ্র সামনে নির্লজ্জের মত মাথা নত করি। তাই আমাদের নামায, রোযা, ইবাদত আমাদেরকে ফাহিশা কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে না।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলা, জিহাদ করা ফরয। হারাম খাওয়া পাপ। এতো আমরা জানি, কিন্তু এ জানা বা বিশ্বাস কি আমাদের একিন, প্রত্যয় বা কনভিকশন? যে পর্যন্ত না আমরা আমাদের জ্ঞান ও বিশ্বাসকে একিন বা প্রত্যয়ে পরিণত না করতে পারি এবং সত্যিকার ইমানদার না হতে পারি, ততক্ষণ আল্লাহ্র সঙ্গে আমাদের সত্যিকার মহব্বত স্থাপিত হবে না, আল্লাহ্র প্রেমের অমৃতধারা আমাদের জীবনকে সুধাময় ও মহিমান্বিত করবে না।

খালিক ও মাখলুক

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি? এ সম্পর্কের স্বরূপ-ই বা কি? এ প্রশ্ন মানুষের মনে চিরন্তন। তাঁর অস্তিত্বের স্বীকৃতি ছাড়া কোন সম্পর্কই গড়ে উঠতে পারে না।

আল্লাহ্ আমাদের সৃষ্টি করেছেন, সুতরাং স্রষ্টা হিসেবে তাঁকে আমাদের অবশ্যই মানতে হবে। না মানলে আমরা কাফির হয়ে যাবো। অনাদিকাল আমাদের দোযখে বাস করতে হবে। মানলে আমরা বেহেশ্ত লাভ করবো। বেহেশতের লোভ এবং দোযখের ভয় এ সম্পর্কে এরূপ ব্যাখ্যাই বহুকাল থেকে চলে আসছে।

এ জাতীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের পরিবর্তন হওয়া দরকার। যাদের যুক্তি দিয়ে বোঝার সময়, সামর্থ ও ধৈর্য নেই, তাদের জন্য এ ব্যাখ্যাই সবচেয়ে ভাল। কিন্তু যারা চিন্তা করে তাদের চিন্তার খোরাক এতে মেটে না, তাদের মন তৃপ্ত হয় না। আল-কুরআনে মানুষকে বারবার কুরআনের অর্থ বোঝার, চিন্তা করার ও উপলব্ধি করার তাগিদ দেয়া হয়েছে।

www.draminlibrary.com

তাপসী রাবেয়া বসরী (রহঃ) সাধক সূফী হযরত হাসান বসরী (রহঃ)-কে একসময় বলেছিলেন– হাসান, আমার যদি শক্তি থাকতো তা হলে আগুন দিয়ে সবগুলো বেহেশত জ্বালিয়ে দিতাম এবং পানি দিয়ে সব দোযখের আগুন নিভিয়ে দিতাম। তখন বুঝতে পারতাম, সত্যিকারভাবে আল্লাহ্কে কারা ভালবাসে।

মানুষ একজন রক্ত-গোশতের দেহধারী মানুষ সৃষ্টি করতে পারে না। আল্লাহ্ই সৃষ্টিকর্তা। পিতার ঔরসে মায়ের গর্ভে সন্তানের জন্ম হয়। মায়ের সাথে সম্পর্ক কি? চকোলেট, চানাচুর, লাল জামা, আইসক্রীম, তেঁতুল ইত্যাদির লোভ সন্তানের অবশ্যই আছে। চড়-ধমকের ভয়ও শিশুর থাকে। ভাই-বোনদের মধ্যে ঝগড়া হলে যে ঝগড়া আগে শুরু করে, সে মায়ের ধমক খায়। আগে শুরু না করলেও যে প্রতিবাদে অন্যটিকে বেশী মারে, ব্যথা দেয়, অশ্রুপাত ঘটায় বা সীমা লঙ্ঘন করে, সে মায়ের হাতের মার খায়। মারের চাপটা যদি বেশী হয়, প্রহৃত শিশু আবার মায়ের কোলে স্থান পায়। পায় বুকের আরাম, গালে চুমু, মিমি-চকোলেটের আশ্বাস।

মায়ের স্নেহে স্বার্থের লেশমাত্র নেই। বড় হলে সন্তান মাকে লালন-পালন করে থাকে। না করলে মা সন্তানের অকল্যাণ কামনা করে না। মা-বাবা, অন্তত প্রাচ্য দেশীয় মা, সন্তানের জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকার করতে পারে। সন্তানের জন্য প্রয়োজন হলে দুঃখী বিধবা মা গতর খাটায়, পরের বাড়ি কাজ করে, রাত জাগে, না খেয়ে থাকে-যে কোন ত্যাগই স্বীকার করতে পারে। সম্ভব হলে নিজের হায়াত দিয়েও সন্তানকে রক্ষা করতে প্রস্তুত থাকে।

মা তো সন্তানের স্রষ্টা নয়, মা শুধু গর্ভধারিণী। গর্ভধারিণীর স্নেহের মধ্যে দেখি আমরা জান্নাতী মাধুর্যের মহিমাময়ী আলোকচ্ছটা। স্রষ্টার স্নেহ-মমতা ও দরদ তার মাখলুকাতের জন্য মায়ের স্নেহ-মমতা অপেক্ষা অনেক অনেক বেশি। মহাস্রষ্টার মহাসমুদ্ররূপ দরদ-ভালবাসার মাত্র বিন্দু কণার প্রতিফলন ঘটে অপত্য স্নেহে। মানুষ এবং স্রষ্টার মধ্যে সম্পর্কের প্রধান স্বরূপই হলো স্নেহ-মমতা, ভালবাসা, দরদ। এ স্নেহ-দরদের মধ্যে দেনা-পাওনার কোন সম্পর্ক নেই। এ দরদ স্বার্থলেশহীন।

রূপক উপমার তাৎপর্য ঃ

আল্লাহ্র সঙ্গে মানুষের যে সম্পর্ক তার কোন তুলনা হয় না। কোন রূপকই যথার্থ হতে পারে না, রূপকগুলো শুধুমাত্র ইংগিতবহ। যথার্থ মনে করা হলে অযথা অনর্থ সৃষ্টি করা হবে। মাতৃস্নেহের সঙ্গে স্রষ্টার দরদের তুলনার জন্য কেউ যদি স্রষ্টাকে মাতৃরূপে কল্পনা শুরু করে দেয়, তবে পরকাল তো যাবেই, ইহকালটাও যেতে পারে।

www.draminlibrary.com

এ পুস্তকে বিভিন্ন বিষয় বোঝাতে আমরা রূপকের আশ্রয় নিয়েছি, এ জন্য নয় যে, এগুলো যথার্থ। শুধুমাত্র এজন্যই যে, উদাহরণ, উপমা এবং রূপকের সাহায্যে কোন কিছু বোঝা সহজতর। জানা এবং প্রচলিত উপমা ও রূপকই ব্যবহার করতে আমরা চেষ্টা করছি।

সৃষ্টি প্রেম ঃ

ছোট বালক-বালিকা কাগজ কেটে নৌকা বানায়। কাগজে ইচ্ছামত আঁকে। অন্যের চোখে তা মনে হয় অর্থহীন দাগ। কিন্তু 'শিশু স্রষ্টার' চোখে তা হলো সুন্দর ফুল, সতেজ তরু বা মনোরম গৃহ। তার কাগজের নৌকাটা কেউ মাড়িয়ে দিলে শিশু চিৎকার করে ওঠে, তার চোখে পানি এসে যায়। উনুনের উপর কড়াইতে ডিমটা পুড়তে থাকলেও মাকে দৌড়ে এসে সন্তানকে কোলে নিতে হয়, চোখ মুছে দিতে হয়। নিজের সৃষ্ট কাগজের নৌকার প্রতি ছোট্ট শিশুর ভালোবাসা সকল সৃষ্টির জন্য স্রষ্টার ভালোবাসারই প্রতিধ্বনি এবং অভিব্যক্তি।

দিদার ঃ

পরকালে মানবের প্রতি স্রষ্টার সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত হবে আল্লাহ্র দিদার বা সাক্ষাৎ। বেহেশতে বহু আরাম-আয়েশ, অফুরন্ত ভোগ ও সুখের সন্ধান মিলবে। কিন্তু সবচেয়ে বড় আনন্দ হবে ইলাহ্-এর সঙ্গে মিলন।

কিশোরী বালিকারা উঠতি বয়সে জোয়ান ছেলেদের প্রেমে পড়ে মায়ার বাঁধন ছাড়ে। মা-বাবা ছেড়ে অচিন-অজানা সমুদ্রে পাড়ি দেয়। গৃহের আরাম, নিরাপদ জীবনযাত্রার লোভ তারা সংবরণ করে। তারা ধন চায় না, মান চায় না, গয়না চায় না, চায় তাদের পরম কাম্য দয়িতের সান্নিধ্য।

নবোন্মেষিত প্রেমের নায়ক-নায়িকা সাময়িক বিচ্ছেদে মুষড়ে পড়ে। চিঠিপত্রের মধ্যে শুনতে চায় কে কার কথা কতটুকু স্মরণ করছে। 'আমার সব কাজের ব্যস্ততার মাঝেও তোমার ছবি প্রতি মুহূর্তে মনের মুকুরে ভেসে উঠছে'–এ জাতীয় কথা পরস্পরকে যতটুকু আনন্দ দেবে তার এক কণাও দেবে না 'তোমার জন্য শার্ট সেলাই করেছি বা শাড়ী কিনেছি'-এ সব কথা।

আত্মসমর্পণ ঃ

মানব শিশু ব্যথা পেলে দৌড়ে যায় মায়ের কাছে। দুঃখের কথা জানায়, সহানুভূতি চায়, মাতৃকোল অপেক্ষা আরামের স্থান শিশুর আর নেই; সকল ব্যথার মধ্যে মায়ের হাতের পরশ, বুকের সান্নিধ্য তাকে অনেক ব্যথা ভুলিয়ে দেয়।

www.draminlibrary.com

এমন কোন মানুষ নেই যে জীবনে কখনও ব্যথা পায়নি, হতাশ হয়নি, দুঃখ-কষ্টে পীড়িত হয়নি। মানব জীবন দুঃখে-বিষাদে ভরা, তার দুঃখের মাঝে মানুষ চায় সান্ত্বনা।

মানুষের জন্য আল্লাহ্র চেয়ে বড় সান্ত্বনা দানকারী আর কে হতে পারে? যে দুঃখের দহনে দগ্ধ হয়ে আল্লাহ্র কাছে আত্মসমর্পণ করে, তার ব্যথার ভার, হতাশা, দুশ্চিন্তার বোঝা তুলে নিয়ে রাব্বুল আলামীন তাকে মুক্তি দেন। যারা আল্লাহ্তে আত্মসমর্পণ করতে পারে তারাই সত্যিকার সুখী।

সংসারে নিরাসক্ত গৃহহীন সূফী-সাধকগণ সর্বদা স্রষ্টার প্রেমে মশগুল। কিন্তু তাদের কোন অভাব নেই, দুঃখ নেই, জীবনে নেই বঞ্চনার ব্যথা।

নিরাসক্ততা ঃ

আল্লাহ্র নিবেদিত প্রাণ গৃহত্যাগী, সূফী-দরবেশগণই মানব জাতির মধ্যে সবচেয়ে সুখী। শুধু তারা নয়, যারা সংসারে থেকেও আত্মসচেতন এবং নিজের সত্তাকে যারা উপলব্ধি করতে পেরেছে তারাও সুখি। তারা সংসারে থেকেও নিরাসক্ত। বাইন মাছের মত সর্বদা কাদার মধ্যে নিমজ্জিত। তবু তাদের গায়ে কাদা লাগে না। পঙ্কিলে তাদের অবস্থান, তবুও দেহ পঙ্কিলমুক্ত।

লোভী-ভোগী আত্মিক চেতনাহীন মানুষ কম্বল বা কাঁথার মত। জলে ডুবলে সম্পূর্ণ সিক্ত হয়ে যায়। পরহেযগার-মুত্তাকী মানুষ রাজহাঁসের মত জলে ভেসে বেড়ায়। ডুব দিলেও ডোবে না, পানির মধ্যে থাকে কিন্তু পাখা এবং পালক থাকে, শুকনো, ঝাড়া দিলে সব পানি পড়ে যায়।

সংসারের মধ্যে থেকেই মুত্তাকীরা থাকে কলুস এবং আবিলতামুক্ত। পাপ সমুদ্রে তারা হংস বলাকার মত ভেসে বেড়ায়। গৃহত্যাগী জঙ্গলবাসী হওয়া স্রষ্টার অভিপ্রেত নয়। তা আমাদের নবীরও সুন্নত নয়। ভোগ ও ত্যাগ, গৃহ ও তাবলীগ এ দুটোর মধ্যে সামঞ্জস্য থাকতে হবে। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটিতে ডুবে যাওয়া, ঘোর সংসারী হওয়া স্বার্থপরতা। ভোগ-বিলাসী, বিত্ত-পূজারী হওয়া সঙ্গত নয়। সম্পদের সাথে মানুষের সম্পর্ক হবে নদীতে ভাসমান নৌকার মত। নৌকা পানিতে ভাসে, কিন্তু নৌকার তলায় গর্ত হলে নৌকা ডুবে যায়। তেমনি সম্পদের প্রতি লোভ-লালসা ঈমানের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করে। পরিণামে ভরাডুবিও নিশ্চিত।

সূফী-দরবেশগণ আল্লাহ্র রাস্তায় জীবন উৎসর্গ করেন, দুঃখীজনের কল্যাণের জন্য শ্রম-সাধনা নিয়োগ করেন। ব্যথিতের মুখে হাসি ফোটাবার জন্য সাধনা করেন। তাঁরা সমাজের মান্য, তারা ত্যাগী লোভশূন্য। তাঁদের জীবন শূন্যের ন্যায়। নিজেদের জীবন দিয়ে অন্যের জীবন তাঁরা পূর্ণ করেন।

www.draminlibrary.com

সমাজে সূফী-দরবেশের ভূমিকা অঙ্কশাস্ত্রের শূন্যের ন্যায়। শূন্য যেমন তিন, পাঁচ, নয় প্রভৃতি সংখ্যায় সামনে এসে এদের মান বাড়িয়ে দেয় বা পিঠে একাধিক শূন্য যুক্ত হয়ে সংখ্যার গুরুত্ব শত হাজার লক্ষ গুণ বৃদ্ধি পায়, সংসারত্যাগী ফকীর-দরবেশরাও তদ্রূপ।

প্রকৃত ফকীর-সূফীরা সাধারণ মানুষের জীবনে এসে তাদেরকে পূর্ণ করে তাদের মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটায়। সামাজিক-আধ্যাত্মিক জীবনে তাদের গুরুত্ব শত লক্ষাধিক বাড়িয়ে দেয়। সূফীদের স্নেহধন্য সংসারীদের জীবনও পরিপূর্ণতায় ভরে ওঠে, সার্থকতায় রূপ লাভ করে। কারো কারো জীবন হয় ধন্য, প্রাতঃস্মরণীয়।

দুনিয়া ঃ

পথচারী এগিয়ে যায় তার পথের পানে। যাত্রাপথে ক্ষণিকের তরে নদীর কূলে তরু ছায়ায় বিশ্রাম নেয়। কখনওবা নদীর ঢেউয়ের দিকে পাল তোলা নৌকার পানে তাকিয়ে থাকে। রাজহংসের সাঁতার দেখে, বলাকার ডাক শোনে। নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়। আবার চলা শুরু করে। পথ চলতে চলতে ক্লান্তিতে কখনও তার পা জড়িয়ে আসে। হ্রদের ধারে পর্যটন পরিদপ্তর পরিচালিত রেস্ট বেঞ্চে বসে পড়ে। সানফ্লাওয়ার, বোতাম ফুলের সুষমায় তার চোখ জুড়ায়। স্নিগ্ধ দখিনা হওয়ায় ক্লান্তি দূর হয়।

পথের নরম মধুর স্মৃতিতে পথিকের মন আটকে পড়ে না। সে এগিয়ে যায় তার গন্তব্য পথে। এ বিশ্বচরাচরে এ সুন্দর পৃথিবী মানবাত্মার যাত্রাপথের বিশ্রামস্থল। তার স্থায়ী নিবাস নয়। তাকে যেতে হবে পরলোকে। পৌঁছাতে হবে মহান প্রভুর সান্নিধ্য। তার স্বাভাবিক মন তো কোথাও বাঁধা পড়ার নয়। শয়নে, স্বপনে, জাগরণে, দণ্ডায়মান অবস্থায়, উপবেশনে, রুকুতে, সিজদায় যিকির করতে হয় তার মূল সত্তাকে। এ যে তার প্রকৃতি।

বট ও অশ্বত্থের স্নিগ্ধ বাতাস, ফুলের সুষমা, বলাকার কলধ্বনি, পথিকের যাত্রাপথে যেমন, কামিনী কাঞ্চন, ধন-মান মানব জীবনেও তেমনি ক্ষণিকের আনন্দ। এগুলো সাথে নিয়ে যাওয়া যায় না, এর মায়াবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়লে জীবনের মহাযাত্রা ব্যর্থ হয়।

মহা-প্রত্যাবর্তন ঃ

মানুষ আল্লাহ্‌র কাছ থেকেই এসেছে, আর আল্লাহ্‌র কাছেই সে ফিরে যাবে। মানুষের রূহ সীমাহীন, আদিহীন, অন্তহীন ইলাহ্-এর নির্দেশ বিশেষ। আল্লাহ্‌রই ফিতরাতে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

www.draminlibrary.com

শাখা নদী প্রবাহিত হয় মহানদীর দিকে। মহানদী ধাবিত হয় সাগরের দিকে। মানবাত্মার গতি ইলাহ্-এর দিকে। নীড় তোলা পাখি আর পথহারা শিশুর ন্যায় মানবাত্মা খুঁজে বেড়াচ্ছে তার মূল সত্তাকে, সেদিকেই তার গতি।

ইবাদত ঃ

স্রষ্টার সঙ্গে সৃষ্টির সম্পর্ক রাখার শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি হলো যিকির এবং ইবাদত। বস্তুত স্রষ্টার ইবাদতের জন্য মানব সৃষ্টি হয়েছে। যিকির এবং ইবাদতের মাধ্যমে মানব জীবনের উদ্দেশ্য এবং পরিণতি সম্বন্ধে যেন আমরা সচেতন হই। সৃষ্টি পরিকল্পনায় আমাদের ভূমিকা সম্বন্ধে আমরা যেন অবহিত থাকি।

দৈনিক পাঁচবার গোসল করলে যেমন দেহে ময়লা জমতে পারে না, তেমনি পাঁচবার নামায পড়লে হৃদয়েও ময়লা জমতে পারে না।

সময়ানুবর্তিতা ঃ

সময়মত নামাজ আদায় করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সৃষ্টি পরিচালনায় 'সময়' একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। আকাশে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র ভেসে বেড়াচ্ছে। প্রত্যেকটি সময় মেনে চলে। রজনীগন্ধা রাত্রে ফোটে, হাস্নাহেনা রজনীতে সুগন্ধী ছড়ায়। হাজার রকমের ফুল নির্দিষ্ট ঋতুতে এবং সময়মত ফোটে। অসময়ে শস্য বুনলে ফলন হয় না। মাছ, পাখী, পশু সকল জীবেরই 'সময় জ্ঞান' আছে। সরকারি অফিসে আমলাদের সঙ্গেও যখন ইচ্ছা সাক্ষাত করা যায় না।

কোন্ সময় বান্দার প্রার্থনা আল্লাহ্ শুনবেন তা তিনি জানিয়ে দিয়েছেন। অসময়ে প্রার্থনার চেয়ে তাঁর নির্দিষ্ট করে দেয়া সময়ে, বিশেষ দিন বা রাতের প্রার্থনা আল্লাহ্র কাছে অধিকর প্রিয়।

সেনাবাহিনীকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রাখতে এবং তাদের মধ্যে অলসতা, জড়তা পরিহারের জন্য প্যারেড, কুচকাওয়াজের নিয়ম আছে। পাঁচ বেলা নামাযও এক রকম কুচকাওয়াজ। সংসার সময়ে সংগ্রামের জন্য আল্লাহ্র সৈনিকদেরকে সমর্থ রাখার প্রয়োজনে দিনে পাঁচবার প্যারেড ও ইবাদতের বিধান আছে। কিন্তু যে নামায ব্যক্তিকে ফাহেশা কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারে না তা আল্লাহ্র নিকট কবুল না-ও হতে পারে। কোন সৈনিকদল যদি প্যারেডে প্রথম হয় বা ট্রফি পায়, কিন্তু আসল যুদ্ধের সময় যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে তাদের ত্রুটিহীন প্যারেড কি কোন কাজে লাগে?

www.draminlibrary.com

ভাল যুদ্ধ করতে পারলেও সৈন্যদেরকে কুচকাওয়াজ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয় না। কোন ছেলে যদি এলজাবরার ফরমূলা জানে, তবে তাই যথেষ্ট মনে করা হয় না। তাকে প্রাক্‌টিস করতে হয় বারবার। বিনা প্রাক্‌টিসে পরীক্ষা পাস, যুদ্ধ জয়লাভ কষ্টকর। আল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত এবং ত্রুটিমুক্ত রাখতে হলে প্রয়োজন নিয়মিত ইবাদত।

আল্লাহ্‌র রজ্জু ঃ

মহান প্রেমময় প্রতিপালক আমাদের দুটো হাত দিয়েছেন। এক হাত দিয়ে সংসারের সমস্ত কাজকর্ম করতে হবে। যখন সংসারের কোন কাজকর্ম থাকে না, তখন দু'হাত দিয়েই আল্লাহ্‌র রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধরতে হবে। অবশ্য এ ধরা রক্ত-গোশতের হাত দিয়ে নয়। চিন্তা, কল্পনা, আনুগত্য, মন-প্রাণ সমগ্র সত্তা দিয়ে।

কর্মহীন ভালোবাসা ঃ

ইবাদত ছাড়া ঈমান বা বিশ্বাস যথেষ্ট নয়। আল্লাহ্‌কে তো মানি, বিশ্বাস করি, ভালোবাসি, সমীহ করি। ইবাদতের শিথিলতা আসলে তেমন কি দোষের হতে পারে? এ ধারণা ভুল। কর্মহীন ঈমান-ভালোবাসা অর্থহীন। ধরুন, কোন প্রেয়সী স্ত্রী প্রাণভরে স্বামীকে ভালোবাসে। তার জন্য প্রাণ দিতে পারে। সে রাতদিন, জাগরণে-স্বপনে স্বামীর প্রিয়দর্শন মুখের ধ্যান করে আর সুন্দর ভাষায় মধুর কণ্ঠে তার ভালোবাসার কথা জানায়। কিন্তু সে সকাল বেলা সাজগোজ করতে দু'ঘন্টা লাগায়। অফিসগামী স্বামীর জামা-কাপড় ঠিক করে দেয়া তো দূরের কথা, নাস্তাটাও ঠিক করে দেয় না। বেচারাকে রাতের বাসি পচা তরকারি আর পান্তা ভাত কোনরূপে গলায় ঢুকিয়ে অফিসে দৌড়াতে হয়। অন্যান্য ব্যাপারেও একই অবস্থা। এরূপ পুতুলবৎ সুন্দর-সুদর্শনা, সুসজ্জিতা প্রেয়সীর প্রেম কি সার্থকতায় পূর্ণ হবে? তাই শুধু মনে মনে ভালোবাসলে আর তা মুখে প্রকাশ করলে চলে না; কর্ম দিয়ে, সেবা দিয়ে প্রেমকে অর্থবহ করতে হয়। অনুরূপভাবে নামায-রোযা আদায় না করে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার আরকান-আহকাম পালন না করে শ্রমহীন যিকির-আযকার আল্লাহ্‌র কাছে অর্থবহ হয় না।

শুধু জায়নামাযের চৌহদ্দী এবং মসজিদের চার দেয়ালের মধ্যে স্রষ্টার প্রতি মহব্বত সীমিত থাকলে আল্লাহ্ তুষ্ট নন। প্রেমের অভিব্যক্তির ক্ষেত্র আরো বিস্তীর্ণ করতে এবং তার অগণিত সৃষ্টির মধ্যে বিস্তৃত ও প্রসারিত করতে হয়।

www.draminlibrary.com

মহব্বত-ই ইলাহী

সারা দুনিয়ার মানুষ স্রষ্টাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কেউ পায়, কেউ পায় না। কেন পায় না? তা বলা বড় মুশকিল। অনেকে অনেক কিছু চায়, পাওয়া সম্ভব হলে সারা দুনিয়াটাই চায়, কিন্তু সবাই সব কিছু পায় না। পাওয়ার বস্তু হলেও পায় না, যদি পাওয়ার মতো করে চেষ্টা না করা হয়।

যেমন ধরুন, আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজের ছেলে কনে খুঁজে বেড়ায়, কিন্তু সারাদেশে এত কনে থাকা সত্ত্বেও তারা কনে পায় না। হয়তো তারা বাড়ি আর শাহজাদী চায়, তাই পায় না। কিন্তু তা না চেয়ে অতি সাধারণ একটা কনে চাইলেও অনেকে পায় না। কারণ কি? আসলে তারা পাওয়ার মতো করে চায় না। তাদের চাওয়াটা অতি মামুলি ধরনের চাওয়া। এক দিকে দেখা যায় সাত বছর ধরে চেষ্টা করেও কনে পায় না। আবার তাদেরকেই দেখা যায় দু-চার দিনের মধ্যেই এত তাড়াতাড়ি পেয়ে যায় যে, বন্ধু-বান্ধব দূরের কথা, দুলাভাইকে খবর দেয়ার সময়টুকু পর্যন্ত পায় না।

তীব্র কামনা ঃ

আল্লাহ্‌কে পেতে হলে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে চাইতে হবে। আল্লাহ্ এত সস্তা নয় যে, যেমন তেমন করে চাইলে তাঁকে পাওয়া যাবে। যদিও তিনি সর্বত্রই আছেন। প্রথমে নিজের মনকে যাচাই করতে হবে, সত্যিই আল্লাহ্‌কে চাই কি না, এ জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে, তবলীগের ভাষায় মেহনত করতে রাজী আছি কি না। দৃঢ় সংকল্প এবং অদম্য আগ্রহ ও আকাঙক্ষা ভিন্ন মহৎ এবং বড় কিছু আশা করা যায় না।

হবু বরের প্রসঙ্গ নিয়ে যখন কথাটা শুরু হলো, এ উপমাটাই রাখি এবং সেভাবে বিষয়টা বুঝতে চেষ্টা করি। চিরকুমার আধপাগল অপ্রকৃতিস্থ সূফীদের কেউ কেউ স্রষ্টাকে প্রেয়সীর সঙ্গে তুলনা করেন। কেউ কেউ করেন মায়ের সঙ্গে। এসব পৌত্তলিক হিন্দু সংস্কৃতি এবং সেই জীবনধারার সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগেরই ফলশ্রুতিতে এ ধরনের কল্পনা বিলাস ইসলাম সম্মত নয় এবং জাহেলিয়াতের নমুনা।

যা হোক, বর-কনের উপমাটা শুধু উপমাই বটে, এর সঙ্গে হক বা সত্যের কোন সম্পর্ক নেই। উপমা ব্যবহার করা হয় নিছক বোঝাবার সুবিধার জন্য।

www.draminlibrary.com

অনুসন্ধিৎসা ঃ

কনে পেতে হলে বরকে প্রথম কি করতে হয়? খোঁজ-খবর নিতে হয়। কোথায় মেয়ে পাওয়া যায়, হবু শ্বশুরদের কার কার মেয়ে থাকা সম্ভব তা খোঁজ করতে হয়। বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে হয়। কেমন মেয়ে বিয়ে করতে চায় তা জানতে হয় এবং মেয়ের স্বভাব-চরিত্র লেখা-পড়া এবং মেজাজ ও স্বাস্থ্যের খোঁজ নিতে হয়। পরম ও চরম প্রেমাস্পদ স্রষ্টাকে পেতে হলেও সেরূপ প্রথম খোঁজ-খবর নিতে হয়। স্রষ্টার সম্বন্ধে জানতে হবে, জানার অনুসন্ধিৎসা থাকতে হবে। তা না থাকলে যোগ্য পাত্র হলে হয়ত বেহায়া পাত্রী উড়ে এসে কোলে বসতে পারে, কিন্তু হৃদয়ে বসে থাকা স্রষ্টাকে পাওয়া যায় না।

ইজাব-কবুল ঃ

কোথাও বিয়ে করার কথা মোটামুটি ঠিক হলে এবং সিদ্ধান্ত নেয়া হলে পাত্রী পক্ষের কাছে প্রস্তাব যায়। পাত্রী পক্ষ তখন শর্ত আরোপ করে বা সবকিছু দিয়ে কন্যা সমর্পন করতে চায়।

এ পর্যায়ে কাবিন নিয়ে কথাবার্তা ওঠে। পূর্ব কথাবার্তার দরকার না হলেও যে কোন ভদ্রলোকের ছেলে মেয়ের বিয়েতে সাধারণত কাবিন হয়েই থাকে। কাবিন হলো বিয়ের চুক্তি।

লিখিত চুক্তি ছাড়া অনেক বড় বড় ব্যবসা হয়তো হয়, কিন্তু দেশী বিদেশী অর্থবহ বাণিজ্যের জন্যও চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তি বা কাবিন ছাড়া ভাবের আদান-প্রদান হতে পারে, প্রেম হতে পারে, কিন্তু বিয়ে চুক্তি ছাড়া হওয়াটা সম্ভবপর নয়। কারণ বিয়েতে সামাজিকতা আছে, বিয়ের স্বাভাবিক পরিণতিতে সন্তান হয়। তাদেরও জানার অধিকার আছে তাদের এ দুনিয়াতে আসার উপলক্ষটা কিভাবে, কখন এবং কাদের উপস্থিতিতে তাদের বাবা-মার মধ্যে ফয়সালা হয়েছিল। এটা জানা তার অধিকার। যাতে সমাজে তার মাথা হেঁট না হয়, সন্তান আশরাফুল মাখলুকাত হিসাবে অন্যান্য জানোয়ারের সন্তান অপেক্ষা স্বতন্ত্র সত্তায় সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে, তাই বিয়ে-শাদীতে সাক্ষী, কাজী এবং কাবিন দরকার হয়।

স্রষ্টার সঙ্গে সৃষ্টির সম্পর্কের ইজাব-কবুল হলো কলেমা তাইয়্যেবা এবং কলেমা শাহাদত ও কাবিননামা হলো ইসলামের স্তম্ভঃ সালাত, সিয়াম, হজ্জ, যাকাত এবং জিহাদ।

www.draminlibrary.com

সাধনা ঃ

বিয়ের কলেমা পাঠ এবং কাবিননামার সই হলেই কি কোন বর সঙ্গে সঙ্গে কনে পেয়ে যায়? তা হয় না। চুক্তি সম্পাদিত হলো বটে, তাতে স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো, দখল হলো না। কোন বর যদি কবুল বলা আর কাবিননামায় সই করার পর বিয়ের মজলিস থেকে চলে আসে, শা'নজর বা বউ দেখার জন্য অপেক্ষা বা চেষ্টা না করে, তবে তার জীবন-যৌবন নিঃসঙ্গই থাকবে। তার চিরকুমারত্বটা বড় জোর বিবাহিত কুমারত্বে উন্নীত হবে, কিন্তু দূর হবে না।

কনে পাওয়ার জন্য যে ভুলটা আমরা করি না স্রষ্টাকে পাওয়ার সাধনায় আমরা প্রায় সকলেই সে ভুল করে বসি। আমাদের কবুল আর শাহাদতই হয়, কিন্তু শা'নজর দর্শন বা দিদার আর হয় না। আমরা বোধ হয় ততটুকু চাই না। তাই কলেমা পড়ার পরও নামায। রোযা হয়ত আমরা করে থাকি, কিন্তু আমাদের হৃদয়ের বাসরঘরে পরম প্রিয়কে পাই না। সে স্থানে আমরা থাকি নিঃসঙ্গ, একাকী। অন্ধকার ঘরে কালো বিড়ালের সন্ধান করি, যে বিড়াল তখনও ঘরে ঢোকেনি। আল্লাহ্‌কে পেতে হলে শুধু নামায-রোযা করলে হয় না, মযবুর হতে হয়। দৃঢ়সংকল্প নিয়ে যিকির করতে হয়, মামুলিভাবে নয়। সাপের তাড়া খেলে বা বাঘের সামনে পড়লে যেরূপ প্রচেষ্টা চালিয়ে জীবন বাঁচাতে চাই, সেরূপভাবে আল্লাহ্‌কে পেতে হয়। অদম্য আগ্রহ, অসীম তৃষ্ণা নিয়ে তাঁকে কামনা করতে হবে। সামাজিকতা এবং লৌকিকতা বজায় রাখার জন্য আমাদের যে জামায়াতে নামায পড়া বা জুমু'আর নামায পড়া, তাতে হবে না। হেরা গুহায় সাধনার আগে আল্লাহ্ যার জন্য এ বিশ্বচরাচর সৃষ্টি করেছেন সেই প্রিয়তমের কাছেও ধরা দেননি। আর দৌড়ে এসে আমার-আপনার হৃদয়ে বসবেন, এমন কত ভ্রান্তির জালেই না আমরা আবদ্ধ আছি।

সংসার লোভ ঃ

প্রেমাস্পদ চোখের সামনেই লুকোচুরি খেলছেন। ধরতে না জানলে লুকিয়ে থাকবেন। তাঁকে ধরতে হবে এবং ধরার জন্য তাঁর রাস্তায় বের হতে হবে। আমরা যদিও আল্লাহ্‌কে ভালবাসার কথা বলি, কিন্তু ঘরের খাট, বিছানা, কোলবারিশ, সোফাসেট ইত্যাদি আমরা যত ভালবাসি আল্লাহ্‌কে কি আমরা ততটুকু ভালবাসি? এগুলোর আরাম-আয়েশ কাটিয়ে আমরা সূফী-ফকীর হতে পারি না, এমনকি তিন-চার দিনের জন্য বা এক চিল্লা তাবলীগ সফরে যেতেও আমরা নারাজ।

সূফী সুলতান হযরত ইব্রাহীম বিন আদহাম (রঃ) তাঁর রাজপ্রাসাদে বসে ইবাদত করতেন। একদিন এক ফকীর এসে তাঁর দরজায় ধাক্কা দিলেন।

www.draminlibrary.com

কেন অসময় ফকীর তাঁর দরজায় ধাক্কা দিয়ে তাঁর ইবাদতের বিঘ্ন ঘটাচ্ছেন জিজ্ঞাসিত হলে ফকীর বলেছিলেন যে, তিনি তাঁর হারানো উট খুঁজছেন।

রাজা ভাবলেন এ সত্যিই পাগল। জিজ্ঞাসা করলেন, রাজপ্রাসাদে কিভাবে উট পাওয়া যাবে?

ফকীর জবাব দিয়েছিলেন যে, রাজা যদি রাজপ্রাসাদে থেকে আল্লাহ্‌কে পেতে পারেন, তবে তিনিও রাজপ্রাসাদে হারানো উট খুঁজে পাবেন না কেন?

জবাব শুনে ইবরাহীম বিন আদহাম (রঃ) রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে ফকীরী জিন্দেগী অবলম্বন করেন।

সকলের জন্য হযরত ইবরাহীম বিন আদহাম হওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু সাধারণত তাবলীগের কাজে আত্মসংশোধনের জন্য কিছু সময় লাগাতে না পারলে দিলের মধ্যে আল্লাহ্‌র মহব্বত সৃষ্টি হয় না।

শিরক ঃ

আল্লাহ্‌কে পাওয়ার সাধনায় একটি বিষয় সম্পর্কে খুবই সচেতন থাকতে হয়। অজ্ঞতাবশতঃ প্রায়ই আমরা শির্‌কের সাপের গর্তে পা দিয়ে ফেলি।

ফানাফিল্লাহ্ ঃ

আমরা বর-কনের উপমাকে শা'নজর বা দিদার পর্যন্ত নিয়ে এসেছিলাম। এবার আরো একটু অগ্রসর হওয়া যাক। শা'নজরের পরের পর্যায় হলো বাসর। বাসরঘরের আলিঙ্গনকে সূফীরা ফানাফিল্লাহ্-র সঙ্গে তুলনা করে থাকেন। এ পর্যায়ে সাধক আপন মাহবুবকে ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা করতে পারে না। যিকির বা ধ্যানের মধ্যে পায় অপ্রকাশনীয় আনন্দানুভূতি। বর-কনে যেমন পরস্পরের আলিঙ্গন থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায় না, সূফী সাধকও এ পর্যায়ে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভের অনুভবে যিকির-আযকার ছাড়া আর কিছুতেই আনন্দ পায় না।

আলিঙ্গনের পরবর্তী পর্যায় হলো মিলন যা সূফীগণের ভাষায় বাকাবিল্লাহ্‌র সঙ্গে তুলনীয়। এখানে হয় মাহবুবের সঙ্গে পুনর্মিলন। এই মিলনে সাধক বাহ্যিকভাবে অপ্রকৃতিস্থ রূপ ধ্যান করে।

এই পর্যায় সম্পর্কে ইমাম গাযালী (রঃ) বলেছেন, আমি কিভাবে বোঝাবো আমি আমার হৃদয়ে মাহবুবে ইলাহী সম্বন্ধে কতটুকু অনুভব করি? এ অনুভূতিতে কি আনন্দ পাই? এ আনন্দ তো বোঝাবার জিনিস নয়। এ পর্যায়ে না এসে কেউ আল্লাহ্‌র সঙ্গে মহব্বতের আনন্দ অনুভব এবং উপলব্ধি করতে পারে না।

www.draminlibrary.com

তিনি বলেছেন, কোন শিশুকে যেমন কেউ সঙ্গমের আনন্দ বোঝাতে পারে না, তেমনি নিজে বাকাবিল্লাহ্য় না পৌছালে কারও পক্ষে মহব্বতে ইলাহীর যে কি আনন্দ তা বোঝা সম্ভব নয়।

বাকাবিল্লাহ্ মহব্বতের শেষ স্তর। বাকাবিল্লাহ্র পর শুরু হয় শরী'আতের, যেমন মিলনের পর জন্ম নেয় শিশু। হেরা গুহার সাধনার মাধ্যমেই রাসূল (সাঃ) মা'রিফাতের শেষ স্তরে পৌছেছিলেন। নবুয়তের মাধ্যমে জন্ম নিলো শরী'আত। আবার নতুন করে যাত্রা হলো নবজাতকের। সে বড় হবে এবং পর্যায়ক্রমে এগিয়ে যাবে মা'রিফাতের দিকে। এমনি ধারায় চলবে জীবনচক্র– যার কোথায় শুরু, কোথায় শেষ একমাত্র পরম জ্ঞানী চিরসুন্দরই জানেন।

আল্লাহ্ নামের যিকির

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের নিরানব্বইটি নামের উল্লেখ আছে আল-কুরআনে। আরবী পরিভাষায় এই নামগুলোকে বলা হয় ইসমে সিফাত বা গুণবাচক নাম। ইসমে সিফাত বা গুণবাচক নামের বিপরীতে আমরা পাই ইসমে জাত বা আল্লাহ্র মূল নাম।

আল্লাহ্ বলেছেন যে, তিনি মানুষকে দুনিয়াতে তাঁর খলীফা করে পাঠিয়েছেন। এই খিলাফত কিন্তু আল্লাহ্র ইসমে জাত বা মূল সত্তার খিলাফত নয়। তাঁর উলুহিয়্যাতের কোন খিলাফত হয় না। আল্লাহ্র মূল সত্তার প্রতিনিধিত্ব করা মূলতঃ শির্ক।

আল্লাহ্ পরম স্রষ্টা হিসেবে মানুষের আনুগত্য এবং সিজদা পাওয়ার মালিক। এই সিজদা নেয়ার অধিকার তিনি আর কাউকে দেননি। তিনি হলেন ইলাহ। সিজদার অধিকার একামাত্র ইলাহ-এর, আর কারও নয়।

আল্লাহ্র যে নিরানব্বই নাম এগুলো হলো আল্লাহ্র নূর। এই নূরে মানব হৃদয়কে আলোকিত এবং গুণান্বিত করতে হয়। হাদীসে আছে, মুমিনের হৃদয় আল্লাহ্র আরশ।

প্রত্যেক ধর্মমতে তসবীহ্ পড়া এবং মহান স্রষ্টার নামের যিকির করার কথা আছে। যিকির করার সময় আল্লাহ্র যে নামের যিকির করা হয়, সে গুণের প্রতি মনকে আকৃষ্ট করতে হবে এবং ঐ গুণ মানুষের মধ্যে হাসিল করার কামনা নিয়ে বিনীতভাবে আল্লাহ্কে ডাকতে হবে।

www.draminlibrary.com

যখন আমরা 'সুবহানাল্লাহ' তসবিহ পড়ি, তখন অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যেমন আমাদের মন থেকে সকল ফাহিশা কাজের প্রবণতা লোপ পায় এবং আমাদের স্বভাব পুতঃপবিত্র হয়। পাক-সাফ হয়। সকল প্রকার অশালীন, মন্দ কাজের প্রতি আকর্ষণ বিলোপ করে মহৎ, সুন্দর মন ও মানস গড়ার লক্ষ্য রাখতে হবে। এ তসবীহ্টি অন্যান্য বহু তসবিহ্ হতে দুনিয়ার জন্য অধিকতর প্রয়োজনীয়।

পাপ-কর্মে হৃদয়ে কালিমা পড়ে। যিকিরের মাধ্যমে আল্লাহ্র নামের নূরের আলোতে সে কালিমা দূরীভূত হয়। টেলিভিশনের পর্দায় যেমন ছবি প্রতিফলিত হয়, তেমনি হৃদয়ের পর্দায় স্রষ্টার নূর প্রতিফলিত হয়ে জীবনের চলার পথ সুগম করে তোলে। মানুষ তখন সহজেই সিরাতুল মুস্তাকীম প্রাপ্ত হয়।

যিকিরের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ্র সান্নিধ্যে উপনীত হয়। হৃদয়ে আল্লাহ্র নৈকট্যের আনন্দ অনুভব করতে পারলে তখন আর কোন আনন্দেই মন যায় না।

আমরা যিকির করি বেহেশ্ত লাভের আশায় বা কর্তব্য মনে করে। কতবার যিকির করলে কত সওয়াব পাওয়া যাবে তার হিসাব থাকে আমাদের মনে। কোন্ তসবীহ্ পড়লে সারাদিন বিপদ-আপদ এড়িয়ে থাকা যাবে, এই ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিই আমাদের অনেকের যিকিরের প্রেরণা।

কিন্তু যে সমস্ত সূফী-সাধক হৃদয়ে আল্লাহ্র অস্তিত্ব গভীরভাবে অনুভব করতে পারেন, তাঁদের যিকির ছাড়া অন্য কিছুতেই তৃপ্তি আসে না। গোসল করা, কাপড় পরিষ্কার করা, চুল আঁচড়ানো, মাথায় তেল দেয়া ইত্যাদি কাজে শরীর ও মন তৃপ্ত হয়। এতে আমরা আনন্দ পাই। কিন্তু সূফী-দরবেশরা আল্লাহ্র প্রেমের আনন্দে এত বেশি ডুবে থাকেন যে, এসব আনন্দ তাঁদের নিকট যিকিরের আনন্দের তুলনায় কিছুই নয়। আহারে-নিদ্রায় আমরা সাধারণ মানুষ আনন্দ পাই। কিন্তু সত্যিকারের সূফীরা যিকিরের মধ্যে এত বেশি আনন্দ পান যে, তাঁদের পেটের ক্ষুধা, চোখের নিদ্রা অস্বাভাবিকভাবে হ্রাস পায়।

দীর্ঘবিরহের পর প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন হলে তারা বাহ্য জগতের সকল আনন্দ এমনকি অস্তিত্ব সম্পর্কে উদাসীন হয়ে যায়। খাওয়া-দাওয়ার দিকে তাদের আকর্ষণ থাকে না। কোন কিছু দিয়ে ক্ষুধা নিবৃত্তি করতে পারলেই তারা সন্তুষ্ট।

মা সন্তানের কাছে কিছু চায় না বললে হয়তো সত্যের অপলাপ হবে। মা চায় সন্তান তাকে 'মা' বলে ডাকুক। যতবার ইচ্ছা ডাকুক, এ ডাকে তার কোন অতৃপ্তি নেই। প্রয়োজনে, অপ্রয়োজনে যখনই ডাকুক না কেন, মা বিরক্ত হন না। এ ডাক তাঁর কানে সুধা ঢেলে দেয়। সন্তানের ডাকে মায়ের কোন বিরক্তি নেই।

www.draminlibrary.com

মহান প্রেমময় স্রষ্টা আল্লাহ্ চান মানুষ তাকে ডাকুক, যতবার ইচ্ছা ডাকুক। হাজার, লক্ষ, কোটিবার ডাকুক। বান্দার ডাক আল্লাহ্ দারুণ পছন্দ করেন।

মা চায় সন্তান তার চোখে চোখে থাকুক। শিক্ষা, মানস ও জীবন গঠনের প্রয়োজনে এদিক সেদিক গেলেও মা চায় তাকে যতটুকু সম্ভব কাছে রাখতে। সন্তান ফিরে আসুক তার কোলে, তার সান্নিধ্যে। স্রষ্টাও তেমনি চান মানুষ হাজার কাজের মধ্যে তাঁর সান্নিধ্যেই থাকুক, তাঁকে স্মরণ করুক। তাঁর সঙ্গেই নিগূঢ় আত্মিক সম্পর্কে আবদ্ধ থাকুক।

স্মরণ বা যিকির মাখলুকের সকল কাজের মধ্যে স্রষ্টার সবচেয়ে প্রিয়। গাঁয়ের বধূরা ঢেঁকিতে চিড়া তৈরি করে। ঢেঁকির গোড়ায় পদাঘাতের তালে তালে ঢেঁকি আন্দোলিত হয়। চোখের পলকে নূড়ান লোটে পড়ে আবার উঠে যায়। যে বধূ লোটের ভিতর হাত দিয়ে চিড়া নেড়ে দেয়, তাকে নূড়ানীর উত্থান-পতন সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হয়। একটু অচেতন হলেই ডান হাতের কব্জি ভাঙে। চ্যাপটা তালু আরও চ্যাপটা হয় বা আঙুল পিষ্ট হয়। তেমনি সংসারে হাজার কাজের মধ্যেও মহান স্রষ্টা আল্লাহ্কে স্মরণ রাখতে হয়। অসতর্ক অচেতন হলেই আত্মার অধঃপতনের সম্ভাবনা।

আল্লাহ্ আছেন– এ তো আমরা সবাই জানি। বিশ্বাস করি। যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে আল্লাহ্র অস্তিত্বের জ্ঞান বাড়াবার তেমন কোন প্রয়োজন নেই। যা প্রয়োজন তা হলো যিকিরের মাধ্যমে আল্লাহ্কে অনুভব করার চেষ্টা করা। জ্ঞান এবং বিশ্বাস যখন অনুভূতিতে পরিণত হয় তখনি মানুষ পায় সত্যিকারের শান্তি।

সূফী-সাধকরা যে আল্লাহ্র যিকিরে অনাবিল শান্তি পায় তা কি অস্বাভাবিক? না, তা নয়। একটি ছোট শিশু কিসে আনন্দ পায়? বেলুন দিয়ে, চকলেট দিয়ে তাকে হয়তো মায়ের কাছ থেকে কিছুক্ষণ সময়ের জন্য আলাদা করে নেয়া যায়। কিন্তু সে মায়ের কোলে সবচেয়ে বেশি শান্তি পায়। মায়ের কোলে যে শান্তি পাওয়া যায়, এ শান্তি সে আর কিছুতেই পায় না। শুধু জাগরণে নয়, নিদ্রার মধ্যেও সে মায়ের বুকের সঙ্গে মিশে থাকতে চায়।

মানব জীবনে অশান্তি আসে অতৃপ্তি এবং ভীতি থেকে। কামনা-বাসনার জিনিস যখন মানুষ না পায়, তখন তার মন হয় অতৃপ্ত। কিন্তু যারা যিকির করে বেশি তাদের মনে অতৃপ্তি থাকে কম, সন্তোষ থাকে বেশি। যারা আমাদের দেশে তাবলীগ জামায়াতের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত, তাদেরকে দেখা যায় অন্যান্য সংসারী মানুষ থেকে অপেক্ষাকৃত সুখী এবং তৃপ্ত। প্রতিবছরই যারা চিল্লা দেয়ায় অভ্যস্ত, তাদের অনেকের চেহারায় দেখা যায় গভীর প্রশান্তিজনিত নূর।

www.draminlibrary.com

তাবলীগ জামায়াতের বহু লোক তাদের সংসারের সকল বোঝা কিছু দিনের জন্য মহান আল্লাহ্র উপর ছেড়ে দিয়ে নিরুদ্বেগ চিত্তে আল্লাহ্র রাস্তায় বের হয়ে যান। প্রয়োজনীয় সতর্কতা পালন সম্বন্ধীয় আল্লাহ্র নির্দেশ পালন করলে আল্লাহ্ তাদের পরিবার-পরিজন, ব্যবসা-বাণিজ্যের হেফাজতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করেও যে ব্যক্তি সারা জীবনে একবার হজ্ব করার টাকা যোগাড় করতে পারে না, তাকেই দেখা যায় চাকরি-বাকরি বা ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি অপেক্ষাকৃত নিস্পৃহ হয়ে তাবলীগের চিল্লায় মনোনিবেশ করলে বছর বছর হজ্ব করার টাকাও আল্লাহ্ বন্দোবস্ত করে দেন।

মানব জীবনের সত্যিকারের শান্তি বিত্তে বা অর্থে নয়, আল্লাহ্র যিকিরে। যদি অর্থের দ্বারাই জীবন সুখ ও শান্তিময় হতো, তাহলে দুনিয়ার সবচেয়ে বিত্তশালী দেশ আমেরিকায় আত্মহত্যার হার সবচেয়ে বেশি হতো না। আত্মহত্যার দিক দিয়ে আরও একটি দেশ বিশ্বে এগিয়ে আছে। সেটা হলো সুইডেন। সেখানে ব্যক্তি-জীবনে অভাব তিরোহিত। শুধু যৌন জীবনের চাহিদা মেটাবার জন্য তারা কায়েম করেছে তথাকথিত পারমিসিভ সমাজ যেখানে হায়োনা-জানোয়ারের মত যৌনাচারের অনুমতি আছে। দেশের আইনে কোনকিছুই অবৈধ নয়। সুইডেন, যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় কুয়েত, লিবিয়া, সৌদী আরবও সম্পদশালী দেশ। শেখ ও আমীরদের ধন-রত্ন পাশ্চাত্যের ধনতন্ত্রী ধনকুবেরদের থেকে কম নয়। কিন্তু লিবিয়া, কুয়েত বা সৌদী আরবের ধনীগণ অশান্তি এবং অতৃপ্তির বিষময় জ্বালায় আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় না। কারণ আল্লাহ্র উপর তাদের বিশ্বাস অধিকতর গভীর এবং আল্লাহ্র নামের তসবীহ্ পাঠে তারা অধিকতর অভ্যস্ত।

আল্লাহ্ ওয়াহেদ ও আহাদ

আল্লাহ্ মহান, সর্বশক্তিমান। তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ, শক্তিমান, সর্বত্র বিরাজমান। বেহেশ্ত তাঁর অতিথি ভবনের মত। দোযখ তাঁর জেলখানা।

আল্লাহ্ অসীম। মানবমন সীমায় বাঁধা। ক্ষুদ্রাকৃতি কোন বস্তুকে বৃহদাকার কোন পাত্রে রাখা যায়। পাঁচ ঘনফুটের কোন বস্তু ফুটবলের আকারের কোন বাক্সে ভরা যাবে না। অনেকগুলো খেলনা গাড়ি একটা লিমোজিন গাড়ির মধ্যে রাখা সম্ভব। লিমোজিন রাখা যাবে রেলওয়ে বগিতে। ট্রাক আমদানী করতে হয় জাহাজে করে। কিন্তু একটি গোটা জাহাজ ট্রাকের ভিতর ভরা যাবে না।

www.draminlibrary.com

কেমন করে ধারণা করবে মানুষের সীমাবদ্ধ মন, তার সীমিত মানসিক ক্ষমতা দিয়ে অসীম স্রষ্টাকে? আমরা কেবল আল্লাহ্কে হৃদয়ঙ্গম করতে, উপলব্ধি করতে সাধ্যমত চেষ্টা করতে পারি। এর বেশি নয়। আর আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন, আল্লাহ্ যদি আমাদের চূড়ান্ত বিপর্যয় থেকে রক্ষা না করেন, তাহলে আমাদের সমস্ত জানা থাকবে অসম্পূর্ণ। আল্লাহ্ যদি সাহায্য না করেন, বিভ্রান্তিতে পর্যবসিত হতে পারে, কেবল শিরক নয়, কুফরে তা পরিণত হতে পারে।

আল্লাহ্কে জানার সবচেয়ে উত্তম ও নিরাপদ পন্থা হলো তাঁকে তাঁর ৯৯ নামের মাধ্যমে যতটুকু সম্ভব উপলব্ধি করা। বুদ্ধি দিয়ে বোঝা যায় না আল্লাহ্কে। তাঁকে বুঝতে হবে অনুভব দিয়ে, নিয়ত জিকির ও প্রার্থনার ভিতর দিয়ে।

আল্লাহ্কে কে কতটুকু চিনতে পারবে তা সম্পূর্ণ নির্ভর করবে আল্লাহ্র দয়া ও কৃপার উপর। কিন্তু আল্লাহ্কে বোঝার চেষ্টা, হৃদয় দিয়ে তাঁকে উপলব্ধি করার প্রয়াস হবে চিরকালের সাধনা।

আল্লাহ্ ওয়াহেদ বা এক। তিনি আহাদ, অদ্বিতীয়। তিনি সামাদ, নিখুঁত। সকল অভাব থেকে তিনি মুক্ত। তিনি রব, মালিক, গণি এবং কাফি। তাঁর সত্তার, তাঁর কর্তৃত্বের কোন শরীক নেই, কোন অংশীদার নেই। আল্লাহ্র এই একত্ব ও অদ্বিতীয়ত্বই তাওহীদের প্রধান বৈশিষ্ট্য, এটিই ইসলামের মৌল বস্তু।

কোন এক রসিকপ্রবর বড় সরস ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তাওহীদের। তাঁর ভাষায় আল্লাহ্ দরিদ্র। কোন কোন দিক দিয়ে তিনি মানুষের চেয়েও দরিদ্র।

তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তা কেমন করে হবে।

রসিক ব্যক্তির জবাব ছিল, কেন হবে না? আমার বাবা আছে, মা আছে, আছে ভাই-বোন, ছেলে-মেয়ে আত্মীয়-স্বজন। আল্লাহ্র না আছে মা-বাবা, না ভাই-বোন, ছেলে-মেয়ে। তাহলে কি তিনি দরিদ্র নন আমার চেয়ে? আমার মা আছে তাঁর তা নেই।

রসিক মানুষটি একদিক দিয়ে মন্দ বলেননি। আল্লাহ্ এক। কেউ তাঁকে জন্ম দেয়নি, কাউকে তিনিও জন্ম দেননি।

আল্লাহ্র ৯৯টি গুণবাচক নাম আছে। একজন রাব্বুল আলামীনের সঙ্গে মানুষের ৯৯ ধরনের সম্পর্ক আছে। এক অদ্বিতীয় আল্লাহ্ ৯৯ পদ্ধতিতে সম্পর্ক রেখে মানুষকে প্রতিপালন করেন।

আলী আকবর নামীয় এক ভদ্রলোকের কথা ধরা যাক। পাড়ার ও সমাজের নানাজন তাকে নানাভাবে ডাকে। কেউ ডাকে চাচা, কেউ ভাই, দাদা, বাবা, ছেলে।

www.draminlibrary.com

আলী আকবর কারো পিতা, কারো ভ্রাতা, কারো ভ্রাতুষ্পুত্র অথবা কারো স্বামী। নানাজন সম্পর্ক অনুযায়ী নানা নামে তাকে ডাকে, কিন্তু আলী আকবর তো সেই একজনই। একজন আলী আকবরই এক একজনের কাছে এক এক রকম। ভিন্ন ভিন্ন মানুষের কাছে ভিন্ন ভিন্ন সম্পর্ক, ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্ব। পুত্রের কাছে এক রকম, কন্যা, পিতা বা স্ত্রীর কাছে অন্যরকম। তাদের প্রতি তার দায়িত্বও বিভিন্ন ধরনের। বিভিন্ন মানুষের জন্যও আল্লাহ্র দান, করুণা ও কৃপা প্রয়োজন এবং তার অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার। কিন্তু সত্তায় তিনি এক।

'আল্লাহ্' শব্দটি আরবী। এর কোন বহুবচন নেই। আরবী তিনটি অক্ষরে এই শব্দ গঠিত। আলিফ, লাম, লাম, হে। শব্দটি এমন যে, একটি একটি করে প্রথম তিনটি অক্ষর বাদ দিলেও বাকি অক্ষরগুলো দিয়ে সম্পূর্ণ অর্থবাচক শব্দ হয়। প্রথম অক্ষর 'আলিফ' ফেলে দিলে থাকে (অবশ্য আরবীতে) 'লিল্লাহ্'; এর অর্থ আল্লাহ্র জন্য। প্রথমটির সঙ্গে দ্বিতীয় অক্ষর 'লাম' ফেলে দিলে থাকে 'লাহু'; যার অর্থ 'তার জন্য'। একই সঙ্গে তৃতীয় অক্ষর লাম ফেলে দিলে থাকে শুধু 'হু'; যার অর্থ 'তাঁর'। পৃথিবীতে 'আল্লাহু' সম্ভবত একমাত্র শব্দ যার তিনটি অক্ষর বাদ দিলেও তার কোন অর্থহানি ঘটে না।

মহান স্রষ্টা ঃ

মানবদেহ বড় রহস্যময়, পরমাশ্চর্য এক দেহযন্ত্র। গঠন, কার্যপ্রক্রিয়া সবদিক দিয়ে এ ভীষণ জটিল এক যন্ত্রপুরী। অন্য কোন যন্ত্র এর সামনে দাঁড়াতে পারে না। কোন টিউব বা পাইপের বিপরীত প্রান্তের মুখ বন্ধ না করে তার এক প্রান্ত দিয়ে ভিতরে পানি ঢাললে অন্য প্রান্ত দিয়ে তা বেরিয়ে আসবে।

আল্লাহ্ এমন কোটি কোটি প্রাণী সৃষ্টি করেছেন যাদের দুই প্রান্তই উন্মুক্ত। উপরের খোলা প্রান্ত অর্থাৎ মুখের ভিতর কোন তরল বা কঠিন পদার্থ প্রবেশ করলে সঙ্গে সঙ্গে নিচের খোলা মুখ দিয়ে নির্গত হয়ে যায়, নির্গত হয় ভিতরের পরিপাক প্রক্রিয়া সারা হলে পরে। পায়খানা-প্রস্রাবের নালীর মুখ থাকে খোলা। কিন্তু তা দিয়ে বিন্দু পরিমাণ কঠিন তরল পদার্থ আপনা আপনি বের হয়ে যায় না। কে সৃষ্টি করেছে এই পরমাশ্চর্য দেহযন্ত্র?

নাস্তিক বলবে, কেন? বাবা-মা। সন্তান আসে পিতার পৃষ্ঠদেশ এবং মাতার বুক থেকে।

কিন্তু সন্তানের জন্মদাতা প্রকৃতপক্ষে কি পিতা-মাতা? সন্তান উৎপন্নের জন্য পিতা-মাতা কি অন্য কোন অদৃশ্য শক্তির হাতের ক্রীড়নক নয়, নিমিত্ত নয়?

www.draminlibrary.com

বৃহৎ কারখানায় কোন কিছু উৎপাদনের জন্য দরকার পড়ে যন্ত্রপাতি ও কাঁচামালের। তাহলে আমরা কি একথা বলতে পারি যে, যন্ত্রপাতি, রসায়ন ও কাঁচামালই সেইসব দ্রব্যের উৎপাদক? বাবা-মা ছাড়া কোন সন্তান হতে পারে না, এটা সত্য। কিন্তু আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করেন মানুষের জন্য এক ব্যতিক্রমধর্মী এবং শিক্ষনীয় নজির স্থাপন করতে পারেন। তিনি পারেন পিতা-মাতা বা পিতা ছাড়াই সন্তান পয়দা করতে। হযরত আদম (আঃ), হাওয়া (আঃ), ঈসা (আঃ) তার উদাহরণ।

চারটি মৌলিক উপাদান ঃ

প্রকৃতিতে আমরা চারটি মৌলিক উপাদানের সাক্ষাৎ পাই। ভূমি, পানি, বায়ু, অগ্নি এই চারটি উপাদানের প্রত্যেকটি খুবই প্রয়োজনীয়। আবার এদের কোনটির আধিক্য মানুষের জন্য সমস্যা হতে পারে। হযরত নুহ (আঃ)-এর কালে আল্লাহ্ পানি দিয়ে সয়লাব করে দিয়েছিলেন। হযরত হুদ (আঃ)-এর আমলে আল্লাহ্ হুদ সম্প্রদায়কে দিয়েছিলেন বায়ুর প্রচণ্ড বেগ। হযরত লূত (আঃ)-এর সময় তিনি ভূ-কম্পন ঘটিয়েছিলেন। হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর সময় উপুর্যপরি সাত বছর দিয়েছিলেন খরা আর অনাবৃষ্টি। ভূমি, পানি, বায়ু আর আগুন মানুষকে সাহায্য করে, আবার ক্ষতিও করে।

আদম সৃষ্টির উপকরণ ঃ

আদম (আঃ) ছিলেন সৃষ্টির সেরা মানুষ। তাঁকে সৃষ্টি করা হয়েছিল মাটি আর কাঁদা থেকে। প্রকৃতিতে মাটি সবচেয়ে মূল্যবান পদার্থ নয়। তামা, রূপা, সোনা, হীরা, প্লাটিনাম মাটির চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান। একটুকরা সোনা বা হীরা কেউ বিনিময় করতে রাজি হবে সমপরিমাণ মাটির সঙ্গে? না, এমন বোকামির পরিচয় কেউ দেবে না।

আল্লাহ্ অসীম করুণায় হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেছেন কাদা থেকে, কিন্তু তাঁকে করেছেন পরম মূল্যবান এক বস্তু। কেউ কি তার পুত্রের বদলে নেবে সমান ওজন, উচ্চতা ও চেহারা বিশিষ্ট সোনার মূর্তি?

আদম সন্তান তৈরি হয়েছে সবচেয়ে অপবিত্র উপকরণ দিয়ে। সে উপকরণ পায়খানা-প্রস্রাবের চেয়েও নিকৃষ্ট। কারো নাক থেকে সর্দি-কাশি বা দেহ থেকে পায়খানা-প্রস্রাব নির্গত হলে নামায পড়ার আগে তার গোসল করার দরকার হয় না। কিন্তু দেহ থেকে বীর্য বা শুক্র বের হলে তাকে গোসল করতে হয়। আদি মানুষকে আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে। আর তার বংশধরদের সৃষ্টি করেছেন নাপাক বীর্য থেকে। তথাপি তাকে তিনি স্থান দিয়েছেন সবকিছুর উপরে।

www.draminlibrary.com

ঈমান, সালাত, দীন, দাওয়াত ও হেদায়েতের মত বিশোধক বস্তু দিয়ে নোংরা অপবিত্র শুক্র থেকে তৈরি মানুষকে পবিত্র করা হয়েছে।

আল্লাহ্ কেন মানুষকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন? কেন সোনা, হীরা বা অধিকতর মূল্যবান ধাতু দিয়ে সৃষ্টি করেননি তাকে? আল্লাহ্ যা খুশি তা করতে পারেন। কারো কাছে তার জন্য কোন যুক্তি বা কৈফিয়ত দেয়ার তার দরকার পড়ে না। তবু যুক্তি ছাড়া কিছুই তিনি করেন না।

সোনার বা তামার খনিতে অথবা হীরার পাহাড়ে কি কোন বাগান তৈরি করা যাবে? তথায় কি হবে সবুজের সমাহার? ওখানে হবে না, হবে মাটি আছে যেখানে। সোনা বা হীরার গায়ে কোন কিছুই জন্মায় না। জন্মানোর জন্য যে উর্বরতা ও সামর্থ প্রয়োজন তা তাদের নেই। আর মাটির উপর যেমন হরেক রকমের গাছ জন্মাতে পারে তেমনি হতে পারে জঙ্গল। সে জঙ্গল আস্তানা হতে পারে চিতাবাঘের কিংবা সাপের।

মানুষের আত্মা মাটির মত। সেই আত্মার মধ্যে জন্মাতে পারে নেফাক, কুফর, শিরক, ঈমান, ইয়াকিন, তাওয়াক্কুল প্রভৃতি। সম্ভবত সে জন্যই আল্লাহ্ মাটি থেকে তৈরি করেছিলেন আদম (আঃ)-কে। ফেরেশতারা পরিচ্ছন্ন ও নিষ্পাপ থাকেন। তারা হীরার মত; তারা কোন কিছুর জন্ম দিতে পারেন না। ফেরেশতা সোনা ও হীরার সাথে তুলনীয়, আর মানুষ তুলনীয় কাদা ও মাটির সঙ্গে।

জীবনের উৎস ঃ

জীবনের আদি উৎস কি? বিশ্বব্রহ্মান্ডের তাবৎ বস্তুনিচয়ের উৎস আল্লাহ্। কেউ কেউ বলবেন, জীবন আসে তো নর বীর্যের শুক্রকীট এবং নারীর ডিম্বানু থেকে।

তাহলে নরদেহের এই শুক্রকীট কোত্থেকে আসে? আসে রক্ত থেকে। বলা হয়ে থাকে, এক ফোঁটা বীর্য সৃষ্টি হওয়ার জন্য চল্লিশ ফোঁটা রক্তের প্রয়োজন হয়।

রক্ত বীর্যের প্রাথমিক স্তর। তাহলে রক্তের উৎস কি? মানবদেহে রক্ত প্রস্তুত হয় গৃহীত খাদ্যদ্রব্যের জৈব-রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়।

তাহলে খাদ্য আসে কোত্থেকে? ভূমি থেকে? বীজ পড়লেই কি ভূমি খাদ্য তৈরি করতে পারে? খাদ্য উৎপাদনের জন্য ভূমির প্রয়োজন হয় বাতাস, মেঘ, পানি, সূর্যালোক, তারকালোক, সমুদ্রের বাষ্প ইত্যাদি অনেক কিছুর।

বাতাস ও সূর্যালোক থেকে এক নিগূঢ় কৌশলে বিশেষ প্রক্রিয়ার শেষে আল্লাহ্ বের করে আনেন এক ফুট লম্বা এক মানবশিশু। তারপর দেখতে দেখতে সেই ছোট্ট মানুষটি হয়ে যায় পাঁচ ফুট লম্বা ডাক্তার, ছয়ফুট উঁচু ইনজিনিয়ার বা কারখানা-মালিক।

এই সমস্ত জিনিস একত্র হয় কেমন করে? কে করে? আল্লাহ্ সোবহানাল্লাহ তা'আলার সচেতন পরিকল্পনা ছাড়া জীবনের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না।

www.draminlibrary.com

সৃষ্টিতে আছে ত্রুটিহীন পরিকল্পনা ঃ

কালো রং-এর গাভী আহার করে সবুজ বর্ণের ঘাস আর প্রদান করে সাদা রং-এর দুধ। গরুর দেহের উপরিভাগে ধমনীতে প্রবাহিত হয় লাল রক্ত। লাল রক্তের শিরার নিচে নাড়িভূড়ির মধ্য দিয়ে বাহিত হয় হলুদ বর্ণের গোবর। দুইয়ের মাঝখানে আছে প্রস্রাব ও দুধের নালী। বিভিন্ন জিনিসের অবস্থান, নালী ও পথের অবস্থানের হেরফের হয়ে গেলেই লাগবে প্রচণ্ড গোল। দুধের সঙ্গে মিশে যাবে রক্ত কিংবা প্রস্রাব। কিন্তু নজির সৃষ্টির প্রয়োজন দেখা না দিলে আল্লাহ্ তা করেন না।

মানুষকে যদি আপন কল্পনাশক্তি প্রয়োগ করে একটা গাভী সৃষ্টি করতে দেয়া হয়, তাহলে কিন্তু এমন গোলমেলে কাজে অনেক কিছু ভুল হতে পারতো। প্রশস্ত রাজপথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় বাস আর ট্রাকের। এমন স্বতন্ত্র আর নিরাপদ রেলের লাইন, সেখানেও মারাত্মক সংঘর্ষের ঘটনা প্রায়শই ঘটে।

মনুষ্যজাতিকে যদি প্রাণী জাতীয় জিনিস বানানোর দায়িত্ব দেয়া হয় তাহলে কি বিশ্রী কেলেঙ্কারী যে হতো। মহাবিপর্যয় দেখা দিতো যদি মনুষ্যকুলকে গ্রহ-উপগ্রহের কক্ষপথ বা গতি-প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করার কাজ দেয়া হতো।

অন্ধকারে সৃষ্টি ঃ

অন্ধকারে আল্লাহ্ সৃষ্টি করতে পারেন। অন্ধকারেই মাটির নিচ থেকে বেরিয়ে আসে গাছের চারা। গর্ভাশয় ও জরায়ু অন্ধকার। সেঁখানে কেমন করে রূপ পরিগ্রহ করে প্রাণীর শরীর? নাক, চোখ, কান, হাত-পা, সবই তো ঠিক জায়গায় লাগে। তা নয় কি? নাক লেগে যায় কি বুকের উপর? চোখ কি হাতে স্থাপিত হয়? মুখ তো কোমরের নিকটে প্রতিস্থাপিত হয় না। গর্ভাশয়ের অন্ধকারে কেমন করে দেহের সব অঙ্গ যথাস্থানে স্থাপিত হয়ে যায়?

হাতির পেটে আল্লাহ্ ঘোড়ার জন্ম দেন না। সিংহী বা বাঘিনীর পেট থেকে ছাগলের বাচ্চা পয়দা হয় না। গাভী বা বিড়ালের পেটে ভুল করেও জন্ম নেয় না বানর। সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় যথাযথ দেহ নির্বাচনে অন্ধকার কোন বাধা হয় না।

বীজ থেকে সঠিক গাছ জন্ম নেয়। আল্লাহ্ কোন ভুল করেন না। বেশির ভাগ বীজ থেকে অঙ্কুরোদগম হয় মাটির নিচে, অন্ধকারে। কোথাও আলো নেই, সব অন্ধকার, তবু তো কোন অসুবিধা হয় না সৃষ্টির প্রক্রিয়ার।

www.draminlibrary.com

সৃষ্ট জীবের বেলায় কারণ অনুযায়ী ফল এই নীতি কার্যকর আছে। তবে আল্লাহ্ কারণ ও ফলের উর্ধ্বে। তিনি বলেন, 'কুন' অর্থাৎ 'হও' আর অমনি 'ফায়াকুন' অর্থাৎ 'হয়ে যায়'। তার ইচ্ছা বা হুকুমই কারণ। অন্য কোন কারণের প্রয়োজন নেই।

আমরা দালান বানাই। স্তম্ভ ছাড়া একটি প্রসাদও আমরা নির্মাণ করতে পারি না। আর আল্লাহ্ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে গ্রহ উপগ্রহ ও তারকারাজি ধারণ করে রেখেছেন তাতে কোন স্তম্ভের সমর্থনের প্রয়োজন পড়েনি।

জন্মের কয়েকদিনের মধ্যে হাঁসের ছানা পানিতে নেমে সাঁতার কাটতে পারে। কিন্তু মুরগীর ছানা তো তা পারে না। পানিতে পড়লে সে তো ডুবে মরবে। এই পার্থক্যের স্রষ্টা কে?

মৌমাছি আর বাবুই পাখির কাণ্ড দেখে তো মাঝে মাঝে মনে হয় ওরা বুঝি মানুষের চেয়েও বড় কারিগর। একটা মৌচাক গড়তে কি প্রচুর কারিগরি জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না? মনে হয় আল্লাহ্ মৌমাছিদেরও সুদক্ষ প্রকৌশলী হিসেবে সৃষ্টি করেছেন।

স্রষ্টার সৃষ্টি

বীজ ও জীবন সমর্থণ নয়। বীজের মধ্যে জীবন নিহিত আছে। কিন্তু বীজ আপনা আপনি একা একা জীবন সৃষ্টি করতে পারে না। জরায়ুতে ডিম্বকোষের সঙ্গে মিলিত না হলে বীর্য নিজে নিজে জীবন সৃষ্টি করতে পারে না।

বীজ থেকে জাত হলেও অঙ্কুর এক নতুন সৃষ্টি। চারা হয়ে গজানোর জন্য বীজের অনেক সমর্থনের প্রয়োজন হয়, পানি, মাটি, চারার দেহ। বাতাস রোদ তো আছেই।

তেমনি একটা ছবি আঁকতে হলে কেবল রঙ হলেই চলে না। রঙ আর ছবি সমার্থক নয়। ছবি আঁকতে হলে তুলি চাই, কাগজ চাই, ক্যানভাস চাই। না তাতেও চলবে না। শিল্পীর কল্পনাশক্তি চাই। কেবল মন থাকলে চলবে না, যত গভীর হবে মনের ব্যাপ্তি, তত পরিচ্ছন্ন হবে ধারণা, তত নিখুঁত হবে চিত্রকর্ম।

www.draminlibrary.com

সৃষ্টি স্বয়ংক্রিয় কোন পদ্ধতি নয় ঃ

কেউ বলতে পারেন পৃথিবীতে তারা এসেছেন। আপনা-আপনি, স্বাভাবিক নিয়ম। এটা সত্য যে, আমরা পৃথিবীতে কোন পরিকল্পনা করে প্রস্তুতি নিয়ে আসিনি। বরং বলা ভালো পৃথিবীতে আমাদের পাঠানো হয়েছে। তাহলে প্রাসঙ্গিকভাবে কয়েকটি প্রশ্ন এসে যায়। 'পৃথিবীতে কে তোমাকে পাঠিয়েছে?

'কেন পাঠিয়েছে?'

'সে কি এমনিই পাঠিয়েছে? উদ্দেশ্যবিহীন?'

না, মানুষ কোন উদ্দেশ্য ছাড়া সৃষ্টি হয়নি।

আল্লাহ্ আমাদের অন্য যে কোন প্রাণী হিসেবে তৈরি করতে পারতেন! গরু, সাপ, কিংবা কারো ক্রীতদাস। বানর, কুকুর, বলদ, দৈত্য। আমাদের যেমন করে সৃষ্টি করা হয়েছে, তার জন্য আল্লাহ্র কাছে আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও কারণ চরিতার্থ করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য।

কে সৃষ্টি করেছেন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড? আল্লাহ্র প্রেরিত রাসূলদের উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করতে না পারলে মানুষ কোনদিন এই প্রশ্নের জবাব পাবে না। গাছ থেকে একটা নৌকা আপনা-আপনি সৃষ্টি হয় না, আর এত বিপুল বিশাল মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়ে যাবে আপনা-আপনি!

কোন গাছ আপনা-আপনি নিজে থেকে নৌকা হতে পারে না ঃ

কোন এক স্থানে নির্ধারিত সময়ে এক নাস্তিক আর এক আস্তিকের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে ধর্মীয় বিতর্ক হওয়ার কথা ছিল। সব আয়োজন সম্পূর্ণ। যথাসময়ে হাজির হলেন দর্শক, বিচারক ও সভাপতি। কিন্তু আস্তিকের দেখা নেই। আস্তিক গরহাজির, কিন্তু হাজির আছে তার সমর্থকবৃন্দ।

আস্তিক এলেন অনেক পরে। এসেই তার বিলম্বের জন্য তিনি এক কৈফিয়ত উপস্থাপন করলেন।

তিনি বললেন, খেয়াঘাটে তিনি এসে দেখেন পারাপারের নৌকা নেই। সমতের দর্শকদের তিনি বললেন, আপনারা কষ্ট করে একটু কল্পনা করুন, একটি বৃক্ষের নিচে আমি দাঁড়িয়ে আছি, খেয়ানৌকা নেই, অসহায়। আমি তখন জোরে জোরে বলছি, 'কী লজ্জা। আমি সময়মত বিতর্কে যেতে পারলাম না। হে বৃক্ষ তুমি আমাকে এ লজ্জা থেকে রক্ষা করো। তোমার স্রষ্টার ধর্মের ইজ্জত এবং মর্যাদা তুমি রক্ষা কর।'

www.draminlibrary.com

বিশাল বৃক্ষ শুনতে পেলো আমার কথা। বিতর্ক শোনার জন্য জমায়েত হয়েছেন আপনারা অনেক উৎসুক লোক। আপনাদের জন্য করুণা হলো গাছের। বৃক্ষ স্থির করলো, সে নিজেই ত্যাগ স্বীকার করবে। হঠাৎ গাছটা পড়ে গেলো। পড়ে আপনা-আপনি কয়েকটা টুকরা হয়ে গেলো। টুকরাগুলো নৌকা তৈরির কাঠের আকৃতির মত। টুকরাগুলো নিজে নিজে জোড়া লেগে নৌকার আকৃতি ধারণ করলো।

কথা নেই-বার্তা নেই, কোত্থেকে যেন তারকাটা এসে কাঠের জোড়ায় জোড়ায় লেগে গেলো। এক সম্পূর্ণ মজবুত নৌকা তৈরি পানিতে নেমে গেলো।

সবিস্ময়ে কোন মিস্ত্রী বা নৌকা তৈরির কারিগর ছাড়া গাছের নিজে থেকে নৌকায় রূপান্তরিত হওয়ার ঘটনা এতক্ষণ আমি প্রত্যক্ষ করছিলাম। আমি নৌকায় উঠতেই নৌকা ভাসতে লাগলো এবং আমাকে এপারে এনে নামিয়ে দিলো। আমি সেই বৃক্ষকে নৌকায় পরিণত হয়ে নদীর এপারে এনে নামিয়ে দেয়ার জন্য ধন্যবাদ জানালাম। নৌকা থেকে আমি নামতেই নৌকা ওইপারে চলে গেলো এবং দেখতে না দেখতে পুনরায় বৃক্ষে রূপান্তরিত হয়ে স্বস্থানে দণ্ডায়মান হলো।

নাস্তিক আর ধৈর্য সম্বরণ করতে পারলো না। সে বললো, এরকম গাঁজাখুরি গল্প যে ফাঁদতে পারে সে উন্মাদ। উন্মাদের সাথে সে তর্কযুদ্ধে রাজি নয়।

আস্তিক প্রশ্ন করলেন, 'তার গল্পের দোষটা কোনখানে?'

নাস্তিক বললো, 'কোন কাঠুরে নেই অথচ গাছ কাটা হয়ে গেলো। নৌকার কারিগর নেই, আপনা-আপনি নৌকা তৈরি হয়ে গেলো। মাঝি-মাল্লা নেই, নৌকা নিজেই মানুষ পার করলো। এগুলো কি সম্ভব?'

আস্তিক বললো, 'নৌকার কারিগর ছাড়া বৃক্ষ থেকে যদি সাধারণ একটা নৌকা হতে না পারে তাহলে এই বিরাট পৃথিবী, বিশাল সমুদ্র, অনন্ত আকাশ, নদী হ্রদ, পাহাড়, পর্বত প্রভৃতি কোন নির্মাতা ছাড়া কেমন করে তৈরি হলো? কারিগর ছাড়া নৌকা হওয়ার তুলনায় এগুলো আপনা আপনি সৃষ্টি হওয়া কি হাজারগুণ বেশি গাঁজাখুরি নয়?'

আস্তিক পুনরায় বললেন, এ গল্প তিনি একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে বানিয়েছেন। নাস্তিকের ধারণা ও যুক্তিতর্ক কত অসার তা প্রতিপন্ন করার জন্য। কোন নির্মাতা বা কোন কারণ ছাড়া এই পৃথিবীতে কোন কিছু ঘটে না। যত কিছু ঘটে তার সবের পিছনে আছে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্, যিনি সকল ঘটনার প্রথম ও সর্বোচ্চ কারণ। এই বিশ্বের সকল বিশাল কীর্তির তিনি স্থপতি।

www.draminlibrary.com

মতভেদ সামান্য ঃ

ধর্মশাস্ত্রের শিক্ষক একদিন ক্লাসে ছাত্রদের প্রশ্ন করলেন, তোমরা কি ঈশ্বরে বিশ্বাস কর?

সবাই জবাব দিলো, হ্যাঁ।

আমার প্রশ্ন, তোমরা কি শিবে বিশ্বাস করো? মুসলিম ছেলেরা বললো, না।

হিন্দু ছেলেরা বললো, হ্যাঁ।

ওস্তাদ আবার প্রশ্ন করলেন, তোমরা কি মেরী ও যীশুতে বিশ্বাস করো?

হিন্দু ছেলেরা বললো, না।

মুসলিম ছেলেরা বললো, আমরা মেরী ও ঈসার কথা বিশ্বাস করি।

শিক্ষক বললেন, যীশু, মেরী আর শিব নিয়ে তর্ক আছে, মতভেদ আছে। কিন্তু তাদের স্রষ্টাকে নিয়ে কোন মতভেদ নেই।

আমরা সবাই এসেছি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে, সবাই ফিরে যাবো তার কাছে। আল্লাহ্ আমাদের উৎস, সেই উৎসের কাছেই হবে আমাদের প্রত্যাগমন। নিজের ভাবমূর্তির ছায়ায় আল্লাহ্ সৃষ্টি করছেন মানুষ। মানুষকে দিয়েছেন সর্বশ্রেষ্ঠ নাম, দিয়েছেন সকল সদগুণের উপাদান।

অসহায় সৃষ্টি মানুষ

মানুষের আছে বিপুল ক্ষমতা। নিউট্রন বোমা দিয়ে নিমেষে তারা সমস্ত সৃষ্টি ধ্বংস করে দিতে পারে। আপন ক্ষমতার জন্য কত বড় অহংকার কোন কোন মানুষের। সৃষ্টির মধ্যে মানুষের স্থান সকলের শীর্ষে। সৃষ্টির মধ্যে সে উচ্চতম সর্বোৎকৃষ্ট মানুষের যা কিছু প্রয়োজন তার সবকিছু যদি সে আপন চেষ্টায় ইচ্ছা করতেই সৃষ্টি করতে পারতো তাহলে তো সে হয়ে পড়তো আরও অনেক বেশি অত্যাচারী অহংকারী জালেম, ফেরাউন। তাই হয়ত পরম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন অনেক ক্ষেত্রেই অতি অসহায় করে, অন্যান্য বহু জীব-জানোয়ার থেকে অনেক বেশি এবং অসমর্থ করে।

মানুষ কি পারে কাঁচা গোশত খেয়ে হজম করতে? কিন্তু কুকুর পারে। সব ধরনের কাঁচা গোস্ত খেয়ে অবলীলায় সে হজম করে। অন্যান্য অনেক জানোয়ার যা পারে মানুষ তা পারে না।

www.draminlibrary.com

কুকুরের কি কখনো পেটের গোলমাল হয়? এমন পেটের অসুখ কি কুকুরের হয় যা স্বাভাবিকভাবে ভাল হয় না? কুকুর-বেড়ালের কি আমাশয়-উদরাময় হয়? সৃষ্টির সেরা মানুষ এরূপ অতি সামান্য দুর্বলতাকেও অনেক ক্ষেত্রে কাটিয়ে উঠতে পারে না।

বেড়াল তো দিব্যি গোস্তের হাড্ডি, মাছের কাঁটা খেয়ে ফেলে। আমরা কি পারি? অসাবধানে গলায় কৈ মাছের বা অন্য কোন মাছের কোন শক্ত কাঁটা বিঁধে গেলে অপারেশন করে বের করতে হয়। কিন্তু গলার কাঁটা তোলার জন্য কোন বিড়ালকে কোন দিন অপারেশন টেবিলে যেতে হয়নি। হাড্ডি-কাঁটা খাওয়া ও হজম করা তাদের কাছে কোন কাজই নয়।

মুরগীর ছোট বাচ্চা ধান খেয়ে হজম করে ফেলে। মানুষের বাচ্চা দূরের কথা, কোন বয়স্ক শক্ত সামর্থ মানুষও খোসাসহ ধান খেয়ে সামলাতে পারবে না। বীচি বা সুপারীর মত এমন অনেক কিছু অসাবধানতায় পেটে ঢুকে গেলে তা অনেক ক্ষেত্রে অবিকৃত অবস্থায় পায়খানার সঙ্গে বেরিয়ে আসে। হজম হয় না।

আল্লাহ্ আমাদের শক্তিশালী করে বানিয়েছেন। সাহসী করেছেন। কিছু কিছু ক্ষমতা তিনি নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। পারে কোন মানুষ নিদ্রাকে জয় করতে, দেহের প্রয়োজনকে অস্বীকার করতে? না ঘুমিয়ে একজন মানুষ কতক্ষণ কাটাতে পারে? কতক্ষণ বাঁচতে পারে একজন মানুষ খাদ্য ও পানি বিহনে? ক্ষুধা ও তৃষ্ণাকে কি অতিক্রম করতে পারে মানুষ?

একটা পাথর বা একদলা কাদা কোন জায়গা দূষিত বা নোংরা করে না। কিন্তু পদার্থ বা বস্তুর চেয়ে শক্তিশালী মানুষ প্রকৃতির আহবানে সাড়া দিয়ে পৃথিবীকে দূষিত করে। মলমূত্র ত্যাগ বন্ধ করে তারা পৃথিবীকে নোংরা করার কাজ থেকে বিরত থাকতে পারবে কি?

হীরা, সোনা, রূপা এমনকি কয়লা থেকে কোন দুর্গন্ধ নির্গত হয় না। কিন্তু গোসল না করলে মানুষের দেহ থেকে দুর্গন্ধ নির্গত হয়। জীব-জানোয়ারকে আল্লাহ্ যেমন সৃষ্টি করেছেন তারা অবিকল তেমন থাকে এবং তেমন আচরণ করে। আল্লাহ্র ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়ার তাদের ক্ষমতা নেই।

মহান স্রষ্টা এবং তাঁবেদার স্রষ্টা ঃ

আল্লাহ্ আমাদের স্রষ্টা। আল্লাহ্র সৃষ্ট জীব হয়েও আমরা অনেক বস্তুসামগ্রী তৈরি করে থাকি। আল্লাহ্ এবং তার সৃষ্ট জীবের ক্ষমতার মধ্যে তফাৎ কি? আলাহ্র ক্ষমতা ও কুদরতের তুলনায় মানুষ বড় অসহায়, বড় সীমিত তাদের শক্তি। বাসায় রান্নাঘরে রান্না করতে গিয়ে অত্যন্ত সতর্ক ও সজাগ থাকতে হয় গৃহবধূকে।

www.draminlibrary.com

অন্যদিকে তাকিয়ে কোন শিল্পী যদি ক্যানভাসে তার ছবির উপরে তুলির আঁচড় কাটেন, তাহলে ছবির চেহারা পালটে যেতে পারে, ছরির গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় কালি লেগে সব পণ্ড হয়ে যেতে পারে। মনোনিবেশ না থাকলে ছবিতে অংকিত মানুষটির এক চোখের চেয়ে অন্য চোখ বা এক গালের চেয়ে অন্য গাল ছোট-বড় হয়ে যেতে পারে।

কোন কারখানায় নানাপ্রকার দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন করা হয়, উৎপাদিত দ্রব্যের মান রপ্তানী উপযোগী করার জন্য নিরন্তন সজাগ থাকতে হয়, পরিদর্শন ও মূল্যায়ন করতে হয়।

স্রষ্টা ও সৃষ্টি ঃ

মেশিনম্যান ও মেশিন, ইঞ্জিনিয়ার ও ইঞ্জিন-এদের মধ্যে সম্পর্ক কি? যন্ত্রের নকশা তৈরি করছে যে ইঞ্জিনিয়ার যন্ত্র কি তার পরিচয় জানে? মেকানিক বা প্রকৌশলী বা কারিগর যন্ত্র তৈরি করছে, যন্ত্র জানে না নির্মাতার শিক্ষা যোগ্যতা বা কল্পনাশক্তি কতটুকু।

প্রস্তুতকারীর কথা না হয় বাদ দিলাম, ইঞ্জিন ও মেশিন তাদের যে চালক তার যোগ্যতাও জানে না। একটি নৌকা মাঝির দক্ষতারই খবর রাখে না, নৌকার নির্মাতার ক্ষমতা, যোগ্যতা জানা তো বহুদূরের কথা। তাই যদি হয়, তাহলে একজন মানুষের পক্ষে আল্লাহ্‌র ক্ষমতা সর্বোতভাবে উপলব্ধি করা কেমন করে সম্ভব হবে? কোন সৃষ্ট জীবের পক্ষে কোনদিন কি আল্লাহ্‌কে বোঝা সম্ভব হবে? আমরা চেষ্টা করতে পারি আমাদের মেধা, বুদ্ধিবৃত্তি সব ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

বিদ্যুৎ চালিত একটি ইলেকট্রিক মেশিন মেইন সুইচ অন করলেই শুধু চলবে। ইঞ্জিনিয়ার বা অপারেটর যে কোন সময় সুইচ অফ করে দিতে পারে। সুইচ জ্বলে গেলে মেশিন আর চলবে না।

মায়ের পেটে শিশুর বয়স চার মাস হতে তার প্রাণবায়ুর সুইচ অন হয় প্রাণবায়ুর সুইচ অফ হলে মানুষের মৃত্যু হয়। তখন তার আর কিছু করার থাকে না। মেশিন বন্ধ হয়ে গেলে মেশিন অপারেটর বা ইঞ্জিন-নির্মাতার বিরুদ্ধে মেশিনের কিছু করণীয় থাকে না।

জীবনের উদ্দেশ্য ঃ

পাকিস্তানের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে পাহাড়ের ছায়ায় একজন পাঠান শিকারী আর একজন খচ্চর চালক বিশ্রাম করছিল। শিকারী খচ্চর চালকের কাছে একটি দার্শনিক প্রশ্ন করলো।

শিকারীর প্রশ্নটি ছিল, 'আল্লাহ্ এই খচ্চরটিকে কেন সৃষ্টি করেছেন বলতে পারো?'

www.draminlibrary.com

খচ্চর চালক জবাব দিলো, 'কেন, আমার জন্য। আমার জন্য একে সৃষ্টি না করলে খচ্চরের বোঝা আমাকেই মাথায় করে বহন করতে হোত।'

খচ্চর চালক তখন প্রশ্ন করলো, 'তুমি বলো এই পাহাড়টি কেন সৃষ্টি করা হয়েছে?'

পাঠান জবাব দিলো, 'এর জবাব খুব সহজ, এই পাহাড় সৃষ্টি করা হয়েছে তোমার আর আমার জন্য। পাহাড় সৃষ্টি না হলে সফরের মধ্যে এই কড়া রোদে আমরা কোথায় বিশ্রাম নিতাম?'

এবার পাঠানোর প্রশ্ন করার পালা। জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি এবার বলো, আল্লাহ্ তোমাকে-আমাকে এবং সব মানুষকে কি জন্য সৃষ্টি করেছেন?'

খচ্চর চালক সহসা এই প্রশ্নের জবাব খুঁজে পেলো না। সে ভাবতে লাগলো।

পাঠান তখন নিজেই এর জবাব দিলো। বললো, 'তোমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে এই খচ্চর চালানোর জন্য।'

খচ্চর চালক কিন্তু এই কথায় খুশি হলো না। কারণ সারা জীবন সে খচ্চর চালাবে এটা তার মোটেই ইচ্ছা নয় আর কাজটা সে খুব একটা পছন্দও করে না। সে অন্য কোন ভাল কাজ পেলেই এটা ছেড়ে দিবে।

পাহাড়ের উপর একটা মাজার ছিল। ধনী-দরিদ্র, সেনাপতি-সৈনিক সবাই পাহাড়ের উপর উঠে মাজারে ফাতেহা পাঠ করতো। পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে খচ্চর চালক ওখানে কেন এত লোক যায়, সে কথা ভাবতে লাগলো। ওখানে পীরের মাজার, তিনি জীবৎকালে কি করেছিলেন? লোকের মুখে সে শুনেছে, সারা জীবন তিনি নীরব ইবাদত করে কাটিয়ে গেছেন, সঠিক কাজ করে তিনি তাঁর মর্যাদা সমুন্নত করেছিলেন।

খালেক ও মাখলুক ঃ

আমাদের অন্তরে খালেক ও মাখলুকের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বীতা বিরাজমান। খালেক বা স্রষ্টা চান তাঁর নির্দেশে আমরা চলি। কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাখলুকরা চায় আমাদের সময় ও মনোযোগ অধিকার করে রাখতে। দুর্ভাগ্যবশতঃ অনেক ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় পরাজিত হয় মহান স্রষ্টা খালেক। স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব তারাই প্রধান হয়ে ওঠে। আর এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাখলুকের জন্য ব্যয় করতে হয় আমাদের সমস্ত সময় ও শক্তি। আমাদের আচরণে আমরা নিয়ত এই কথা প্রমাণ করি যে, আমাদের জীবনে আল্লাহ্ তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ এবং তাঁকে অগ্রাধিকার দেয়ার প্রয়োজন নেই। তাবলীগ দাওয়াতের কর্মসুচী এবং মকসুদ হলো সঠিক অগ্রাধিকার নির্ণয় করে দুনিয়া এবং আখেরাতে কামিয়াব হওয়া।

www.draminlibrary.com

আল্লাহ্ মুসাব্বের-রূপকার

আল্লাহ্র কোন অবয়ব বা আকৃতি নেই। তার আকৃতির কথা কল্পনা করা মানুষের সাধ্যের অতীত। তার যদি কোন নির্দিষ্ট রূপ বা আকৃতি থাকতো তাহলে প্রাচীর বা কোন কঠিন জিনিস ভেদ করে অগ্রসর হতে ঐগুলো বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রকট হতো।

আমরা যখন বলি আল্লাহ্ সব দেখেন, সব শোনেন কিংবা সবকিছু তিনি স্পর্শ করতে পারেন তার অর্থ এই নয় যে, মানুষের মত তিনি চোখ দিয়ে দেখেন কিংবা কান দিয়ে শোনেন অথবা হাত দিয়ে তিনি স্পর্শ করেন। আয়াতুল কুরসী পড়ার সময় যখন তার চেয়ার বা কুরসীর কথা আসে তখন একথা ভাবলে চলবে না যে, চেয়ারে বা কুরসীতে বসার জন্য তার বিশেষ কোন আকৃতি আছে।

আল্লাহ্র ক্ষমতার নিগূঢ় রহস্য এই যে, তার নিজের কোন আকৃতি না থাকলেও চোখ, কান ইত্যাদির আকৃতি তিনি দিতে পারেন। আল্লাহ্ সম্পর্কে মানুষের সকল চিন্তা-ভাবনা আল্লাহ্ নিজে তার যে পরিচয় প্রদান করেছেন তার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত। এই সীমা অতিক্রম করতে গেলেই বিপত্তির সৃষ্টি হবে।

আল্লাহ্র বান্দাদের কাছে আল্লাহ্ হচ্ছেন তাদের ধারণা এবং কল্পনার অনুরূপ। তিনি অনেক ক্ষেত্রেই তার বান্দাদের প্রত্যাশার অনুরূপ থাকেন।

সৃষ্টিতে সীমাহীন বৈচিত্র্য ঃ

আল্লাহ্ আদম (আঃ), হাওয়া (আঃ) এবং তার অসংখ্য সন্তানকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাদের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন অজস্র বৈচিত্র্য। একজন মানুষের চেহারা আর একজন মানুষের চেহারার সঙ্গে মিলে না। এক একজন মানুষের দেহবর্ণ, কণ্ঠ, রুচি, প্রবৃত্তি, মূল্যবোধ, জীবনধারা এক এক রকম। একজন মানুষের বৃদ্ধাঙ্গুলির ছাপ আর একজনের বৃদ্ধাঙ্গুলির ছাপের সঙ্গে মিলে না। আঙ্গুলের ডগায় এমনি স্বাতন্ত্র দিয়েছেন তিনি সকল মানুষকে। কোন শিল্পী বা কোন গণিতজ্ঞের পক্ষে আঙ্গুলের ডগায় এমন লক্ষ কোটি আকৃতি ও প্রকৃতির উদ্ভাবন করা সম্ভব নয়।

সৃষ্টি জীবের আকৃতি ঃ

সদ্যজাত শিশুর আকৃতি এবং পূর্ণাঙ্গ মানুষের চেহারা কে ঠিক করে দেয়? সে কি পিতা-মাতা, যাদের দৈহিক সম্মিলনে জন্ম হয় শিশুর? এই বিশ্বে অসংখ্য কলকারখানায় হাজার রকমের বস্তু আমরা উৎপাদন করি। এইসব পণ্য-দ্রব্য

www.draminlibrary.com

উৎপন্ন হয় আমাদের তত্ত্বাবধানে, আমরা ঠিক করে দেই তাদের মাপ, গুনাগুণ ইত্যাদি। জন্মের উপর যদি পিতা-মাতার নিয়ন্ত্রণ থাকতো তাহলে তারাই ঠিক করে দিতো কি রকম চেহারা হবে তাদের কন্যার। তারা তখন তাদের কন্যাকে করে নিতো অতুলনীয় সৌন্দর্যের অধিকারী যার জন্য সে পরিণত হতো সকল মানুষের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে।

সন্তান দীর্ঘদেহী ও ফর্সা হোক এটা সব পিতা-মাতা চায়। তারা তাদের শিশুর সৃষ্টিকর্তা হলে ইচ্ছামত তারাই সন্তানের আকৃতি ও প্রকৃতি নির্ধারণ করে দিতে পারতো।

পিতা-মাতাই যদি সৃষ্টিকর্তা হবে তাহলে তাদের সন্তানদের নাক, চোখ ও অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নকসা তারাই কেন ঠিক করে দেয় না? আল্লাহ্ই সমস্ত মানুষ এবং তাদের পিতা-মাতার সৃষ্টিকর্তা।

আচরণ ও ক্ষমতার উপর নিয়ন্ত্রণ ঃ

সন্তানের জন্মের উপর পিতা-মাতার হাত থাকলে সকল পিতাই চাইতো যে তার ছেলে মেধাবী হোক, প্রচুর যশ ও গৌরবের অধিকারী হোক। সন্তানের চরিত্র, আচরণ, অভ্যাস, রুচি, বুদ্ধিমত্তা প্রভৃতির উপর মাতা বা পিতার নিয়ন্ত্রণ অতি সীমিত। এতে সত্যিই প্রতিপন্ন হয় যে, তাদের সৃষ্টিকর্তা অন্য একজন। সন্তান জন্ম দেয়ার জন্য পিতা-মাতা নিমিত্ত মাত্র।

সন্তানের প্রকৃতি ও দেহবর্ণের উপর আল্লাহ্ যদি মানুষকে ইচ্ছা প্রয়োগের ক্ষমতা দিতেন, মানুষকে তার চিত্তের প্রশান্তির সর্বময় অধিকার দিতেন, তাহলে মানুষ আল্লাহ্তে বিশ্বাস করতো না। মানুষের সবচেয়ে প্রিয় বস্তুসামগ্রী মানুষের নাগালের বাইরে না থাকলে মানুষ হয়ে যেতো সম্পূর্ণ দায়িত্বজ্ঞানহীন।

আল্লাহ্, আল-রব- প্রতিপালক, তত্ত্বাবধায়ক এবং প্রয়োজন সাধক

আল্লাহ্ কেবল খালেক বা সৃষ্টিকর্তা মাত্র নন। তিনি রব, যার অর্থ তিনি সকল মহাবিশ্ব ও তার মধ্যস্থিত সকল প্রাণীকুলের প্রতিপালক, তত্ত্বাবধায়ক ও প্রয়োজন সাধক। যারা তাঁকে স্মরণ করে তিনি কেবল তাদেরই দেখেন না বরং রহমান হিসেবে যারা তাকে ডাকে না কিংবা তার কাছে কিছু চায় না তাদেরও তিনি দান করেন। সূর্য কিরণ, বায়ু, বৃষ্টিপাত এবং প্রকৃতির অন্যান্য অনন্ত সম্ভার বিতরণে তিনি বিশ্বাসী-অবিশ্বাসীর মধ্যে কোন তারতম্য করেন না। তিনি পরম দয়ালু।

www.draminlibrary.com

রবুবিয়াত ঃ

রবুবিয়াত শব্দের অর্থ ইংরেজী প্রভিডেন্স বা বাংলা প্রতিপালন শব্দের অর্থের কাছাকাছি। শব্দটি এসেছে রব থেকে। রাবুবিয়াহ আল্লাহ্‌র এক গুণের নাম– যে গুণের বলে তিনি আমাদের প্রতিপালন করেন, তত্ত্বাবধান করেন। খেদমত প্রকারভেদে রবুবিয়াত হতে পারে যদি তাতে মিশ্রিত থাকে প্রেম, অকপটতা এবং নিষ্ঠা।

সব জননী শিশু সন্তানকে বুকে ধারণ করে রাখেন। শিশু সন্তানের জন্য জননীর সেবা রবুবিয়াত-সেবার উত্তম উদাহরণ। শিশুর শরীরে মল-মূত্র লাগে, নোংরা হয়, পরম মমতায় মা তাকে পরিষ্কার করে বুকে টেনে নেন। পায়খানা মুখে দিলেও শিশুকে ফেলে দেন না মা। কোন রকম ঘৃণার উৎপত্তি হয় না তার জন্য। যে শিশু নিজের পায়খানা মুখে দেয় তাকে চুমু খেতে বিরত থাকেন না স্নেহময়ী মা।

মায়ের বুকে শিশুর খাদ্য ঃ

সমস্ত সৃষ্টির জন্য আল্লাহ্‌র পরম মমতা। মায়ের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগেই তার খাবার মজুদ থাকে মায়ের স্তনে। সে খাদ্য উৎপাদনে মা কিংবা সন্তান কারো বিন্দুমাত্র পরিশ্রম করতে হয় না।

জন্মের পরই মানব সন্তান সবচেয়ে অসহায় থাকে। সে একটি মুরগীর বাচ্চার চেয়েও অসহায়। ডিম থেকে ফুটেই মুরগীর ছানা হাঁটতে পারে, নিজের খাবার নিজেই খুঁজে নিতে পারে। আর অসহায় মানব শিশু অন্যের সাহায্য ছাড়া চলতে পারে না। তারপর আস্তে আস্তে সেই অসহায় শিশু বেড়ে ওঠে, সে পরিণত হয় সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে সবল ও শক্তিধর অস্তিত্ব হিসেবে। সে হাইড্রোজেন ও নিউট্রন বোমা তৈরি করতে পারে, পৃথিবী ধ্বংস করতে পারে। মৃত্যুর পূর্বে আল্লাহ্ সেই পরম প্রতাপশালী মানুষকে আবার দুর্বল করে দেন, অথর্ব করে দেন।

জন্মের পূর্বে আমরা সবাই মেনে নিয়েছিলাম যে, আল্লাহ্ আমাদের রব। আমাদের তিনি প্রতিপালক, তত্ত্বাবধায়ক এবং প্রয়োজন সাধক। মৃত্যুর পরেও আমরা স্বীকার করবো, আল্লাহ্‌ই আমাদের রব।

মাতৃগর্ভ আর কবরগর্ভের মধ্যবর্তী সময়টিতে আমরা আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করি, তার হুকুম অমান্য করি। চলি আপন খেয়াল-খুশিমত এবং নিজের ধ্বংস নিজে ডেকে আনি। আল্লাহ্‌কে আমাদের রব, সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক ও প্রয়োজন সাধক হিসেবে প্রাক জন্ম ও মরণোত্তর স্বীকৃতির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য এই দুইয়ের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা আবশ্যক।

www.draminlibrary.com

পিতা-মাতা সন্তানদের ভরণ-পোষণ করেন ঃ

আমাদের সন্তানদের ভরণ-পোষণ কে করে? আমরা পিতা হিসেবে সন্তানের দায়িত্ব আমরাই গ্রহণ করে থাকি। আমরা সমর্থ হলে তারা অন্যের দুয়ারে খাবার চাইতে যায় না।

প্রকৃতির অবাধ দান ঃ

পানি আল্লাহ্‌র উন্মুক্ত দান। পানি না থাকলে কয়েকদিনের মধ্যে সমস্ত সৃষ্টির লয় হবে। পানি দূষিত হয়ে গেলে মৃত্যু ও ধ্বংস অনিবার্য। হরেক রকম খাদ্য দিয়েছেন আল্লাহ্ আমাদের। তাদের প্রত্যেকটির বর্ণ, স্বাদ ও মিষ্টতা আলাদা। বাতাসে তিনি দিয়েছেন অক্সিজেন। বাতাসে অক্সিজেন না থাকলে বা অক্সিজেন নষ্ট করে দিলে সমস্ত জীবজগৎ পনের মিনিটে ধ্বংস হয়ে যাবে।

খাল-বিল বা পুকুরে কেবল এক জাতের মাছ থাকে না। ছোট-বড় নানা প্রকার মাছ একসঙ্গে বিচরণ করে। একটি মাছ একসঙ্গে লক্ষ কোটি ডিম প্রসব করে। যত সহজে এই ডিম নষ্ট করা যেতে পারে, তত সহজেই আল্লাহ্ অনায়াসে সবগুলো নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারেন।

বৃদ্ধ অথর্বের অন্ন কে যোগায় ঃ

জীবিকার জন্য বৃদ্ধ ও অথর্ব মানুষ কি কাজ করেন? কে তাঁদের অন্ন সংস্থান করেন? আল্লাহ্। কোন একটি সময়ে আল্লাহ্ তাঁদের অন্ন দেন। তার জন্য তাঁদের খুঁটিনাটি নাড়তে হয় না। বৃদ্ধরা যৌবনকালে কাজ করেছেন। শিশুরা বয়স হলে কাজ করবে। কিন্তু বৃদ্ধাবস্থায় মানুষ দুর্বল ও অক্ষম হয়ে যায়। তাঁরা কাজ করতে পারেন না। তখন একটা না একটা উপায় বের হয়ে যায়। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আহার পান তিনি।

আমরা কি সত্যিই বিশ্বাস করি যে, আমাদের কোন চেষ্টা ছাড়াই আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে আমাদের প্রতিপালন করতে পারেন এবং করে থাকেন? আমরা এমন বহু ব্যক্তিকে প্রতিদিন দেখছি যে, তারা তাদের আহার সংস্থানের জন্য কিছু করতে পারেন না। কিন্তু তাদের গ্রাসাচ্ছাদনের কোন না কোন ব্যবস্থা হয়ে যায়।

প্রভু ভৃত্যের দেখাশুনা করে ঃ

পার্থিব জীবনে আমরা দেখি সার্বক্ষণিক ভিত্তিতে কাউকে কোন কাজে নিয়োগ করলে তার খাওয়া-দাওয়ার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়োগকারী গ্রহণ করে। মানুষকে আল্লাহ্‌র ভৃত্য ও সেবক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। দাসপ্রথা চালু থাকার সময় প্রভু

www.draminlibrary.com

আল্লাহ্, আল-রব-প্রতিপালক, তত্ত্বাবধায়ক এবং প্রয়োজন সাধক দাসের অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান সবকিছুর ব্যবস্থা করতো। প্রভুর খেদমত দাসের কাজ, আর প্রভুর কাজ দাসের সাধারণ প্রয়োজন মেটানো।

আল্লাহ্র কাছে কিছু চাইতে হলে সর্বাগ্রে আল্লাহ্র উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস আনতে হবে। আমরা যদি সত্যি সত্যি বিশ্বাস করি যে, তার দেয়ার ক্ষমতা আছে, তাহলে তাকে খুশি করতে হবে এবং তারপর তার কাছে চাইতে হবে। চাওয়ার সময় তার ক্ষমতার উপর সম্পূর্ণ আস্থা রাখতে হবে। পৃথিবীতে আমরা দেখি, মনিব ভৃত্যের ভরণ-পোষণ এবং দেখাশুনা করে। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই কোন মনুষ্য মনিবের চেয়ে দুর্বল নন।

কৃষক ও তার বলদ ঃ

চাষ কার্যের জন্য কৃষকের থাকে এক জোড়া বলদ এবং যাতায়াতের জন্য কখনো কখনো ঘোড়া। এদের খাদ্য, পানি এবং আশ্রয়ের ব্যবস্থা কৃষক করে থাকে।

আল্লাহ্কে যদি আমরা প্রতিপালক এবং প্রভু হিসাবে মেনে নেই তাহলে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো সাহায্য আমাদের প্রার্থনা করা উচিত নয়। তিনিই আমাদের সাহায্য করতে পারেন এবং তিনিই আমাদের ইবাদতের উপযুক্ত। অন্য কারো সাহায্যের প্রত্যাশী হলে বোঝা যায় যে, আল্লাহ্র উপর আমাদের পরিপূর্ণ আস্থা নেই।

পোষা কুকুরের নির্ভরশীলতা ঃ

ছেলে-মেয়ে দূরের কথা, কারো ভাল জাতের পোষা কুকুরও খাবারের জন্য প্রতিবেশীর বাড়িতে যায় না। তার সকল প্রয়োজন নিজের মনিবের কাছে। একটা কুকুর তার মনিবের উপর যতটা নির্ভর করে, মানুষ কি আল্লাহ্র উপর ততটা নির্ভর করতে পারে না? আল্লাহ্র উপর কেউ যথাযথভাবে নির্ভর করলে তাকে সৎ ও সঠিক পথে পরিচালনার দায়িত্ব আল্লাহ্ নিজে গ্রহণ করেন।

চিড়িয়াখানার জন্তু-জানোয়ারের ভরণ-পোষণ ঃ

আল্লাহ্ কেবল মানুষের জন্যই খাদ্য সৃষ্টি করেন নি, পশুর জন্যও করেছেন। চিড়িয়াখানার শিয়াল বা খেঁকশিয়ালের জন্য দিনে দু'টি করে মুরগী বরাদ্দ করা আছে। এই মুরগী দু'টির জন্য তাদের কোন পরিশ্রম করতে হয় না। বর্তমানে বাংলাদেশে কোন প্রথম শ্রেণীর অফিসারের পক্ষেও দিনে দু'টি মুরগীর সংস্থান করা দুরূহ ব্যাপার। ঢাকার চিড়িয়াখানায় বাঘ এবং সিংহ তাদের খাবার নিয়মিত পায়। তাদের উপবাস করতে হয় না, ধর্মঘট করতে হয় না। কিংবা খাদ্যের দাবীতে শহরের রাস্তায় মিছিল বের করতে হয় না।

www.draminlibrary.com

জানোয়ারের বিক্ষোভ মিছিল ঃ

বাঘ, চিতাবাঘ, গরু, বিড়াল এমনকি পোকামাকড়েরও খাবার জোটে। এদের কেউ কোনদিন কোন বিক্ষোভ মিছিল বের করেনি। এদের সকলের খাদ্য আল্লাহ্ যদি দিতে পারেন তাহলে যারা আল্লাহ্র পথে কাজ করে তাদের তিনি কেন দিতে পারবেন না? জন্তু-জানোয়ারের জন্য আল্লাহ্র অশেষ মায়া ও মমতা থাকতে পারলে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের জন্য কেন থাকবে না? যদি মানুষ তার দীন এবং তার নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে। আসল কথা আমাদের বিশ্বাস দুর্বল। আল্লাহ্ আমাদের খাওয়াতে পারেন এই কথার উপর আমাদের সম্পূর্ণ এবং অকৃত্রিম বিশ্বাসের অভাব আছে।

পাখির খাদ্য ঃ

পাখিরা অতি ভোরে বের হয়ে যায়, ফিরে দিনের শেষে ভরা পেটে। একদিনের জন্যও তারা কোন খাদ্য সঞ্চয় করে রাখে না। তারা দিন আনে দিন খায়। কিন্তু পিপীলিকা দুঃসময়ের জন্য খাদ্য সঞ্চয় করে রাখে।

অনুগ্রহদাতা মন্ত্রী কিংবা সরকারি উর্দ্ধতন কোন কর্মকর্তার কাছে কোন কিছুর জন্য ধর্না দিলে আমরা তাদের মতবাদ এবং মেজাজ-মর্জির খবরা-খবর নেই। সংশ্লিষ্ট আবেদন বিবেচনার মানদণ্ড কি তা জানতে চেষ্টা করি, জানতে চেষ্টা করি কিসের ভিত্তিতে এসব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

আল্লাহ্ আমাদের সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক এবং প্রয়োজন সাধক। তার মেজাজ-মর্জি, পছন্দ-অপছন্দ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়ার চেষ্টা করা কি আমাদের উচিত নয়? আমাদের কি জানা উচিত নয় তার পুরস্কার কিংবা শাস্তি প্রদানের মানদণ্ড কি?

আল্লাহ্র উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতা ঃ

নিঃসংশয়ে যদি আমরা বিশ্বাস করি যে, আমরা আল্লাহ্র বান্দাহ, আমাদের সকল কর্ম তাঁর সন্তুষ্টি বিধানে নিয়োজিত, তাহলে আমাদের খাদ্য কিংবা জীবিকার জন্য কোন চিন্তা করতে হবে না। মানুষের মধ্যে যে কোন মালিকের চেয়ে আল্লাহ্ নিশ্চয়ই অধিকতর ক্ষমতাবান এবং সম্পদশালী। বান্দাহদের তিনি অনাহারে মরতে দেবেন না। না, কেবল জন্ম নয়, বান্দাহ যদি আল্লাহ্র পথে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে তিনি তার সমস্ত পার্থিব চাহিদা পূর্ণ করেন।

এসব কথার অর্থ এই নয় যে, আমরা যদি কেবল মসজিদে পড়ে থাকি, আল্লাহ্র ইবাদত করি এবং জীবিকা উপার্জনের জন্য চেষ্টা না করি, আল্লাহ্ আমাদের জন্য মান্না-সালওয়া পাঠিয়ে দেবেন। মান্না-সালওয়ার দিন শেষ হয়ে গেছে। জীবিকা

www.draminlibrary.com

উপার্জনের জন্য আমাদের পরিকল্পনা করতে হবে, আল্লাহ্‌র উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস রেখে পরিশ্রম করতে হবে। আল্লাহ্‌র সাহায্য অবশ্যই পাওয়া যাবে। তাওয়াক্কুল মানে অকর্মন্যতা নয়।

পৃথিবীর সবকিছু মানুষের ভোগ্য ঃ

মানুষ আল্লাহ্‌র সেরা সৃষ্টি। পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুর সৃষ্টি হয়েছে মানুষের জন্য এবং মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ছিল তারা আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে, প্রশস্তি গাইবে। নিজ নিজ ক্ষমতা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী মানুষকে এই পৃথিবীতে সবকিছু ভোগ করার অধিকার দিয়েছেন আল্লাহ্। পরিবর্তে আল্লাহ্ মানুষের কাছে চান ইবাদত, প্রশস্তি, সমর্থন।

আমরা বিশ্বস্ততার সঙ্গে, একান্ত একাগ্রতার সঙ্গে সাধ্যমত যদি আল্লাহ্‌র ইবাদত করি, তার হুকুমাদি পালন করি তাহলে আল্লাহ্ অবশ্যই আমাদের উপর নেক নজর দিবেন।

মানুষের মহত্ব ঃ

সূর্য মহৎ, কারণ তা আলো দেয়। চন্দ্র মহৎ, কারণ কোমল কিরণে সে পৃথিবী প্লাবিত করে। অগ্নিকেও মহৎ বলা চলে। কারণ বস্তু নির্বিশেষে সে সবকিছু পুড়িয়ে গলিয়ে দেয়। বায়ুকেও মহৎ বলা চলে, কারণ এর শীতল প্রবাহ সার্বজনীন এবং গভীর। সবকিছুর মহত্বের বা বিশেষত্বের ভিত্তি আছে, যুক্তি আছে।

মানুষ কি মহৎ? মহৎ হলে কত মহৎ? কি কারণে মহৎ? শিক্ষা ও জ্ঞানের জন্য? দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তার জন্য? প্রজ্ঞা ও বিবেকের জন্য? সততা ও চরিত্র সম্পদের জন্য? কিসের বলে?

মানুষ মহৎ, কারণ সে আল্লাহ্‌কে সার্বভৌম স্রষ্টা, প্রতিপালক এবং প্রয়োজন সাধক হিসেবে বোঝে এবং গ্রহণ করে। কারণ সে কলেমা তৈয়বাকে গ্রহণ করেছে তার শিক্ষা ও আচরণে। সেই সার্বভৌম সৃষ্টিকর্তার খলিফা হিসেবে মানুষ মহত্ব উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছে। আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করলে তার মহত্ব বিলীন হয়ে যায়।

আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জত ঃ

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন হচ্ছেন সর্বাধিক সম্মানিত এবং সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরবময় সত্বা। তিনি গৌরব, সম্মান এবং মর্যাদার রক্ষক এবং আশ্রয়। তার খুশিমত তিনি যাকে খুশি যতখুশি সম্মান এবং গৌরব অর্পণ করেন। এ বিষয়ে তার সন্তুষ্টি এবং নির্বাচন একান্তভাবে তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার ব্যাপার। এর জন্য কারো কাছে তার কোন জবাবদিহিতা নেই।

www.draminlibrary.com

আল্লাহ্, আল-রব-প্রতিপালক, তত্ত্বাবধায়ক এবং প্রয়োজন সাধক

সর্বদিক দিয়ে অভিন্ন হলেও কোন দু'টি মানুষ সম্মান ও মর্যাদায় এক হয় না। বিশ্বে রাষ্ট্র ব্যবস্থায়ও কোন রাষ্ট্রের মর্যাদা বেশি, কোন রাষ্ট্রের কম। ছাত্র ও শিক্ষক বা অন্য সবাই সমমর্যাদা সম্পন্ন নন, তাদের মধ্যেও ছোট বড় আছে।

আল্লাহ্ এক প্রস্তাবের উপর অন্য প্রস্তাবের, এক মাসের উপর অন্য মাসের, এক রাত্রের উপর অন্য রাত্রের, এক দিনের উপর অন্য দিনের মর্যাদা উচ্চতর করে দিয়েছেন।

মাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো রমযান, দিনের মধ্যে জুম্মা। সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ সবচেয়ে পবিত্র রাত্রি 'লায়লাতুল কদর'। ইচ্ছা করলে কেউ এই তারতম্যের মধ্যে যুক্তিতর্ক আরোপ করতে পারেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে আল্লাহ্র ইচ্ছাই চূড়ান্ত কথা। রমযান মাসকে আল্লাহ্ পবিত্র ঘোষণা করেছেন বলেই তা পবিত্র, তবে এর পিছনে অন্য একটি কারণও নিহিত আছে। এ মাসেই মহাগ্রন্থ আল-কুরআন নাযিল হয়েছে বলে এ মাসের মর্যাদা আল্লাহ্ অন্য মাসের চেয়ে বাড়িয়ে দিয়েছেন।

আল্লাহ্ আল-কাদির শক্তিধর ঃ

বহু আশ্চর্য বস্তু নিয়ে সৃষ্ট এই জগৎ, আকাশ, পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র, তারা, গ্রহ, উপগ্রহ এবং এমনি আরও কত কিছু আছে। সৃষ্টিতে এসব প্রকাশ দেখে স্বভাবতই এই উপসংহারে আসা চলে যে, তাদের নিশ্চয়ই কেউ না কেউ সৃষ্টি করেছে। ইচ্ছে করলে মুহূর্তে আমরা একটা ছোট্ট পাহাড় কিংবা একটা নদী বানাতে পারি না। সৌর মণ্ডল এবং তাবৎ বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা কত শক্তিধর তা অনুমান করা কঠিন অথচ কোন কোন নির্বোধ মনে করে যে, সৃষ্টিকর্তা বলে কেউ নেই।

আল্লাহ্ মহান, আল্লাহ্ বিরাট। কত বড় তিনি, কত শক্তি তাঁর। ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরি সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস অথবা আরো আরো ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক দুর্যোগের চেয়েও অনেক বেশি শক্তিধর তিনি। সমুদ্র, পর্বত, আকাশ, গ্রহ সবকিছুর চেয়ে বড় তিনি। মানুষের সমস্ত কল্পনাশক্তিতে যত বৃহৎকে ধারণ করা সম্ভব তারও চেয়ে বৃহত্তর তিনি।

সার্বভৌম শক্তি ঃ

আল্লাহ্ সার্বভৌম। তিনি সর্বশক্তিমান। কোন কিছু হওয়াতে চাইলে তিনি বলেন, 'হও', আর অমনি 'হয়ে যায়'। শক্তিধর সত্তার মত তিনি কদর বা শক্তি প্রয়োগ করেন। কদর এসেছে ইকতাদার শব্দ থেকে। কাদির হিসেবে তিনি যাকে খুশি কর্তৃত্ব দেন, সাম্রাজ্য দেন। তিনি যাকে খুশি সম্মান দেন, মর্যাদা দেন। ক্ষমতা তিনি বিতরণ করেন সলাহিয়্যাত অথবা সামর্থ অনুসারে। যারা সমর্থ তাদের সালেহীন বলা হয়। যেখানে ক্ষমতার অপব্যবহার হয়, সেখান থেকে ক্ষমতা প্রত্যাহার করেন আল্লাহ্।

www.draminlibrary.com

মানুষের প্রযুক্তিগত ক্ষমতা ঃ

মানুষেরও আছে বিশাল ক্ষমতা। ভয়ঙ্কর শক্তিশালী অস্ত্র তারা আবিষ্কার করছে। বানিয়েছে লাঠি, ছুরি, বর্শা, তলোয়ার, বন্দুক, পিস্তল, রিভলভার, শর্টগান, ব্রেনগান, কামান, মর্টার, এটম বোমা, নিউট্রন, বোমা এবং এমনি আরো অনেক অস্ত্রসস্ত্র। এইসব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার প্রযুক্তিগত অবদানের জন্য কোন কোন মানুষের বাহাদুরির সীমা নেই।

কিন্তু এসব সমরাস্ত্রের শক্তির সীমা কতটুকু? এটম বোমা বা নিউট্রন বোমা কি ধ্বংস করতে পারবে সূর্য, চন্দ্র, আকাশ কিংবা কোন তারকাকে? কিন্তু আল্লাহ্ এক লহমায় নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারেন তার সমস্ত সৃষ্টি জগৎ। প্রচণ্ড এক ভূমিকম্প যে ধ্বংসলীলা সৃষ্টি করতে পারে এটম বা নিউট্রন বোমার মধ্যে নেই তার ধারে কাছে যাওয়ার শক্তি। ভূমিকম্পের ফলে সুউচ্চ পাহাড় পরিণত হয় বিশাল সাগরে।

জ্ঞানের শক্তি ঃ

আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান। মানুষ যখন শক্তি অর্জন করতে চায়, যখন সে যোগ্য হয়, আল্লাহ্ তখন তাকে শক্তির একটি কণা দান করেন। সৃষ্টিকার্যে অনেক রকম কলা-কৌশল আছে। এসব কলা-কৌশল আয়ত্ব করলেই তবে ইচ্ছামত ভূমি ব্যবহার করা সম্ভব হয়। এসব কলা-কৌশল যারা জানে তাদের জন্য বিদ্যুৎ, পানি, প্রশাসন, রাস্তা নির্মাণ, সেতু, দালান প্রভৃতি সম্পর্কিত জ্ঞান প্রভূত শক্তির উৎস হতে পারে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে কোন শাখা সম্পর্কে বিশদ জ্ঞান আয়ত্ব করতে পারলে তা এক কৌশলগত শক্তিতে পরিণত হয়। তখন এই জ্ঞানের ধারক ঐ জ্ঞানশক্তির সুফল উপভোগ করে।

নামায, যিকির, তাকওয়া এগুলিও শক্তি। আমরা কি সত্যিই বিশ্বাস করি যে, এসব শক্তির মাধ্যমে আল্লাহ্র কুদরত, আল্লাহ্র শক্তির অধিকারী আমরা হতে পারি?

শক্তি থাকলেও সহিষ্ণুতা প্রয়োজন ঃ

আল্লাহ্ যা করতে চান তা কেউ রোধ করতে পারে না। তবু কখনো কখনো কুফর এবং আল্লাহ্র বিরুদ্ধে আমাদের বিদ্রোহের সীমা আল্লাহ্ পরীক্ষা করেন বা করতে চান। পরম করুণাময় আল্লাহ্ অতীব সহিষ্ণু। তিনি মানুষকে হুকুম দিয়েছেন তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে এবং নামায পড়তে। আল-কুরআনে তিরাশি বারের মত সালাত কায়েম করতে বলেছেন। কিন্তু সৃষ্টি জগতে কেবল মানুষই আল্লাহ্র হুকুম অমান্য করে। পারিবারিক জীবনে আমরা সবচেয়ে বেশি আদর করি আমাদের ছেলে-মেয়েকে, অথচ তারাই আমাদের হুকুম অমান্য করে বেশি।

www.draminlibrary.com

স্বীকৃতির প্রয়োজন আমাদের আপন স্বার্থেই ঃ

আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকে কেন আমরা মেনে নেই? মেনে নেই, কারণ তিনি আছেন। পৃথিবীতে অনেক কিছুর অস্তিত্ব আমরা স্বীকার করি না। অথবা অস্তিত্ব আছে অনেক জিনিসের, কিন্তু তাদের আমরা মানি না। সুইডেনের একজন রাজা আছেন। সেই রাজাকে কি আমরা মানি? অষ্ট্রেলিয়া বা দক্ষিণ মেরুতে বহু জীবজন্তু রয়েছে। আমরা কি গ্রাহ্য করি তাদের? হয়তো করি, হয়তো করি না। কিন্তু আল্লাহ্‌কে আমরা গ্রাহ্য করি। তাঁর অস্তিত্ব আছে, তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, আমাদের প্রতিপালন করেন, তিনি আমাদের জন্য এমন অনেক কিছু করেন যা আমাদের পিতা-মাতাও আমাদের জন্য করেন না।

অবিচারের ক্ষতিপূরণ করে দেয়ার ক্ষমতা ঃ

আল্লাহ্‌র গোচর বা অনুমোদনের বাইরে কিছুই ঘটে না। ইহজগতে স্বাধীনভাবে চলার বা ইচ্ছামত কাজ করার সীমিত কর্তৃত্ব তিনি আমাদের দিয়েছেন। কেউ কাউকে হত্যা করতে চাইলে আল্লাহ্ তাকে অনুমতি দেবেন সত্য, কিন্তু তার সেই দুষ্কর্মের শাস্তি তাকে পেতেই হবে। যদি ত্যাগ আর বঞ্চনা নিহতের ভাগ্যে জোটে, তার লক্ষ লক্ষ গুণ বেশি ক্ষতি পূরণ করে দেবেন আল্লাহ্। ইহজগতে নিহত ব্যক্তিটি আপাতঃ দৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্থ বটে, কিন্তু চূড়ান্ত হিসেবে তিনি বিপুলভাবে লাভবান।

আপন খাহেশ পূরণে মানুষের অক্ষমতা ঃ

মানুষের ক্ষমতা ও সম্ভাবনা কি অত্যন্ত সীমিত নয়? সবচেয়ে শক্তিধর, সবচেয়ে ক্ষমতাশালী মানুষও এতো দুর্বল, এতো অসহায় যে, সে তার সকল ইচ্ছা চরিতার্থ করতে পারে না। যত সুন্দরী রমণী প্রাণপনে সে কামনা করে, তত সুন্দর রমনী কি সে পায়?

মানুষ কি তার ইচ্ছামত ভাল, মহৎ ও বাধ্য পুত্র লাভ করে? না, মানুষ যা চায় তা পেতে সে সমর্থ হয় না। কিন্তু আল্লাহ্‌র আছে সকলের ইচ্ছা, সকলের মনোবাসনা পূরণ করার ক্ষমতা। এ জন্য মানুষের কেবল প্রয়োজন তার কাজে নিজেকে সমর্পণ করা। কিন্তু মানুষ তাঁর কাছে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে ইচ্ছামত সবকিছু গ্রহণ করতে পছন্দ করে না।

তারার আলো ঃ

অনেক কিছু সৃষ্টি করার ক্ষমতা আছে মানুষের। তারা বিদ্যুৎ উৎপন্ন করতে পারে, বৈদ্যুতিক বাতি তৈরি করতে পারে। চন্দ্র যে পরিমাণ আলো বিতরণ করে তা তৈরি করতে কি পরিমাণ বিদ্যুতের প্রয়োজন হবে? ক্ষুদ্রতম তারকা থেকে নির্গত হয় যে পরিমাণ আলো, তা কি সমস্ত মানবজাতি তার তাবৎ সামর্থ ও বৈজ্ঞানিক তৎপরতা নিয়োজিত করে তৈরি করতে পারবে?

www.draminlibrary.com

সমস্ত বিশ্বচরাচর উড়িয়ে দেয়া ঃ

আল্লাহ্ দিবস ও রাত্রিকে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর হুকুমে চলে সবকিছু। তিনি যা ইচ্ছা তা করতে পারেন। সমস্ত বিশ্বচরাচর তাঁর হুকুম মেনে চলে আল্লাহ্ যদি কেবল ইচ্ছা করেন যে, সমস্ত নিখিল বিশ্ব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক, তৎক্ষণাৎ তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আল্লাহ্র সেই ইচ্ছার বিরোধিতা যদি নিখিল বিশ্বের সকল মানুষ্যকুল করে, তবু কিছুতেই তারা রক্ষা করতে পারবে না বিশ্বটিকে।

আল্লাহ্র একজন ফেরেশতাই সমস্ত কিছু ধ্বংস করতে পারে, তুলো তুলো করে দিতে পারে পাহাড়-পর্বতকে। ইসরাফিলের সিঙ্গার এক ফুৎকার যদি শুকিয়ে দিতে পারে সমুদ্র, তাহলে আল্লাহ্ কত অসীম ও ক্ষমতার মালিক তা অনুমান করতে সুবিধা হবে। কিন্তু তিনি মানুষের সকল অন্যায় কর্মের প্রতি সহনশীল।

ইচ্ছা হওয়া মাত্র এক সেকেন্ডে নিখিল বিশ্বকে ধ্বংস করতে পারেন আল্লাহ্। বায়ুর গতিবেগ বাড়িয়ে যদি ঘন্টায় ১০০,০০০ মাইল করা হয় তাহলেই তো সবকিছু মাটির সঙ্গে মিশে যাবে। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে সবকিছু চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে পারেন, সবকিছুর চেহারা পাল্টে দিতে পারেন। আর কেবল বায়ুকে ব্যবহার করেই তা তিনি করতে পারেন। বস্ত্রকলের ধূনা-কক্ষের তুলোর মত বাতাসের সাহায্যে সব তিনি তুলো তুলো করে দিতে পারেন।

চুল উড়িয়ে দেয়া ঃ

দারুণ ক্ষমতাধর মনে করে মানুষ নিজেকে। অথচ সেই ক্ষমতাবান মানুষ বিজ্ঞান আর দর্শনের তাবৎ অগ্রগতি মিলিয়েও কারো মাথা থেকে একটি কেশ পর্যন্ত উড়িয়ে দিতে পারে না। তবু সে মনে করে অনেক ক্ষমতা তার।

মানুষের উচ্চতা ঃ

আল্লাহ্র কুদরতের কাছে মানুষ কত অসহায়। আল্লাহ্ মানুষের উচ্চতার হেরফের করতে পারেন। বলা হয়, হযরত আদম ছিলেন ৭০ ফুট লম্বা। বেহেশতে তার সন্তানেরা হবে ৭০ ফুট লম্বা। সব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আর জারিজুরি মিলিয়ে মানুষের কি সাধ্য আছে মানুষের বর্তমান উচ্চতাকে ৮ ফুট বৃদ্ধি করার?

বর্জনের ক্ষমতা ঃ

ইহজগতে আমাদের সকল নেকির জন্য আমরা আল্লাহ্র কাছ থেকে পুরস্কার আশা করে থাকি। ধরা যাক, আল্লাহ্ আমাদের কোন নেকিই গ্রহণ করবেন না, তাহলে কি আল্লাহ্কে তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার সাধ্য আমাদের আছে? নেই। বরং আমাদের প্রার্থনাকে গ্রহণ বা বর্জন করার সকল ক্ষমতা আল্লাহ্রই।

www.draminlibrary.com

মাকড়সার জালের চেয়েও দুর্বল ঃ

বড় যত্নে জাল রচনা করে মাকড়সা, তার সুরক্ষার জন্য যোগ করে সকল প্রকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা। ঝাড় নিয়ে আসে ঝাড়ুদার, আর এক লহমায় সব জাল মুছে ফেলে। নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থা টিকে না।

দীর্ঘ আর সুস্থ জীবনের জন্য আমরা কি না করি? কিন্তু যে প্রাণ আল্লাহ্‌র দান তা যদি তিনি নিতে চান, আমাদের কোন প্রয়াস কি ফলপ্রসূ হবে?

নমরুদ ও এক খোঁড়া মশক ঃ

নমরুদকে দেয়া হয়েছিল সম্ভব সব ধরনের ক্ষমতা আর জাঁকজমক। বদলে কৃতজ্ঞতা দূরের কথা, সে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলো, তাঁকে হত্যা করতে প্রবৃত্ত হলো। মানুষকে শিক্ষা দেয়ার দৃষ্টান্ত সৃষ্টির জন্য আল্লাহ্ কখনো কখনো ক্ষমতামত্ত মানুষের জীবনে অতি সামান্য ঘটনার অবতারণা করেন। এইসব ঘটনা বড় তাৎপর্যপূর্ণ এবং অর্থময়।

নমরুদের সাম্রাজ্য তছনচ করলেন না আল্লাহ্। সামান্য খোঁড়া একটা মশা পাঠিয়ে ছিলেন নমরুদের কাছে। সেই মশা নমরুদের নাকের ভিতর ঢুকে তার অসহ্য যন্ত্রণার কারণ হয়ে দাঁড়ালো। মশা তার মগজে দংশন শুরু করলো। তখন দেখা গেলো, নিজের জুতো দিয়ে মাথায় আঘাত করলে কিছু উপশম হয় যন্ত্রণার। সেই ভাঙ্গাচোরা মশার দংশনেই তাকে মৃত্যুবরণ করতে হলো। আপন গৃহে লালিত এক শিশুর হাতে লাঞ্ছিত হয়েছিল ফেরাউন।

আবরাহা ও আবাবিল ঃ

ইয়েমেনের রাজা আবরাহাকে তার হস্তিবাহিনীসমেত ধ্বংস করে দিয়েছিল ক্ষুদ্রকার আবাবিল পাখির ঝাঁক। মাকড়সার এক জাল দিয়ে আল্লাহ্ প্রাণে রক্ষা করেছিলেন আমাদের নবী করিম (সাঃ)-কে।

ফেরেশতার ক্ষমতা ঃ

পাথরের পাহাড়ের চেয়ে মজবুত কিছু সৃষ্টি করছেন কি না তা জানতে চেয়েছিল এক অবিশ্বাসী জনৈক মুসলিমের কাছে।

মুসলিম জবাব দিয়েছিলেন যে, লৌহ প্রস্তর-পর্বতের চেয়েও শক্তিশালী লৌহনির্মিত অস্ত্র দ্বারা প্রস্তর পাহাড় ভাঙ্গা যায়।

অবিশ্বাসী প্রশ্ন করলেন, লৌহের চেয়ে মজবুত কিছু সৃষ্টি করেছেন কি না।

www.draminlibrary.com

মুসলিম জবাব দিলো, আগুন লৌহ অপেক্ষা মজবুত, কেননা আগুনে লৌহ দ্রবীভূত হয়।

সেই লোক প্রশ্ন করলো, আগুনের চেয়ে শক্তিশালী কিছু আছে কি?

আছে, পানি। পানি আগুন নেভাতে পারে।

প্রশ্ন হলো, আর পানির চেয়ে শক্তিধর আছে কিছু?

আছে বায়ু। বায়ু পানিকে আন্দোলিত করে।

আবার প্রশ্ন করলো সে লোক, বায়ুর চেয়ে শক্তিশালী কি কিছু নেই?

আছে, সূর্য। সূর্য তার তাপের সাহায্যে বায়ুকে নিয়ন্ত্রিত করে।

সূর্যের চেয়ে শক্তিশালী কিছু আছে?

ফেরেশতা। ফেরেশতারা সূর্যকে ধ্বংস করতে সক্ষম। যতরকম ক্ষমতা আছে মানুষের বা কোন মাখলুকের সবার চাইতে ক্ষমতা একজন ফেরেশতার।

ইবলিসের দোষ ঃ

সমস্ত কিছু আল্লাহ্ তৈরি করেছেন মানুষের জন্য। আর নিজের জন্য রেখেছেন কেবল একটি জিনিস– তাঁর অহং, তার অহংকার।

আল্লাহ্র অহং-এর কেউ ভাগ চাইলেই সে হয়ে যায় মুশরিক। আর তার জন্য প্রাপ্য শাস্তি তাকে পেতে হয়।

মানুষের মধ্যে যাদের অহং আছে, তাদের যদি শাস্তি কিছু না হয়, তাহলে ইবলিসের কি দোষ? সে তো আল্লাহ্র আনুগত্য অস্বীকার করেনি, তাঁর ইবাদতে বিন্দুমাত্র অনীহা প্রকাশ করেনি। আল্লাহ্র অন্য সমস্ত হুকুম তালিম করতে অসম্মত হয়নি। দোষ তার ছিল একটিই। অহংকার। সে মনে করেছিল, আদমের চেয়ে উপরে ছিল তার আসন। এই একটি মাত্র মনোভাবের জন্য তার শাস্তি হলো। শাস্তি হলো, কারণ এই মনোভাবের বশবর্তী হয়ে সে আল্লাহ্র হুকুম অমান্য করলো, আদমকে সেজদা করলো না।

ঈমানের উৎস আল্লাহ্। কুফরের উৎস শয়তান।

অহং আল্লাহ্র বিশেষ অধিকার। কোন কিছু নিয়ে অহংকার পোষণের কিছু নেই। শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বা পণ্ডিত তার প্রতিভা বা মেধা নিয়ে গর্ব করতে পারে না। নিমেষে তার মস্তিষ্কের সব সম্পদ সে হারাতে পারে, পরিণত হতে পারে উন্মাদে। মেধা হোক, জীবন হোক, কেউ কি তা পাহারা দিয়ে রক্ষা করতে পারে? কিছুই দাবী করতে পারে না মানুষ নিজের বলে। তার নিজের বাড়ীটি পর্যন্ত একান্তভাবে তাঁর নিজের নয়। ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড় বা আগুন এক লহমায় তা নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে।

www.draminlibrary.com

অলৌকিক ঘটনা ঃ

সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় আল্লাহ্ নিজের কানুন ও শর্ত ছাড়া অন্য কোন শাসনের অধীন নন। ইচ্ছা করলেই তিনি প্রকৃতির নিয়ম বদলাতে পারেন। প্রকৃতির আইন না পাল্টানো পর্যন্ত তা চলতে থাকে। তবে তার মধ্যে একটু-আধটু ব্যতিক্রম তিনি করে থাকেন। ব্যতিক্রমগুলো হলো, ইচ্ছা করলে স্রষ্টা হিসাবে তিনি যে প্রকৃতির স্বাভাবিক আইন বদলাতে পারেন কিংবা স্থগিত রাখতে পারেন তারই নিশানা।

অলৌকিক ঘটনা ঘটে আল্লাহ্রই ইচ্ছাক্রমে। তা ঘটান তিনি মানব সন্তানকে মাধ্যম করে। তার জন্য মানুষের কোন কৃতিত্ব নেই। অলৌকিকের সমস্ত গৌরব ও কৃতিত্ব আল্লাহ্ তায়ালার।

বর্ণিত আছে যে, কাদেসিয়ার গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে হযরত ওমর (রাঃ) হযরত সাদ বিন ওয়াক্কাসকে সৈন্য সমাবেশের গঠন/অবস্থান পরিবর্তন করার হুকুম দিয়েছিলেন। তাতে তিনি নিজে বা অন্য কোন মুসলমান কোন কৃতিত্ব দাবী করেননি।

এর কারণ জানতে চাইলে তিনি জবাব দিয়েছিলেন, কি জন্য যে কাজটি তিনি করেছিলেন তা তিনি নিজেও জানেন না। তিনি হুকুম দিয়েছিলেন, কারণ আল্লাহ্ তাকে হুকুম দিতে হুকুম দিয়েছিলেন।

আল্লাহ্র রহমত হলে তাঁর মহিমায় বলীয়ান হয়ে আল্লাহ্র প্রিয় বান্দারাও পারেন বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে স্বল্পকালের জন্য প্রকৃতির নিয়মকে স্থগিত করতে কিংবা বন্ধ করে রাখতে।

পীর-দরবেশদের আল্লাহ্র কুদরত বা ক্ষমতা লাভ করার ক্ষমতা থাকতে পারে। কিন্তু সাধ্য থাকলেও তাঁরা প্রকৃতির আইনের হেরফের ঘটান না। প্রকৃতিতে যে নিয়ম ও পদ্ধতি আল্লাহ্ স্বয়ং বেঁধে দিয়েছেন তার প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা তাদের।

ইচ্ছা করলে অতি সহজে আমাদের নবী করিম (সাঃ) পারতেন দুশমনদের অত্যাচার ও লাঞ্ছনার হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে। কিন্তু তা তিনি করেননি। প্রকৃতির নিয়মের কাছে তিনি নতি স্বীকার করেছেন। স্বাভাবিক নিয়মে পরিবেশ এবং প্রকৃতির সঙ্গে তিনি সংগ্রাম করেছেন। অল্প কয়েকটি ক্ষেত্রে এবং ক্ষুদ্র বিষয় ব্যতীত অন্য কোথাও অলৌকিকের শরণাপন্ন হননি।

আল্লাহ্র কাছে প্রাপ্তব্য তবরিক ঃ

আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান। কেবল ইচ্ছা দ্বারা তিনি সবকিছু করতে পারেন। আমাদের উপর সন্তুষ্ট থাকলে কল্পনাতীত উপায়ে তিনি আমাদের সাহায্য করতে পারেন। কারো প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হলে তার অন্তরের সকল সুন্দর বাসনা তিনি পূরণ করে দেন। যদি এমন হয় যে, কারো ঐকান্তিক প্রার্থনা মঞ্জুর হচ্ছে না, তাহলে বুঝতে হবে যে, তিনি সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্র সঙ্গে একাত্ম হতে পারেননি।

www.draminlibrary.com

আল্লাহ্র সঙ্গে আছে যার প্রত্যক্ষ একাত্মতা, তার সন্তানেরা তার বাধ্য হবে অবশ্যই। আপন সন্তান অবাধ্য হলে বুঝতে হবে তার ঈমানে গলদ আছে, আছে আল্লাহ্র সঙ্গে তার সম্পর্কের ব্যবধান। ঈমান পরীক্ষা করার এটাও এক পদ্ধতি বিশেষ। আল্লাহ্ তার বিশেষ প্রিয়তম বান্দাদের ইহ ও পর উভয় জগতে অবশ্যই খুশি করবেন।

আল্লাহ্ রায্যাক

যিনি রিযিক দেন তিনিই রায্যাক। সৃষ্ট জীবের সকল প্রাপ্তির মূল উৎস হলেন আল্লাহ্। তিনি রায্যাক, তাঁর দাস হিসেবে আমরা সবাই আবদুর রায্যাক।

রিযিক অর্থ শুধুমাত্র আয় অথবা খাদ্য নয়। জ্ঞান, প্রজ্ঞা, সাহস, বিশ্বাস, আস্থা, চেতনা, প্রভৃতি বিষয় এর অন্তর্ভুক্ত। কেউ এককভাবে অথবা অন্যের সঙ্গে শরীক হয়ে রিযিক হতে ব্যয় করতে পারে। বস্তু সম্পদই হোক কিংবা মানসিক সম্পদই হোক, কারো কারো প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে রিযিক থাকে তাতে অন্যের হক থাকে।

রিয্কের উৎস ঃ

কিছু অর্জন করলে আমরা মনে করি যে, আমরাই তা করেছি। আমরা বিশ্বাস করি যে, আমাদের অর্থ আমরা উপার্জন করি। মনে করি যে, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি কিংবা চাকরি থেকে আমরা অর্থ উপার্জন করি। কিন্তু এ ধারণা অভ্রান্ত নয়। প্রকৃত অর্থে রিযিক কিংবা অর্থ সব আমরা লাভ করি আল্লাহ্র কাছ থেকে।

ন্যায্য বা অন্যান্য কোন কিছুই আল্লাহ্র হুকুম ছাড়া কিছুই ঘটে না। অসৎ উপার্জন, তা-ও আল্লাহ্র হুকুমেই হয়। তিনি আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা দিয়েছেন, বিবেক দিয়েছেন, দিয়েছেন তাঁরই আরোপিত সীমা ল-ঘনের স্বাধীনতা।

আয়নায় চাঁদের প্রতিচ্ছায়া ঃ

জ্যোৎস্না রাতে বাইরের উঠানে পাঁচশত আয়না স্থাপন করলে তার প্রতিটিতেই চাঁদের প্রতিফলন ঘটবে। আয়নায় চাঁদ কি আকাশের চাঁদের মত প্রকৃত? না, আকাশের চাঁদ প্রকৃত চাঁদ। আর আয়নার চাঁদ তার প্রতিফলন। আয়নার চাঁদ বাস্তব চাঁদ নয়।

www.draminlibrary.com

চারপাশে আমরা যা কিছু দেখি তা সব প্রকৃত বস্তু নয়, তার অনেক কিছু সত্য এবং হাকিকতের ছায়া। আল্লাহ্র অনুমতি না হলে ভ্রান্ত অথবা অভ্রান্ত, কোন কাজই মানুষ করতে পারে না, করার ক্ষমতা কোন মানুষের নেই। গায়রুল্লা হতে কোন কিছু ঘটে না। কেউ অন্যায় করতে চাইলে অনেক ক্ষেত্রেই অন্যায় করতে দেয়া হয়। যার প্রতি অন্যায় করা হয় আল্লাহ্ হাজার গুণে তাকে ক্ষতিপূরণ দিয়ে আখেরাতে পুষিয়ে দিবেন।

আমরা এই করেছি, সেই করেছি এভাবে কোন কথা বলা উচিত নয়। বরং বলা উচিত আমাদের কিছু করার ক্ষমতা নেই। আল্লাহ্ করিয়েছেন, তাই করেছি। এতে আল্লাহ্ খুশি হন, সঠিক মনোভাবের জন্য আমাদের পুরস্কৃত করেন।

আল্লাহ্ অসীম সম্পদশালী ঃ

আল্লাহ্ সম্পদশালী। তার খাজানা বা সম্পদ ভাণ্ডার অফুরন্ত। তার ভাণ্ডারে ভাল আছে, মন্দও আছে। আছে প্রচণ্ড উত্তাপ, তীব্র শীত, ভয়ংকর রোগ-ব্যাধি, সবল স্বাস্থ্য, প্রেম, ঘৃণা, আত্মদান, ঈর্ষা ইত্যাদি।

প্রতিদিন জন্মগ্রহণ করছে পাঁচ লক্ষাধিক মানুষ্য সন্তান। এদের প্রত্যেকের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। মানুষের কণ্ঠ, অভিব্যক্তি, হাতের রেখা ভিন্ন ভিন্ন। আল্লাহ্র ভাণ্ডারে আছে এত নকসা যে, সৃষ্টিতে প্রতিটি জীবকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র দিতে পেরেছেন। প্রতিদিন যত মানব শিশুর জন্ম হচ্ছে, তাদের প্রত্যেকের আছে দু'টি চোখ, দু'টি কান, দু'টি পা, দু'টি ফুসফুস, দু'টি হাত এবং অন্যান্য সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। আল্লাহ্র ভাণ্ডারে এসব নিয়ামতের কোনদিন অভাব ঘটেনি।

এসব বস্তু উৎপাদনের দায়িত্ব মানুষের হাতে থাকলে সমন্বয় এবং সরবরাহের ব্যবস্থায় ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে কবে ভেঙ্গে পড়ত সমস্ত উৎপাদন ব্যবস্থা।

কৃত্রিম অভাব ঃ

এমন অসীম অফুরন্তই হবে যদি আল্লাহ্র সম্পদ ভাণ্ডার, তাহলে পৃথিবীতে এত অভাব কেন? অভাবের কারণ মানুষের ব্যর্থতা। আমাদের সকল প্রয়োজনের জন্য আল্লাহ্র কাছে চাইতে হবে। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা। আমরা আল্লাহ্র কাছে চাই না, তার সঙ্গে যোগসূত্র রচনা করি না, অবৈধভাবে আল্লাহ্র হুকুম লংঘন করে রিযিক সংগ্রহের চেষ্টায় মত্ত হই।

প্রয়োজনের সময় যারা অন্যের কাছে চায়, কিয়ামতের দিন তাদের মুখে কোন মাংস থাকবে না। তাকওয়া, সালাত, সবর এবং মেহনতের সাথে চাইতে হবে

www.draminlibrary.com

আল্লাহ্র কাছে। আল্লাহ্র সঙ্গে যোগসূত্র রচনা করতে পারলে যা চাইবো সবই আমরা পাবো। আল্লাহ্র কোন অভাব নেই, তার ঐশ্বর্যের কোন সীমা নেই।

মানুষ তাদের প্রয়োজনের জন্য আল্লাহ্র কাছে হাত বাড়ায় না, অন্যে যা পেয়েছে তা দেখেই ঈর্ষান্বিত হয়। নিজে যা পেয়েছে তার প্রতি লক্ষ্য করে না। অন্যে যা পেয়েছে তাই বড় করে দেখে। এইসব হীনমনা ঈর্ষাতুর মানুষের রিযিক আল্লাহ্ কমিয়ে দেন। ঈর্ষা মানুষকে তার সমস্ত প্রাপ্তির জন্য আল্লাহ্র কাছে কৃতজ্ঞতার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে।

পৃথিবীতে অভাব ও প্রয়োজন ব্যক্তিগত সমস্যা। অভাব দূর করার জন্য সবাই ছুটছে পাগলের মত। বেশির ভাগ মানুষ তাদের সঞ্চয় বৃদ্ধি করছে জীবনের মান উন্নয়নের জন্য। জীবনে তারা উপেক্ষা করে আসছে আল্লাহ্র ভূমিকা।

নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন ঃ

মানুষের ধারণা করার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। যে বেশি খায়, তার বদহজম হয়। কারো হাতে মূল্যবান হীরার পরিমাণ বেশি হয়ে গেলে তার মস্তিষ্ক বিকৃতির সম্ভাবনা থাকে। কারো হাতে অত্যাধিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হলে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারায় সে। এইজন্য আল্লাহ্ পৃথিবীতে সব কিছুর বন্টন সুষম করে রেখেছেন।

কুরবানী এবং ইসার ঃ

কুরবানী এবং ইসার করতে সমর্থ সমস্ত মানুষদের আল্লাহ্ সীমাহীন পুরস্কারে ভূষিত করেন। যে পুরস্কার তিনি কখনো দেন এই দুনিয়ায়, কখনো দেন আখিরাতে। যারা নিজেদের সকল কিছু অকাতরে উৎসর্গ করতে পারে, দান করতে পারে তারা আল্লাহ্র বড় প্রিয় বান্দাহ।

একদিন একজন সাহাবী তার স্ত্রীকে বললেন, ছেলে-মেয়েদের সবাইকে ঘুম পারিয়ে ঘরে যা খাবার আছে তা মেহমানকে দেয়ার জন্য। স্ত্রীকে তিনি বললেন যে, খাবার পরিবেশন করে কৌশলে আলোটা নিবিয়ে দিতে হবে, যাতে সবটা খাবার মেহমানের সেবায় লাগে। কারণ ঘরে সেদিন একজনের পরিমাণ খাবারও ছিল না।

আল্লাহ্র পথে এই রকম আত্মত্যাগের নাম হলো ইসার।

ছেলে-মেয়েদের অভুক্ত রেখে উপরোক্ত সাহাবীর মেহবানদারীর এই ঘটনার পরদিন ভোরে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জিজ্ঞাসা করেছিলেন তাঁর সাহাবাদের কেউ পূর্ববর্তী রাত্রে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য ইসার করেছিলেন কি না?

www.draminlibrary.com

কোন সাহাবী জবাব দিলেন না। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তিনবার জিজ্ঞাসা করলেন। সবাই নিরুত্তর রইলেন। পরে একসময় যে সাহাবী ইসার করেছিলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, সাহাবীদের কেউ আদৌ ইসার করেছেন একথা তাঁর মনে হলো কেন?

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জবাব দিয়েছিলেন– 'যার জন্য তুমি ইসার করেছ তিনিই বলেছেন।'

আলো প্রাচুর্যের আখিরাত ঃ

এই দুনিয়ায় আল্লাহ্র নিয়ামত সীমিত। কিন্তু আখিরাতে তা সীমাহীন। পানির প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নদীর বাঁধে স্লুইজ গেইট থাকবে না। অনন্ত সুখ এবং চির শান্তিতে আছন্ন থাকবে সকল মানুষ।

দান এবং গ্রহণের শর্তে বৈষম্য ঃ

আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টিকে কিছু দিতে চাইলে ইচ্ছা করলে তিনি তা অকাতরে দিতে পারেন। সৃষ্টিজগতে মানুষ আল্লাহ্র সবচেয়ে প্রিয় বস্তু। মানুষের জন্যই তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীর কিছুই তিনি ফেরেশতাদের জন্য সৃষ্টি করেননি। মানুষ চায় সম্ভাব্য সবকিছু গ্রাস করতে। কিন্তু দুর্ভাগ্য যা তারা চায়, তা তারা পায় না। অথচ আল্লাহ্ তাদের দেয়ার জন্য তৈরি।

মানুষ যা চায় তা পায় না। কারণ আল্লাহ্র দান এবং আমাদের গ্রহণ এই দুই শর্তের মিল হয় না। আমরা পাই না, কারণ আল্লাহ্র সৃষ্টি এবং আল্লাহ্র সম্পদ আমাদের শর্তে চাই, আল্লাহ্ সে শর্তে আমাদের দিতে চান না।

আল্লাহ্ গণী-আল্লাহ্ ধনবান

কলকারখানায় কখনো সম্পূরক মালামালের অভাবে উৎপাদন ব্যাহত হয়। বিংশ শতাব্দীর নব্বই দশকে প্রতিদিন পাঁচ লক্ষ মানব শিশু জন্ম গ্রহণ করছে। এর জন্য এই সংখ্যার দ্বিগুণ পরিমাণ নাক-চোখ, হাত-পা প্রয়োজন। কোটি কোটি জীব-জন্তুর জন্ম হচ্ছে প্রতিদিন। তাদের জন্য প্রয়োজন হচ্ছে আরো বেশি নাক-কান, হাত-পা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।

কোনদিন কি কেউ শুনেছে যে, আল্লাহ্র ভাণ্ডারে নাক অথবা চোখ ফুরিয়ে গেছে। কাজেই অমুক মাসে যেসব শিশু জন্মাবে তাদের নাক-চোখ থাকবে না। অথবা এখন থেকে স্বামী-স্ত্রীর সহবাস নিষেধ, কারণ বাচ্চা হলে তাদের সকল অঙ্গ দেয়া যাবে না।

www.draminlibrary.com

আল্লাহ্ সব সময় সমস্ত সৃষ্টজীবকে প্রয়োজনীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে সম্পূর্ণ করে দেন। কেবল তাই নয়, সবাইকে তিনি একই ধরনের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেন না। প্রত্যেকটি মানুষের চেহারা, কণ্ঠ, এমনকি আঙ্গুলের রেখা পর্যন্ত আলাদা। আল্লাহ্র নকশার ভাণ্ডারে কোনদিন আঙ্গুলের রেখা বা চেহারার অভিব্যক্তির বৈচিত্র্যের অভাব হয়নি। আল্লাহ্র কোন কিছুর অভাব হয় না।

পৃথিবীর সমস্ত মানুষের যত ধন-সম্পদ আছে আল্লাহ্র কাছে তার মূল্য একটি মশার ডানার সমানও নয়। বড় শহরে মানুষ এক টুকরা জমির স্বপ্ন দেখে। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে এক মুহূর্তে লক্ষ কোটি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তৈরি করতে পারেন।

বরকত ঃ

আল্লাহ্ যদি বরকত দেন তাহলে মসজিদের ভিতরে এক ঘন্টার ঘুম নিজ বাড়িতে ছয় ঘন্টার ঘুমের চেয়েও সুখকর হতে পারে। আল্লাহ্র বরকতের মহিমায় কোন বড়লোকের আয়ের হাজার ভাগের একভাগ আয় নিয়েও অনেক সুন্দর এবং সুখী জীবন যাপন করতে পারে।

শান্তি ঃ

সংসারের প্রয়োজনীয় বস্তুসামগ্রী মানুষের হাত দিয়ে তৈরি হয়। কিন্তু মানুষ শান্তি তৈরি করতে পারে না। শান্তির মালিক আল্লাহ্। পাশ্চাত্যের মানুষের হাতে অঢেল সম্পদ। কিন্তু তাদের মনে শান্তি নেই। এশিয়ার তুলনায় ইউরোপ, আমেরিকায় ভাঙ্গা সংসারের সংখ্যা বেশি। উন্নত দেশে আত্মহত্যার হার অধিকতর।

আল্লাহ্র সঙ্গে পাইপ লাইন ঃ

প্রাকৃতিক গ্যাসের অফুরন্ত খনি হতে পাইপ লাইন তৈরি করা গেলে আমরা জ্বালানি ও পেট্রো কেমিক্যাল শিল্পের কাঁচা মাল হিসেবে ব্যবহার করার জন্য প্রচুর গ্যাস সংগ্রহ করতে পারি। আল্লাহ্র সঙ্গে পাইপ লাইন থাকলে আমাদের সব প্রয়োজন অতি সহজে নিষ্পন্ন হতো। আল্লাহ্র সঙ্গে মনোরম পাইপ লাইন প্রতিষ্ঠার অতি সহজ উপায় তাবলীগ। সে রকম পাইপ লাইন প্রতিষ্ঠিত হলে সুখ ও শান্তির অন্তহীন ধারা নিশ্চিত হবে।

আল্লাহ্র আছে বৃহত্তম ধন ভাণ্ডার। সকল বিশ্বের সবকিছুর মালিক তিনি। তিনি যাকে যা খুশি দিতে পারেন। আমরা প্রয়োজনের সময় মানুষের কাছে হাত পাতি।

www.draminlibrary.com

মানুষকে মানুষের দেয়ার ক্ষমতা কতটুকু? আল্লাহ্ তো মানুষকে যত খুশি ততই দিতে পারেন। তাহলে আল্লাহ্র কাছে কেন আমরা চাই না?

পৃথিবীতে খাবারের থাল ছোট। বেহেশতের থালা আয়তনে সুবিশাল। অনন্ত ঐশ্বর্যের মালিক আল্লাহ্র সঙ্গে যদি আমাদের মত ক্ষুদ্রকায় মানুষ সেতুবন্ধ প্রতিষ্ঠা করতে পারে, তাহলে আমরা যা চাই সব তার কাছ থেকে পাবো।

আল্লাহ্র পথে যে চলে, আল্লাহ্কে সে পায়। সমস্ত জাগ্রত সময়ে যে আল্লাহ্কে চায় একাগ্রচিত্তে, আল্লাহ্কে সে অবশ্যই পাবে। যে আল্লাহ্র হুকুম তামিল করে তার সমস্ত দায়িত্ব আল্লাহ্ গ্রহণ করেন।

আল্লাহ্ আস-সাবের– ধৈর্যশীল

আল্লাহ্ আস-সাবের– ধৈর্যশীল। সবর অর্থ ধৈর্য, সাবের যিনি ধৈর্য ধারণ করেন। মানুষ যত অপকর্ম করে সব আল্লাহ্ দেখেন, জানেন। তাঁর আদেশের লংঘন বন্ধ করতে তিনি সমর্থ। তার নির্দেশ অমান্য করার স্বাধীনতা দিয়েছেন মানুষকে। তাঁর হুকুম অমান্য এবং নির্দেশ অমান্য করা ও ইচ্ছার লংঘনকে তিনি সহ্য করেন। লংঘনকারীকে অনুতপ্ত হলে তিনি ক্ষমা করেন। তাৎক্ষনিকভাবে তিনি শাস্তি দেন না।

তাঁর আদেশের ব্যক্তিগত কিংবা সমষ্টিগত লংঘনকারীকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিপর্যয়ের সাহায্যে শাস্তি দিতে ক্ষমতাবান আল্লাহ্তালা। কিন্তু বিশেষ কোন ক্ষেত্র ছাড়া সচরাচর তিনি তাঁর নির্দেশ লংঘনকারীকে সঙ্গে সঙ্গে শাস্তি দেন না। প্রকৃতির আইন যারা ভাঙে, প্রকৃতির আইনেই তাদের শাস্তি হয়ে যায়।

কেউ যদি আগুনে ঝাঁপ দেয়, চালু বিদ্যুতায়িত তার স্পর্শ করে, বিষধর সর্পকে আঘাত করে অথবা ক্ষুধার্ত সিংহের নাগালের ভিতরে চলাফেরা করে, তাহলে তো তার প্রতিফল সে সঙ্গে সঙ্গে পাবেই।

কিন্তু কেউ যদি নামায আদায় না করে, রমযান মাসে দিনের বেলা আহার করে অথবা রমযানের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করে তাঁর শাস্তি তাৎক্ষনিক হয় না। তখন তিনি অপেক্ষা করেন। ধর্ষণকারী, ডাকাত, খুনীর শাস্তি অবিলম্বে না হলে আমরাই অধৈর্য হই। আল্লাহ্র প্রদত্ত শাস্তি এ দুনিয়াতে এবং সঙ্গে সঙ্গে হলে ঈমানের পরীক্ষায় তেমন কিছু থাকতো না। মানুষকে ভালো হওয়ার বা মন্দ হওয়ার যে ইচ্ছাশক্তি আল্লাহ্ দিয়েছেন তার সঠিক ব্যবহারের পরীক্ষা থাকতো না।

www.draminlibrary.com

সৃষ্টির চেয়ে অধিক ধৈর্যশীল ঃ

সাপ কিংবা বাঘের গায়ে আঘাত করলে তারা স্বভাব অনুযায়ী প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠে, সুযোগ পেলে প্রতিশোধ নেয়। কুকুরকে আঘাত করলে সে ঘেউ ঘেউ করে ওঠে। কখনো কামড়িয়েও দেয়। কোন মানুষকে আঘাত করলে সে তা হজমও করতে পারে, আবার কুকুর কিংবা বাঘের চেয়েও প্রতি আচরণ করতে পারে।

কতটুকু ধৈর্য থাকা উচিত মানুষের? জান্নাতের প্রত্যাশী হতে চাইলে সহিষ্ণু হতে হবে পাহাড়ের মতো। পাহাড়ের গায়ে প্রস্তর নিক্ষেপ করে দেখুন, পাহাড় কিছুই বলবে না, করবে না।

সমুদ্রের গায়ে আঘাত হানলে উত্থিত হবে তরঙ্গমালা। একসময় ঢেউ মিলিয়ে যায়, আগের মত হয়ে যায় পানির চেহারা।

কার সঙ্গে আছেন আল্লাহ্? মুসুল্লির সঙ্গে? হাজী বা মুজাহিদের সঙ্গে কি? আল-কুরআনে তিনি ঘোষণা করেছেন– 'নিশ্চয়ই তিনি আছেন ধৈর্যশীলের সঙ্গে।' আর কার সঙ্গে? নেককারের কি?

আল্লাহ্র ভালবাসায় কাঙ্গাল হলে ধৈর্যের চর্চা করতে হবে। বড় পছন্দ করেন আল্লাহ্ এই গুণটিকে। ধৈর্য সম্বন্ধে আল-কুরআনে আল্লাহ্ যা এরশাদ করেছেন মুসলমানরা তা বিশ্বাস করে না। তবে কথা হলো, আল-কুরআনের সকল নির্দেশ আমরা তামিল করে চলি না।

মুয়াজ্জিনের আজানের প্রতি অবহেলা ঃ

হাড় কাঁপানো শীতের প্রত্যুষে ধর্মপ্রাণ গৃহবধূ শয্যাত্যাগ করেন। বরফ শীতের পানিতে অজু করে সমাধা করেন ফযরের নামায। ঘুম ভাঙ্গে স্বামীটিরও, কিন্তু আলসে মানুষ, বিছানার বাইরে কনকনে ঠাণ্ডা, তিনি উঠেন না। তিনি কাযা নামায পড়বেন সূর্য উঠলে পরে। তিনি নামায পড়েন, কিন্তু নিয়মিত নয়, তিনি ও মোমিন, বিশ্বাসী, কিন্তু তাঁর ঈমান দুর্বল।

ঈমান যে দুর্বল এই সিদ্ধান্তে কেমন করে পৌছানো গেলো?

প্রকৃতির আহবান ঃ

স্বামীটি অলস. শীতের রাতে লেপমুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকতে পছন্দ করেন। প্রকৃতির আহবানে সাড়া দেয়ার জন্য কি তিনি বিছানা ছাড়েন না? তখন কি তিনি একলাফে উঠে ছুটে যান না টয়লেটের দিকে?

www.draminlibrary.com

প্রকৃতির আহবানে অসহ্য হলে কনকনে শীত কোন ব্যাপার হয় না। কিন্তু ফযরের নামায পড়ার বেলায় মুয়াজ্জিনের আহবান কিন্তু অবহেলা করেন এই একই মানুষটি

এতে কি প্রমাণ হয়? প্রকৃতির আহবানের চেয়ে মুয়াজ্জিনের আজানকে কম গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি। এই হলো আমাদের ঈমানের নমুনা।

ফযরের নামায ও যৌন ক্ষুধা ঃ

শীতের হিমেল রাতেও জনৈক পূণ্যপ্রাণ স্বামী তাহাজ্জুদ ও ফযর নামায ঠিক সময়ে পড়ার ব্যাপারে বড় সতর্ক। তার স্ত্রী ও ধর্মপরায়ণ। কিন্তু তিনি চিররুগ্না নারী। ফযরের নামায পড়ার জন্য উঠতে চাইলে স্বামী তার অসুখের দোহাই দেন। বলেন, পরে কাজা পড়ে নিলেই হবে।

স্ত্রী রোগা হলে কি হবে, স্বামীটি কিন্তু দারুণ তাগড়া। তার যৌনক্ষুধা বড় প্রবল। হোক স্ত্রী অসুস্থ, পছন্দ করুক বা না করুক সে, তাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে স্বামী তার যৌন প্রয়োজন মেটাবেই। জ্বরাক্রান্ত মানুষ, তবু পরদিন ভোরে ঠাণ্ডায় গোসল করাতে বাধ্য করবে স্ত্রীকে।

এতে কি প্রতীয়মান হয়? নামায আদায়ের জন্য আল্লাহ্র হুকুমের চেয়ে যৌন প্রয়োজনের উপর বেশি গুরুত আরোপ করছেন তিনি।

নামায ও কিডনীর ব্যথা ঃ

এক ধার্মিক মানুষের ছেলে ও মেয়ে এশা ও ফযরের নামায পড়তে চায় না। এশার নামায আদায় না করে ঘুমিয়ে পড়ে ছেলে। বাবা ডাকাডাকি করে, কিন্তু কোন ফল হয় না। বাবা তখন গালাগালি করে স্ত্রীকে, তারই প্রশ্রয়ে ছেলেমেয়ে এমন খাসলত পাচ্ছে। ব্যাপারটি নিয়ে ঝগড়া করেন স্বামী-স্ত্রী, কিন্তু এশার নামাজের জন্য সোমত্ত ছেলেকে জাগানোর সাহস পান না।

কি হবে যদি গভীর রাত্রিতে কিডনীর ব্যথা শুরু হয় বাবা, মা অথবা মেয়ের? তখন কি জোয়ান পুত্রকে জাগাবেন না তাঁরা? তাতে কি প্রমাণ হয়? বোঝা যায় যে, বাবা, মা, বা মেয়ের কিডনীর ব্যথাটাই বড়, আল্লাহ্র হুকুম মোতাবেক এশার নামায আদায় ততটুকু নয়।

শরীরের কষ্ট ও নামায ঃ

নৈশকালীন নামাযের প্রতি আমাদের অনীহার কারণ শরীরের কষ্ট। আল্লাহ্র ক্ষমতার অন্ত নেই। ইচ্ছে করলে তিনি আমাদের শরীরে এমন কষ্ট, এমন যন্ত্রণা ঢুকিয়ে দিতে পারেন যে, সারারাত দু'চোখের পাতা এক হবে না। কিন্তু তিনি রহমান–

www.draminlibrary.com

পরম দয়ালু। তিনি সাবের– ধৈর্যশীল। অতএব আমরা বারবার তাঁর নির্দেশ অমান্য করে গেলেও তিনি আমাদের শাস্তি দেন না।

আল্লাহ্র হুকুম আমরা লংঘন করি, রাসূল (সাঃ) সুন্নাহ অনুযায়ী জীবনাচরণ করি না। কিন্তু আল্লাহ্ যে রুহ আমাদের দান করেছেন ইচ্ছা করলে নিমিষে তিনি তা তুলে নিতে পারেন। তা তিনি করেন না, কারণ তিনি দয়ালু, তিনি ধৈর্যশীল।

বিবাহের কলেমা ও কলেমা তাইয়েবা ঃ

বিবাহের কলেমা উচ্চারণের পরপর একটা মেয়ে স্বামীর কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করে। সারাজীবন যে পরম ধন সে সযত্নে রক্ষা করে এসেছে তাই সে দান করে স্বামীকে। স্বামীর সঙ্গে তার ভাই কিংবা বাবার বিবাদ বাঁধলে সে স্বামীর পক্ষ নেয়। বিয়ের আগে যে ছিল সম্পূর্ণ অচেনা, পিতা-মাতাকে ত্যাগ করে তারই সঙ্গে নির্বিবাদে চলে যায় সংসার করতে।

কলেমা তাইয়েবা পড়ার পর কি আমরা একইভাবে একই রকম নিষ্ঠা ও আনুগত্যের সঙ্গে নিজেকে সমর্পণ করি আল্লাহ্র কাছে? স্বামীর প্রতি যেমন বিশ্বাসী ও অনুগত এক নববিবাহিতা বধূ, আমরা কি আল্লাহ্র কাছে তেমন হই? আল্লাহ্ আমাদের যা দিতে পারেন তার তুলনায় কি বেশী কিছু দিতে পারে একজন স্বামী তার স্ত্রীকে?

আল্লাহ্র প্রতি আমরা অনুগত ও বিশ্বস্ত থাকি না, বিশ্বাসঘাতকতা করি। তাঁর ধৈর্য ও সহিষ্ণুতাকে হালকা চোখে দেখি। যত কিছু আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন সব আমরা উপভোগ করি। কিন্তু লংঘন করি তাঁর হুকুমাদি। আমাদের অবাধ্যতাকে, আমাদের আনুগত্যহীনতাকে আল্লাহ্ সহ্য করেন। অপকর্ম করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমাদের শাস্তি দেন না। অথচ শাস্তি দিতে তিনি সম্পূর্ণ সমর্থ। আল্লাহ্ ধৈর্যশীল, কারণ এটি তাঁর একটি সিফাত, তাঁর একটি গুণ।

আরবগণ আল্লাহ্র ঘরে ও আঙ্গিনায় প্রতিষ্ঠা করেছিল ৩৬০ টি দেবমূর্তি। এর জন্য তিনি তাদের ধ্বংস করতে পারতেন। করেননি, কারণ তিনি সহিষ্ণু ও ধৈর্যশীল। দুষ্কৃতকারী মানুষের প্রতি আল্লাহ্ যে কেবল ধৈর্যশীল তা নয়, আল্লাহ্র হুকুমের নিকৃষ্টতম লংঘনকারী ইবলিসের প্রতি আচরণেও তিনি ধৈর্যশীল ছিলেন এবং আছেন।

www.draminlibrary.com

আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ ঃ

কারখানায় যেসব বস্তু উৎপাদিত হয়, উৎপন্নকারী উৎপাদনপ্রক্রিয়া তদারক করে থাকলে সেই বস্তুর ভিতর-বাইর সকল কিছু সম্যক অবগত থাকবেন। মানবজীবন তথা মানবদেহের সকল রহস্য এখনো অনুদঘাটিত রয়ে গেছে। সৃষ্টি ও সৃষ্টিতত্ত্বের বহু রহস্য এখনো মানুষের জ্ঞানসীমার বাইরে।

জন্ম রহস্য ঃ

মানবশিশুর জন্ম হয় নারীর ডিম্বকোষ ও নরের শুক্রানুর সম্মিলনে। এই বীর্য এক অপবিত্র জিনিস বলে বিবেচিত। এর চেয়ে পবিত্র কোন বস্তু দিয়ে জন্মের প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করা যায় না? জন্মের এই প্রক্রিয়া পরিবর্তন কিংবা উন্নত করার জন্য মানুষের উদ্ভাবনীশক্তির পক্ষে কিছু করা কি সম্ভব? মানবশিশুর ক্রমবিকাশ পর্যবেক্ষণ করা এক দুরূহ ব্যাপার। মাসের পর মাস নারীর জঠরে অন্ধকার বায়ুবিহীন-আলোবিহীন সে পড়ে থাকে।

নিজের সম্বন্ধে অজ্ঞতা ঃ

মানুষ তার জ্ঞান ও বুদ্ধিগত কৃতিত্বের জন্য গর্ববোধ করে। পৃথিবীর সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তিটি কি জানেন কোথায় কখন কিভাবে তিনি মৃত্যু বরণ করবেন, আগামীকাল তিনি কি আহার করবেন, পরের সপ্তাহে কে তার কি ক্ষতি বা উপকার করবে? না, মানুষের নিজের সম্বন্ধে এই মৌলিক জ্ঞানটুকুও নেই। আল্লাহ্ তায়ালা এমন শক্তিমান, এমন জ্ঞানী যে, দশহাজার কোটি মানুষের প্রতিদিন কিভাবে কাটবে, কি তারা খাবে, সব তিনি জানেন।

বেল ও কদু ঃ

নিজের সৃষ্টির সকল রহস্য আল্লাহ্ তায়ালা সম্যক ওয়াকিবহাল। তাঁর সকল কিছুর পেছনে যুক্তি আছে। এক ধার্মিক লোকের পুত্র একসময় আখিরাত সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। কোন সময় সে আল্লাহ্র অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, আবার কোন সময় করে না।

তাদের বাড়িতে ছিল একটা বেল গাছ। তার নিকটে লাগানো হয়েছিল এক লতানো কদু গাছ, যার জন্য একটা ছয় / সাত ফুট উঁচু ঝাকা তৈরি করে দিতে হয়েছিল।

কদু গাছে ধরেছিল বেশ কয়েকটা কুমড়া। কয়েকটি কদু হয়েছিল বেশ বড়। বেল গাছে ছোট ছোট বেল, কদুর লতায় বড় বড় কদু। সৃষ্টির মধ্যে দৃশ্যমান এক

www.draminlibrary.com

অযৌক্তিকতা সেই সন্দেহ প্রবণ যুবকের ভাবনায় দোলা দিলো। এমন শক্ত মজবুত বেল গাছ, তার মধ্যে হচ্ছে ছোট ছোট বেল, আর এমন ঠুনকো লতানো লতা কদুর সেখান থেকে ঝুলছে বিরাট বিরাট কদু। এই অসঙ্গতির কোন মাথামুণ্ডু সে বের করতে পারে না।

এমনি ভাবনায় ভারাক্রান্ত যুবক বেল গাছের নিচে দিয়ে যাচ্ছিল যখন, তখন ভাঙ্গা এক ডাল থেকে টুপ করে একটি ক্ষুদ্র বেল পড়লো তার মাথায়। ফলটি কাঁচা হলেও ছিল খুব শক্ত। তার জন্যই একে বুনো বেল বলা হয়।

বেল মাথায় পড়ায় মাথায় ভীষণ চোট পেলো ছেলেটি, যার ফলে তার ভীষণ মাথা বেদনা হলো এবং তিনদিন সে ঘুমাতে পারলো না। এই তিনদিন অনবরত একটা চিন্তা তার সমস্ত মন দখল করে রাখলো। কদুর মত বিরাট হতো যদি বেলটি, আর তা তার মাথায় পড়তো, তাহলে কি হাল হতো তার। মাথা ফেটে যেতো, সঙ্গে সঙ্গে পটল তুলতে হতো নিশ্চয়ই তার। তখন তার চেতন হলো, সে বুঝতে পারলো আল্লাহ্ মানুষের যাতে সবচেয়ে মঙ্গল হয় তা-ই করে থাকেন। সৃষ্টিজগতের জন্য কোন্‌টা সবচেয়ে মঙ্গল হবে তা তিনিই ভাল জানেন।

সুটকেসে পা ঃ

জনৈক ভদ্রলোক রাতের ট্রেনে যাচ্ছিলেন। ট্রেনে খুব ভীড় ছিল। যা সাধারণত হয়, ভীড়ের মধ্যে বসার জায়গা মিলে না, কিন্তু চোখে চেপে আসে ঘুম। ভদ্রলোকের ঘুম পেলো ভীষণ। সীটের ওপর পা ছড়িয়ে শুইতে পারলে খুব ভাল হতো। কিন্তু সীটে মোটেই জায়গা নেই। একটু হেলান দিয়ে শোয়ার মত জায়গা করে দিলেন তার সঙ্গী ভদ্রলোক। পা ছড়ান যাচ্ছিল না। পা বাঁকা করে কাত হয়ে শোয়ার মত থাকতেও আরাম হচ্ছিল না। ভদ্রলোক তখন ভাবছিলেন দেহের সঙ্গে আটকে না দিয়ে পা দুটো যদি খুলে রাখার ব্যবস্থা করে দিতেন আল্লাহ্ তাহলে খুব ভাল হতো। পা খুলে সুটকেসে রেখে দিব্যি ঘুমানো যেতো। কথাটা কেন যে আল্লাহ্‌র মনে আসেনি, ভেবে অবাক হলেন তিনি।

কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি পা বাঁকা অবস্থায়ই ঘুমিয়ে পড়লেন। জেগে যা ভাবছিলেন তা-ই চলে এলো স্বপ্নে। স্বপ্নে দেখলেন যে, তার পা স্ক্রু আর চাবি দিয়ে দেহের সঙ্গে লাগানো। রেলগাড়ির সীটে তার ঘুমানোর দরকার হলো। তিনি পা দুটো খুলে সুটকেসে রেখে ঘুমাচ্ছেন। সুন্দর একটা প্রসন্ন মেজাজ তার।

হঠাৎ তিনি দেখলেন, এক চোর তার সুটকেস নিয়ে পালাচ্ছে। সেই সুটকেসের ভিতর আছে তার খুলে রাখা পদযুগল। ঘুমের মধ্যে তিনি লাফ দিয়ে উঠলেন।

www.draminlibrary.com

কয়েকজন লোকের গায়ে ধাক্কা লাগিয়ে নিচে পড়ে গেলেন। নাকটা থেতলে গিয়ে রক্ত পড়ছে। একটা দাঁতও বুঝি গেলো। তিনি লাফ দিয়েছিলেন চোরকে ধরার জন্য। কারণ স্বপ্নে তার মনে হয়েছিল যে, তার পা দুটো দেহের সঙ্গে নেই, সেগুলো খুলে রাখা হয়েছে সুটকেসের ভিতর।

নাক আর দাঁত ভেঙ্গে তার চেতন হলো। দেখলেন, দেহের সঙ্গে লাগানো আছে তার পা দুটো। তিনি এখন ভাবছেন, পা দুটো খুলে রাখা গেলে সব সময় তা হারানোর ঝুঁকি নিয়ে চলাফেরা করতে হবে। আর হারিয়ে গেলে তাকে খোঁড়া কিংবা পঙ্গু হতে হবে। নাক আর দাঁত ভেঙ্গে তিনি বুঝলেন, আল্লাহ্ যা করেন, তা সৃষ্টির মঙ্গলের জন্য করেন। সৃষ্টির জন্য কি ভাল, কি মন্দ তিনি তার সর্বোত্তম বিচারক। কেননা তিনিই সব জানেন।

আঙ্গুলের অসম দৈর্ঘ্য ঃ

অনেকে ভেবে পান না হাতের সবগুলো আঙ্গুল কেন আল্লাহ্ সমান করে বানাননি। ঐশ্বর্যের তুলনা দিতে গিয়ে অনেকে বলেন, হাতের পাঁচটা আঙ্গুল সমান নয়, সুতরাং সবার ধন-সম্পদ সমান হতে পারে না। কিন্তু কথাটি যুক্তি নির্ভর নয়। কোন আঙ্গুল অন্য আঙ্গুলের চেয়ে দ্বিগুণ বড় নয়। অথচ একজন মানুষ আরেকজনের চেয়ে হাজার গুণে বেশি ধনী।

সবচেয়ে দীর্ঘ আঙ্গুল হচ্ছে মধ্যমা। এক ভদ্রলোকের মধ্যমা আঙ্গুলে ঘা হয়ে সেপটিক হয়ে গেলো। সেপটিক যাতে বেশিদূর না ছড়ায় তার জন্য আঙ্গুলটির আগার কিছু অংশ কেটে বাদ দিতে হলো। তখন তার ভাত কিংবা পোলাও খেতে ভারী অসুবিধা হতে লাগলো। কিছুই তিনি ধরে রাখতে পারেন না। কারণ সব আঙ্গুলের ডগা সমান হয়ে গেছে। আঙ্গুলের ডগা অসমান হলেই কিছু তুলে নিতে সুবিধা। আর সমান হলে বিপত্তি হয়। আর আঙ্গুল একটা না থাকলে কিংবা বেশি ছোট হয়ে গেলে কিছু তুলতে গেলে ফাঁক দিয়ে পড়ে যায়। তখন তিনি বুঝলেন, সব আঙ্গুলের মাপ এক সমান না রেখে আল্লাহ্ সঠিক কাজ করেছেন।

একজন বৃদ্ধ ও নৌকার এক বালক মাঝি ঃ

নদীমাতৃক বাংলাদেশ। নদী পারাপার হয় ডিঙ্গি নৌকায়। নৌকা কখনো বুড়োরা চালায়, কখনো তরুণ কিশোররা। একজন বৃদ্ধ নদীর পারে যখন এলেন দেখলেন, ধারে-কাছে কোথাও নৌকা নেই। নদীর ওইপারে অবশ্য নৌকা একটা দেখা যাচ্ছে। একটা অল্পবয়সী ছেলে একটা গাছের সঙ্গে বাঁধছে নৌকাটা।

www.draminlibrary.com

নৌকা গাছের সঙ্গে বেঁধে ছেলেটা বাড়ী চলে যাবে। আজ আর যাত্রী পাওয়ার কোন আশা নেই, তাই। বুড়ো মানুষটা ছেলেটিকে ডেকে তাকে পার করে দেয়ার জন্য ছেলেটাকে অনুরোধ করলেন।

বুড়ো লোক বললেন, বেলা ডুবে যাচ্ছে, ঐপারের এক গ্রামের এক আত্মীয়ের বাড়ীতে গিয়ে তিনি মাগরেবের নামায পড়তে চান। একটু যদি কষ্ট করে ছেলেটা।

ছেলেটা জবাব দিলো, বেলা তো কেবল আপনার জন্য ডুবছে না, আমার জন্যও ডুবছে। আমার বাড়ি যেতে হবে। আপনি একটুখানি দাঁড়ান। ভাটির দিকে যাওয়ার জন্য কোন নৌকা এলে আপনাকে পার করে দেবে।

উজানে বা ভাটিতে যেসব নৌকা যাতায়াত করে সেগুলো সাধারণতঃ খেয়ার কাজ করে না। তবে মারাত্মক পরিস্থিতি হলে অবশ্য ভিন্ন কথা। কোন শিশু বা মহিলা বিপদে পড়লে পার করে দেয়, কিন্তু তার জন্য অনেক দাম হাঁকে। প্রমাদ গুণলেন বুড়ো মানুষটা।

এপার থেকে বহু কাকুতি-মিনতি করে ছেলেটাকে আবার অনুরোধ করলো তাকে পার করে দেয়ার জন্য। কিন্তু কিছুতেই গললো না সে। ছেলেটার সঙ্গে কথা বলতে বলতে এক সময় বুড়ো মানুষটির মনে হলো ছেলেটার চেহারা ও গলার সঙ্গে তার ভাগ্নি জরিনার যেন মিল আছে। জরিনাদের বাড়িতেই তিনি যাবেন। অন্ধকারে তিনি একটা ঢিল ছুঁড়লেন। জিজ্ঞেস করলেন, তুমি বাপু জরিনার ছেলে নও তো? তোমার বাপের নাম আবদুস সাত্তার নয় তো?

খুব অবাক হলো ওপারের ছেলেটা। বুড়ো তার মার নাম জানে কি করে সে প্রশ্ন করলো।

বুড়ো তখন নিজের পরিচয় দিলেন। বললেন, আমার ভাগ্নি জরিনাদের বাড়িতেই যাবো যে আমি। কতদিন যে দেখিনি আমি তাকে!

মুখ কাচুমাচু করলো ছেলেটা। ব্যস্ত সমস্ত হয়ে নৌকা নিয়ে এপারে এলো। বুড়োর পোটলা নিজে তুলে এনে নৌকায় রাখলো। বুড়োকে তাজিমের সাথে হাতে ধরে নৌকায় তুললো। নিজের গায়ের চাদর পাটাতনে বিছিয়ে দিয়ে বুড়োকে বসতে বললো। বললো, সে তার মার মুখে তাঁর কথা বহু শুনেছে, তাঁকে তার দেখার বড় শখ ছিল।

নদী পার হয়ে ডাঙ্গায় গেলে ওদের বাড়ি একমাইল পথ। আর একটা খাল আছে যেটা ওদের বাড়ির পাশ দিয়ে গেছে, সেপথে নৌকায় গেলে তিন মাইল। নৌকা নিয়ে খালের পথে চললো ছেলেটা। হাঁটতে কষ্ট হবে বুড়ো নানার।

www.draminlibrary.com

ছেলেটার আচরণে এমন পরিবর্তন দেখা দিলো কেন? কারণ প্রথমে সে তাঁকে চিনতে পারেনি। যখন চিনলো, তখন তার ভাবসাব সব সম্পূর্ণ পাল্টে গেলো।

আল্লাহ্‌কে আমরা চিনি না বলেই তাঁর প্রতি আমরা বিমুখ থাকি, তাকে হেলাফেলা করি। তাঁকে চিনতে পারলে আমাদের চেহারা বদলে যাবে। তখন সকল অমনোযোগ কর্পুরের মত উবে যাবে।

আল্লাহ্ আল-মালিক

আল্লাহ্ সম্রাট, সুলতান, সার্বভৌম এবং সকল কর্তৃত্বের উৎস। আল্লাহ্ রাজাধিরাজ। আল্লাহ্ আকবার, সর্বোচ্চ, মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে সেজদা করে তাঁর কাছে আমরা নত হই। বলি, সুবহানাল্লাহ! পবিত্রতম আমাদের প্রভু, পবিত্রতম, উচ্চতম।

বিচারের দিনের প্রভু আল্লাহ্। রোজ হাশরে সমস্ত মানুষকে দেখানো হবে তাদের আমলনামা, দুনিয়ার সমস্ত মানুষের সকল কর্মের খতিয়ান। কেউ অণু পরিমাণ ভাল করে থাকলে তা সে দেখতে পাবে। অণু পরিমাণ মন্দ করে থাকলে তা-ও সে দেখতে পাবে পরিষ্কার। সবাই তার সকল চিন্তা সকল কর্ম প্রত্যক্ষ করবে, চলচ্চিত্রে শ্লথ গতিতে যেভাবে দেখানো হয় খেলাধুলা, দুর্ঘটনা ইত্যাদি।

বাসনা চরিতার্থের স্বাধীনতা ঃ

আল্লাহ্ স্বেচ্ছাচারী নন, একনায়ক নন। আমাদের তিনি সৃষ্টি করেছেন এ কারণেই তিনি তাঁর মতে চলতে আমাদের বাধ্য করেন না। তাঁর হুকুম তামিল করা না করার স্বাধীনতা, স্বশাসন তিনি আমাদের দিয়ে রেখেছেন। এই দুনিয়ায় ইচ্ছা করলে আমরা তাকে অগ্রাহ্য করতে পারি আমাদের সুবিধা মত।

অফিসে ল্যাবরেটরীতে আমরা আমাদের উপরওয়ালার হুকুম মেনে চলি। ঊর্দ্ধতন অফিসারের হুকুম কি লংঘন করি আমরা?

কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ম্যানেজার, জেনারেল ম্যানেজার আর ম্যানেজিং ডিরেক্টর ভিন্ন ভিন্ন হুকুম জারি করলে অধঃস্তন কর্মচারীরা কার হুকুম মানবে? আপন স্বার্থে সর্বোচ্চ কর্তাব্যক্তির হুকুম নিশ্চই। আমাদের জীবনে আল্লাহ্ কি সর্বোচ্চ কর্তা নন?

www.draminlibrary.com

অফিস-নির্দেশ তামিল না করার শাস্তি ঃ

অফিসে বা কারখানায় কেউ যা খুশি তা করতে পারে না। নিয়োগ কর্তৃপক্ষের নীতিমালা ও লক্ষ্য বাস্তবায়নের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সকল কাজকর্ম করতে হয়। নিয়োগ কর্তৃপক্ষের কোন বিষয়ে সুনির্দিষ্ট হুকুম বা নির্দেশ থাকলে তার বরখেলাপ কেউ করতে পারে না। তা যদি কেউ লংঘন করে, তাহলে তার চাকরি চলে যায়।

ছাত্ররা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়ম মেনে না চললে কি হয়?

একজন ছাত্রের কথা ধরা যাক। সে শিক্ষকের পরামর্শ শুনলো না, পাঠ তৈরি করলো না, স্কুল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পাঠের এবং পরীক্ষার তারিখ ও সময় কিছুই মানলো না, শিক্ষক যা যা পড়তে বলেছিল, কিছুই পড়লো না। পরীক্ষায় এই ছাত্র কি ভাল করবে?

সরকারি অফিসে অনেক অফিসার আছেন, তারা সর্ববিষয়ে পণ্ডিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের চেয়ে অনেক ভাল নোট লিখেন তারা। কিন্তু প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে পরীক্ষা দিলে তারা কি ফাস্ট ক্লাস পাবেন? অনেক শিক্ষক আছেন যারা এম.এ-তে সেকেন্ড ক্লাস পেয়ে শিক্ষক হয়েছেন। তাঁরা যদি ক্লাস না করেন, অন্যান্য শিক্ষকদের পরামর্শ না শোনেন, তাহলে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসাবে পরীক্ষা দিয়ে তারা কি ফাস্ট ক্লাস পাবেন? তা যদি সম্ভব হতো, তাহলে সেকেন্ড ক্লাস পেয়ে যত লোক শিক্ষক হয়েছেন, সবাই প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে কামিয়াব হয়ে যেতেন।

অনুরূপ আল্লাহ্‌র নির্দেশ না মেনে, রাসূল (সাঃ)-এর সিলেবাস অনুসরণ না করে নিজের মর্জিমাফিক সৎকাজ করে গেলে কেউ কামিয়াব হবে না।

অফিসে উর্দ্ধতন কর্মকর্তার আদেশাদি পালন না করলে কেউ পদোন্নতি পায় না। তাহলে আল্লাহ্‌র হুকুম-আহকাম মেনে না চললে ইহজগতে কেমন করে সাফল্য আসবে আমাদের জীবনে?

ভ্রান্ত অগ্রাধিকার ঃ

আমাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যার পছন্দ-অপছন্দ, ইচ্ছা-অনিচ্ছা ও খেয়াল-খুশির ব্যাপারে আমরা কি উদাসীন থাকি? অফিসের বড় কর্তা বা ঘরের স্ত্রীর খেয়াল-খুশি বা পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপারে আমাদের উদ্বেগ ও যত্ন কি আল্লাহ্ সুবহানাল্লাহু তায়ালার পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপারে উদ্বেগের মতই দৃঢ়? আল্লাহ্‌র হুকুম কি উচ্চতর অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য নয়?

বছরের পর বছর আমরা অমান্য করে চলি আল্লাহ্‌র হুকুম। আর সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ এই জগতের অফিসের কর্মকর্তা বা বাবা-মার চেয়েও কত বড়। তিনি আমাদের সঙ্গে কত সহিষ্ণু আচরণ করেন। রাসূল (সাঃ) মারফত প্রাপ্ত তাঁর হুকুম-আহকাম পালন বা তামিল না করলেও তিনি সহ্য করে যান।

www.draminlibrary.com

আল্লাহ্ আল-মালিক ঃ

নিখিল বিশ্বচরাচরের মালিক আল্লাহ্। আমরা মনে করি, আমাদের যা আছে তার মালিক আমরা। আমাদের সম্পদের যে আমরা মালিক তা সমাজ, রাষ্ট্র ও আইন কর্তৃক স্বীকৃত। কিন্তু আসলেই কি আমরা মালিক?

আমাদের চতুর্পাশের মালামালের কথা না হয় বাদ দিলাম, আমাদের যে দেহ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার মালিক কি আমরা? আমরা বলি, আমার মাথা, আমার মস্তিষ্ক, আমার চোখ, আমার দাঁত। আমার চোখ বুঝাতে আমরা আমার চোখই বলি। আমিই যদি আমার চোখের মালিক, তাহলে আমার চোখের দৃষ্টি আমি হারাই কেমন করে?

একজনের যা আছে তা সে হারাতে রাজি নয়। মগজের মালিকানা যদি কোন ব্যক্তির হয়, তাহলে কি সে ব্যক্তি তা হারিয়ে উন্মাদ হতে রাজি হবে? না, আসলে দেহে আমাদের যা কিছু আছে সব আল্লাহ্র অসীম অনুগ্রহ, করুণা। ইচ্ছা করলে সে করুণা তিনি যেকোন মুহূর্তে প্রত্যাহার করে নিতে পারেন।

মালিকানা ঃ

আমার বাড়ি, আমার ঘর। আমার পুত্র, আমার স্ত্রী, আমার মা, সব আমার। তাহলে আল্লাহ্র কি? আল্লাহ্র হুকুম, আল্লাহ্র নিষেধ, রাসূল (সাঃ)-এর সুন্নাহ এগুলো আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। যা আল্লাহ্র তাতে আমাদের আগ্রহ বা ঐগুলোর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক না থাকলে যা আমাদের তা আল্লাহ্ নিয়ে যাবেন। আমাদের যা আছে সব তিনি দিয়েছেন। মুসলিমরা দরিদ্র। আল্লাহ্র বিষয়-আশয় তাদের অবহেলার বস্তু। তাই তাদের যা প্রয়োজন তা তারা পায় না।

আমরা প্রায়ই বলি, এ বই আমার। এটা আমার গাড়ি। এই বাড়ি আমার।

কখনো কি প্রশ্ন করি আমরা, আমি কার? আমার মালিক কে?

আমরা বলি, ও আমার স্ত্রী, কাজেই তার চিকিৎসার খরচ আমি দেই। ছেলে আমার, তাই তার লেখাপড়ার ব্যয় আমার। আমার মেয়ে, তাই ওর বিয়ের সব খরচ আমার।

কখনো কি প্রশ্ন করি, ইসলাম কার? কে বহন করবে ইসলাম প্রচারের ব্যয়? আমার পুত্র-কন্যার চেয়ে কম মূল্যবান আমার ইসলাম?

আমার আরো একটা মেয়ে থাকলে, আরো দুটো ছেলে থাকলে তাদের লেখাপড়ার ও বিয়ের অতিরিক্ত খরচ কি আমি দেবো না? প্রথম পুত্র, প্রথম কন্যা না হোক, ইসলামকে আমরা একটি অতিরিক্ত কন্যা বা অনবধানে জাত পুত্রের সমমর্যাদা দিতে পারি না?

এক অবাঞ্ছিত পুত্রের সমান মূল্যও কি পাবে না আমার জান্নাত? বিদেশে ছেলেকে পাঠানোর জন্য আমরা টাকা ধার করি না? তাহলে চিল্লা বা তবলিগের জন্য বিদেশে যাওয়ার খরচ দিতে কেন ইতস্ততঃ করি?

www.draminlibrary.com

আল্লাহ্ বাসিরুন-আল্লাহ্ দ্রষ্টা

মহাবিশ্বে এবং মহাবিশ্ব ছাড়িয়ে যেখানে যা কিছু আছে সব আল্লাহ্ একসঙ্গে দেখতে পান। প্রশান্ত মহাসাগরের অতল তলে কিংবা দুই কোটি টন মাটির অভ্যন্তরে ঘনকৃত এক প্রস্তরে হাঁটছে যে কৃষ্ণকায় পিপীলিকা তাকে অতি স্পষ্ট দেখতে পান আল্লাহ্ তায়ালা। সৃষ্ট জীবের দর্শনশক্তি তা-ও এক ঐশী ক্ষমতা, কিন্তু সে ক্ষমতা সীমা দ্বারা আবদ্ধ।

আল্লাহ্ নিদ্রা যান না, বিশ্রাম নেন না। ঘুম বা তন্দ্রা তাকে আচ্ছন্ন করে না। নিয়ত তিনি দেখেন সকল যুগ, অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত সবকিছু।

মানুষের দৃষ্টি শূন্যতায় আবদ্ধ ঃ

পুরু পর্দা বা ইটের দেয়ালের ওদিকে কি আছে তা দেখার ক্ষমতা মানুষের স্বাভাবিক চোখের নেই। রাত্রির অন্ধকারে মানুষ দেখতে পায় না। কয়েক হাজার গজ দূরের জিনিস দেখতে মানব-চক্ষু অপারগ।

মায়ের গর্ভে থেকে কোন শিশু কি মায়ের শরীর দেখতে পেরেছে? সেখানে যখন সে ছিল, তার বাইরে অন্য কিছু আছে তা সে জানতো না, জানার কোন কল্পনা তার ছিল না। এই জীবন ও এই মহাবিশ্বের বাইরে কিছু আছে কি না তা আমরাও কল্পনা করে কূল পাই না। এ শুধু দূরত্বের প্রশ্ন নয়। আমাদের পেছনে, পিঠ বা ঘাড়ের দুই ইঞ্চি দূরে কি আছে তা-ই দেখতে পাই না আমরা। একই অবস্থানে থেকে চর্মচক্ষু দিয়ে জগতের খুব অল্পই কেউ দেখতে পারে। সবচেয়ে শক্তিশালী দূরবীন দিয়েও এই মহাবিশ্বের কতটুকুইবা দেখতে পারে একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী?

সৃষ্ট জীবের দৃষ্টি কালাবদ্ধ ঃ

সময়ের সীমায় আবদ্ধ থাকে সৃষ্ট জীবের দৃষ্টি। বর্তমান মুহূর্তে আমাদের সামনে যা আছে তা-ই কেবল আমরা দেখতে পাই। ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে তা আমরা দেখতে পাই না। আমরা শুধু তা কল্পনা করতে পারি। অতীতে কি ঘটে গেছে তা-ও আমরা দেখি না, দেখি তার পরিণতি। আর বর্তমানে যা ঘটে যাচ্ছে তার খণ্ডাংশ থাকে আমাদের দৃষ্টির সীমানায়। আল্লাহ্ দেখতে পান একই সঙ্গে সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত সব কিছু।

www.draminlibrary.com

মনের চোখ ঃ

মানুষ কেবল চর্মচক্ষু দিয়ে নয়, মনের চক্ষু দিয়েও দেখে। ঐশী শক্তির অধিকারী মানুষ অনেক দূরের জিনিস দেখতে পায়। জন্তু-জানোয়ার কেবল চর্মচক্ষু দ্বারা দেখে। আল্লাহ্‌কে যারা সমীহ করে না, যারা তাঁর জিকিরে গাফিলতি করে তাদের মানসিক দৃষ্টি অবিকশিত থাকে, মৃত্যুর পর যে জীবন আছে তার কথা সে উপলব্ধি করতে পারে না।

কোনদিকে তাকিয়ে আছেন আল্লাহ্‌ ঃ

এক নাস্তিক এক আস্তিককে প্রশ্ন করেছিল, আপনার আল্লাহ্‌ কোন দিকে তাকিয়ে আছেন? পশ্চিমদিকে তাকিয়ে থাকলে পূর্বদিকে যারা পাপকর্ম করবে তাদের তিনি দেখতে পারেন না। আর উত্তর দিকে তাকিয়ে থাকলে পাপকর্মে লিপ্ত হবে দক্ষিণের মানুষ, তিনি তা দেখবেন না।

বড় কঠিন প্রশ্ন। এর জবাব পাওয়া মুশকিল।

একটুখানি ভেবে আস্তিকজন বললেন, কাল সূর্যাস্তের পর এখানে আসুন, জবাব দেব।

নাস্তিক কথা অনুযায়ী এলো।

আস্তিক তার হাতে দিলেন একটা মোমবাতি। ওটাকে তিনি জ্বালানোর জন্য অনুরোধ করলেন। নাস্তিক মোমবাতি জ্বালালো।

আস্তিক প্রশ্ন করলেন, এবার আপনি আমাকে বলুন, কোনদিকে তাকিয়ে আছে এই মোমবাতিটি।

নাস্তিক বললো, সবদিকে।

আস্তিক বললেন, নির্জীব এক মোমবাতি একইসঙ্গে চতুর্দিকে তাকাতে পারলে, আমার প্রভু যিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন, যিনি অমর, তিনি কেন একইসঙ্গে সবদিকে দেখতে পারবেন না?

নাস্তিক জবাবটিকে ভাল করে বিবেচনা করলো, ওজন করে দেখলো। শেষ পর্যন্ত এই জবাবের মর্মকথা তার অন্তর স্পর্শ করলো।

আল্লাহ্‌র অবিরাম সার্বজনীন দৃষ্টির উপর ঈমান ঃ

আমরা কি সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করি যে, সারা জীবন ধরে আমরা কখন কি করি সব আল্লাহ্‌ তা'য়ালা দেখতে পান? কথাটি মুখে আমরা বলি। সম্ভবত আমরা বিশ্বাসও করি। কিন্তু সেই বিশ্বাস কি এমন দৃঢ় যে তাতে ইয়াকিনের দৃঢ়তা আছে?

যদি তা আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় হয়, ইয়াকিন হয়, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ্‌কে আমরা ভয় করবো। আল্লাহ্‌র ভয়ে হযরত ওমর (রাঃ) ছেলেমানুষের মত কেঁদে কেঁদে তাঁর দাড়ি ভিজিয়ে ফেলতেন।

www.draminlibrary.com

আল্লাহ্কে ভয় করায় অনেক সওয়াব, অনেক গুণাগুণ। আল্লাহ্র প্রতি ভয় অন্য সকল ভয়কে দূরীভূত করতে পারে, যদি তা প্রকৃত ভয় হয়। আল্লাহ্কে যে ভয় করে তার চলাফেরায় থাকবে আত্মবিশ্বাস, সাহস।

পুলিশের প্রহরা ঃ

আমি যদি জানতে পারি যে, আমার পেছনে গোয়েন্দা পুলিশ লেগে আছে, তাহলে যেসব কাজে ব্যাপৃত থাকা অবস্থায় আমাকে ধরবে বলে গোয়েন্দা লাগানো হয়েছে সেসব কাজ আমি কি করতে যাবো? যে কাজ আমি করতে যাবো, তা যদি অন্য কোনভাবে মন্দ না হয়, তাহলে গোয়েন্দা লাগানোয় আমি ভয় পাবো না। ভয় পাবার কোন কারণও নেই।

চোরাচালানীর উপর প্রহরা ঃ

আমি যদি চোরাচালানী হই আর পুলিশের স্পেশাল শাখার লোক আমার গতিবিধি পাহারা দেয়, আমার সঙ্গে যাদের যোগাযোগ আছে তাদের ধরার জন্য, তাহলে আমার পেশাগত সহযোগীদের সঙ্গে আমি কি দেখা করতে যাবো? আমি যদি হেরোইনের ব্যবসা করি আর টের পাই যে, গোয়েন্দা বিভাগের লোক আমার পেছনে লাগা আছে, তাহলে, আমি হেরোইন বেচা-কেনা করবো কি? করবো না। কারণ আমি জানি আমাকে চোখে চোখে রাখা হয়েছে। তাছাড়া যারা আমার পেছনে লোক লাগিয়েছে তাদের আমি বিলক্ষন ভয় করি।

প্রতি মুহূর্তে আমাদের সকল কর্ম লিপিবদ্ধ করার জন্য আল্লাহ্ দুইজন প্রতিনিধি নিযুক্ত করে রেখেছেন। প্রতিদিন আমার কৃত ক্ষুদ্রতম ভাল ও ক্ষুদ্রতম মন্দ কর্ম তারা লিপিবদ্ধ করে রাখছেন। আর আল্লাহ্ তো সমস্ত নেকি-বদি দেখছেনই অহরহ। তাহলে আমি পাপকর্ম করবো কি করে? তাহলে তো বলতে হবে আল্লাহ্ যে আমার সমস্ত কার্যকলাপ লক্ষ্য করেন, দেখেন, এর উপর আমার দৃঢ় প্রত্যয় নেই, বিশ্বাস নেই। অথবা আমি আল্লাহ্কে মোটেই ভয় পাই না।

অন্যের চোখের উপর ফাহেশা ঃ

যত বোকা কিংবা সাধারণই হোক, কোন মানুষের সামনেই আমরা কোন ফাহেশার কাজ করি না। তার অর্থ হলো একটা আকাট বোকা বা অজ্ঞ মানুষকে যতটা পরোয়া করি আমরা, আল্লাহ্কে ততটা পরোয়াও করি না।

কোন বালক-বালিকা বা নিজেদের চার বছরের পুত্র বা কন্যা জেগে থাকলে তার সামনে কোন পিতা-মাতা সহবাস করেন না। বৈধ সঙ্গমকার্য তাদের বাচ্চা দেখুক এটা তারা চান না।

www.draminlibrary.com

তাহলে আল্লাহ্ যে সবকিছু দেখেন, এর উপর যদি ঈমান থাকে, তাহলে আল্লাহ্ দেখছেন জেনেও ব্যভিচারে লিপ্ত হয় কি করে মানুষ? গুনাহের কাজ আমরা করতে পারি, কারণ আল্লাহ্ সব দেখেন এই সত্যের উপর আমাদের ঈমান মজবুত নয়।

সৎকার্যের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ ঃ

তখনই অধিকাংশ মানুষ প্রাণপণ পরিশ্রম করে, কাজ করে, সমাধা করে, যখন কেউ তার কাজ তদারক করে। কর্তৃপক্ষ তার কাজের স্বীকৃতি দেন, নিম্নতর সহকর্মীরা তার কাজের প্রশংসা করে, সবাই তার সুখ্যাতি করে।

এমন অনেক মানুষ আছে, তারা কাজ করে মনের আনন্দে, তাদের মধ্যে আছে যেকোন কাজ সুন্দর করে সম্পন্ন করার সন্তুষ্টি লাভের প্রবণতা। কেউ কাজ করে একাগ্রচিত্তে তাদের প্রখর দায়িত্ববোধের জন্য। স্বীকৃতি বা প্রশংসার জন্য যারা কাজ করে, তারা অপরিণত মনের মানুষ।

কেউ পছন্দ করুক বা না করুক, মানুষের মন চিরকাল প্রশংসার কাঙ্গাল। আল্লাহ্ এটা ভাল করে জানেন, কারণ মানুষ তো তাঁরই শিল্পকর্ম। কাজ করার প্রেরণা মানুষের ভিতরে সঞ্জীবিত রাখা মানুষের নিজস্ব বিশ্বাসের জন্যই প্রয়োজন। সেজন্যই আল্লাহ্ আল-কুরআনে বারবার বলেছেন, আমরা যেখানে যা কিছু করি, সব তিনি দেখেন। তাঁর দৃষ্টি ও জ্ঞানের অগোচরে কিছুই নেই।

আমরা যদি বিশ্বাস করি, আল্লাহ্ আমাদের দেখেন, তার সন্তুষ্টির জন্য কাজের তাগিদ আমাদের ভিতরে জিইয়ে রাখা প্রয়োজন, তাহলে অন্যে স্বীকৃতি দিলো কি দিলো না, প্রশংসা করলো কি করলো না, তা অবান্তর হয়ে দাঁড়ায়।

মানব জাতির মধ্যে আল্লাহ্তে বিশ্বাসী জনের কঠোর পরিশ্রমী হওয়া উচিত। দুর্ভাগ্যবশতঃ পৃথিবীতে মুসলমানরাই মনে হয় সবচেয়ে অলস সম্প্রদায়। সমস্ত মানবগোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে অনুন্নত। না করে তারা ইহজীবনের সাফল্যের জন্য পরিশ্রম, না করে তারা পরকালের তরক্কির জন্য মেহনত। মুসলমানের জন্য এ ভয়াবহ লজ্জা নিয়তির পরিহাস।

আল্লাহ্ সামিউন- শ্রবণকারী ঃ

তাঁর সৃষ্ট লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি জীবের কথা আল্লাহ্ একই সঙ্গে শুনতে পান। তাঁর সৃষ্ট সমস্ত কিছুর সমস্ত শব্দ যুগপৎ তিনি শোনেন। দুইজন লোক গলা ফাটিয়ে একই সঙ্গে কথা বললে আমরা এদের একজনের ভাল কথাও শুনতে পাই না। কোন হল্লা আল্লাহ্র শ্রুতিতে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে না। তাঁর আছে শ্রেষ্ঠতম শ্রবণশক্তি।

www.draminlibrary.com

এক হাজার গজ দূরের কোন মানুষের কথাও আরেক জন মানুষ শুনতে পায় না। আর আল্লাহ্ সাত স্তর মাটির নিচে কোন পিঁপড়া যদি হাঁটে, তার সেই হাঁটার শব্দ তিনি শুনতে পান, সেই পিঁপড়া তিনি স্পষ্ট দেখতে পান। আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রবণকারী। লক্ষ কোটি মানুষের প্রার্থনা তিনি যুগপৎ শুনতে পান।

আল্লাহ্ আমাদের একটি জিহ্বা দিয়েছেন আর কান দিয়েছেন দু'টি। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, তিনি চান আমরা কথা বলি কম আর শুনি বেশি। কিন্তু কার্যতঃ আমরা উল্টোটাই করি। আমরা প্রায়শঃই কথা বলে যাই। যার সঙ্গে কথা বলছি সে শুনতে আগ্রহী কি না ভ্রূক্ষেপ করি না। কেউ শুনতে চাক বা না চাক আমরা ঘ্যানর ঘ্যানর করে বলে যাই। আমাদের উদ্দেশ্য কাউকে কিছু শোনানো নয়, নিজের মনে কথা বলে যাওয়াটাই সবচেয়ে বড় কথা। এ যেন কথা বলার এক নেশা, গুছিয়ে কথা বলতে পারার তৃপ্তি। কথা বলি, কারণ নিজেদের আমরা প্রকাশ করতে চাই। তাতে কোন ফল হোক বা না হোক তাতে আমাদের কিছু আসে যায় না।

আল্লাহ্ রহমান-পরম করুণাময়

অসীম অপার রহমত দিয়ে আল্লাহ্ মানুষ সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন তাকে সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে। আল্লাহ্র করুণা বলেই সুরক্ষিত হয়েছে মানব জাতির অস্তিত্ব, সার্থক হয়েছে সেই অস্তিত্বের অর্থময়তা। এই পৃথিবীতে আমাদের যা কিছু আছে, সব তাঁর রহমতে, তাঁর দয়ায়। আল্লাহ্র আছে নিরানব্বইটি গুণ নির্দেশক নাম বা সিফাত। তার মধ্যে আটানব্বইটি হলো তাঁর দয়ার গুণে মণ্ডিত। মাত্র একটি নাম, কাহহার হচ্ছে শাস্তি সম্পর্কিত।

রহমত সমতা ঃ

আল্লাহ্ রহমান ও রহিম, পরম করুণাময়, অশেষ দয়ালু। রহমান হিসেবে আল্লাহ্ জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের উপর সমভাবে করুণা বর্ষণ করেন। কে বিশ্বাসী, কে অবিশ্বাসী, কে কাফির, কে মুমিন তার ভেদাভেদ করে না। রহিম হিসেবে যে যতটুকুর জন্য চেষ্টা করে, পরিশ্রম করে, তদনুযায়ী তা আল্লাহ্ দান করেন।

মাছের জন্য যেমন পানি দরকার, মানুষের জন্য তেমনি আল্লাহ্র রহমত। মানুষকে তিনি রহমত দিয়ে সর্বতোভাবে আবৃত করে রাখেন। পানি ছাড়া মাছ বাঁচে না, রহমত ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারবে না।

www.draminlibrary.com

ঐশী অনুগ্রহ আর ঐশী শাস্তি অনেক ক্ষেত্রে সকলকে সমভাবে লাভবান ও ক্ষতিগ্রস্থ করে। তাপ, শৈত্য, বাতাস, বৃষ্টি, রোদ সকল মানুষকে সমানভাবে সুখ বা কষ্ট দেয়। এইসব রহমত বর্ষণে বিশ্বাসী বা কাফিরকে কোন ভেদাভেদ করা হয় না।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির প্রকোপ ধার্মিক বা ইতরজনের উপর ভিন্ন ভিন্নভাবে পতিত হয় না, সকলকে তা সমানভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করে।

মানবদেহে আল্লাহ্র নেয়ামত ঃ

আল্লাহ্ জীবন দান করেন বিনামূল্যে। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধনাঢ্য ব্যক্তি তার সমস্ত ঐশ্বর্য দিয়েও সে জীবন কিনতে পারে না। সরকারি অফিসে বা কোন কোম্পানিতে কেউ চাকরি করলে মাসের শেষে সে বেতন পায়। কত বেতন দেয়ার ক্ষমতা আছে একজন নিয়োগকারীর? এক বছরের কি দশ বছরের সমস্ত বেতন দিয়ে কি কেউ পারবে তার ইন্সিওর করা মাথাটি নষ্ট হলে তার পরিবর্তে আরেকটি মাথা কিনতে? সারা দেহ দূরের কথা, কোন ধনকুবেরের সমস্ত ঐশ্বর্যের সাধ্য নেই একটি মাথার সমকক্ষ হওয়ার।

দু'টি পায়ের বিনিময়ে কেউ একটি দোতলা বাড়ির মালিক হতে চাইবে কি? মানুষের দেহের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহ্র সরাসরি দান। পৃথিবীর কোন শিল্পপতি, প্রকৌশলী, বৈজ্ঞানিক বা চিকিৎসক তা উৎপাদন করতে পারে না।

চোখ ঃ

কত করুণা, কত অনুগ্রহ, কত দান আমরা লাভ করি আল্লাহ্র কাছ থেকে? এত এত অনুগ্রহ উপাচার যে গ্রহণ করি তাঁর কাছ থেকে তার জন্য আমরা কি কৃতজ্ঞ তাঁর কাছে, নিষ্ঠাবান তাঁর প্রতি কর্তব্যকর্মে?

এমন একজনের কথা ধরা যাক যে আল্লাহ্র কাছ থেকে সরাসরি কোন আর্থিক অনুগ্রহ লাভ করেনি। ফলে সে খুব দরিদ্র। আর্থিক প্রতিবন্ধী। কিন্তু পঙ্গু নয় একেবারে। তার আছে এক স্বাস্থ্যবান সুঠাম দেহ। দেখার জন্য দু'টি চক্ষুও আল্লাহ্ তাকে দিয়েছেন।

এখন এই লোককে যদি বলা হয়, দুটো চোখ যদি সে দান করে দেয়, তাহলে তাকে এদেশের প্রেসিডেন্টের পদ দেয়া হবে, সেকি তাতে রাজী হবে? দেশের প্রেসিডেন্টের পদের চেয়ে অধিকতর মূল্যবান নয় কি তার দু'টি চোখ?

www.draminlibrary.com

চোখ কোন বস্তুর ছায়ার প্রতিফলন ঘটে, তারপর মস্তিষ্ক কোষে তা চলে যায় স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে। নানা প্রকার রঙ সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ্ পৃথিবীতে। আমাদের চোখ একবর্ণ থেকে অন্য বর্ণ পৃথক করে দেখতে সক্ষম। পৃথিবীর সবকিছু যদি এক বর্ণের হতো, আকাশ কিংবা সমুদ্রের রঙের মত, তাহলে তা বড় ক্লান্তিকর ও একঘেয়ে হতো। আল্লাহ্ আমাদের আনন্দের জন্য বহু বিচিত্র বর্ণ প্রকরণের সমাবেশ ঘটিয়েছেন।

জিহ্বা ঃ

আল্লাহ্ আমাদের জিহ্বা দিয়েছেন কথা বলার জন্য আর তাঁর সৃষ্ট যাবতীয় বস্তু ও সেসব বস্তু থেকে উৎপন্ন সামগ্রীর স্বাদ গ্রহণের নিমিত্তে। হাতে যদি একটা রসগোল্লা রাখা হয় কিংবা চামড়ায় ঢালা হয় মধু, তা মোটেই সুমিষ্ট লাগবে না। তার মিষ্টি স্বাদ পেতে হলে তা জিহ্বায় লাগাতে হবে। জিহ্বা দিয়ে মিষ্টতা বা তিক্ততার স্বাদ গ্রহণের জন্য কে আমাদের জিহ্বাটি দিয়েছেন? অবশ্যই আল্লাহ্।

জিহ্বায় আল্লাহ্ লালা দিয়েছেন। জিহ্বা সবসময় ভেজা থাকে। মুখের পানির উৎস এই জিহ্বা। এই জিহ্বা শুকিয়ে গেলে মানুষ বাঁচে না। আল্লাহ্র কোন্ দানটিকে আমরা অস্বীকার করতে পারি?

একজন গরীব মানুষ কি দশ হাজার বা এক কোটি টাকার বিনিময়ে তার জিহ্বাটি বিক্রি করতে রাজি হবে?

ভাষা ঃ

আমাদের নিজেদের ভাব প্রকাশ করার জন্য, আমাদের অনুভূতিকে ভাষায় রূপদানের জন্য আল্লাহ্ আমাদের সামর্থ দিয়েছেন। গরু, বাঘ ইত্যাদি জন্তু-জানোয়ার নিজেদের প্রকাশ করতে পারে না। কারণ তাদের বয়ান নেই, ভাষা নেই। ভাষা না থাকলে আমাদের ভাবাবেগ, আনন্দ-বেদনার অনুভূতি প্রকাশ করা আমাদের পক্ষে খুব দুরুহ হতো। আল্লাহ্ আমাদের ভাষা দিয়েছেন বলেই আমরা এমন বিচিত্র সুন্দর ফুলের বর্ণনা দিতে পারি।

প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়া আরেকটি চমৎকার নেয়ামত। পায়খানার রাস্তা বন্ধ হয়ে গেলে অন্য কোন দিক দিয়ে সে রাস্তা বের করতে হলে সে এক মহাদুর্গতির ব্যাপার হয়।

অনেকে পঙ্গু হয়ে প্রতিবন্ধী হয়ে জন্মায় কেন? কেন কারো চোখ থাকে না, পা থাকে না জন্মের সময়? বহু কারণের মধ্যে একটি হতে পারে, প্রতিবন্ধী মানুষটির পূর্বপুরুষ হয়ত তাদের কোন কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অপব্যবহার করেছিলেন।

www.draminlibrary.com

কোন ধনাঢ্য ও ক্ষমতাশালী মানুষ কোন দরিদ্র লোককে ধরে যদি দেশের প্রেসিডেন্ট বানিয়ে দেয়, তাহলে সেই দরিদ্র মানুষটি কল্যাণকারী ধনী লোকটির কাছে আজীবন কৃতজ্ঞ থাকবে। তাহলে আমাদের এই সাড়ে তিন হাত শরীরে আল্লাহ্ যে অশেষ অনুগ্রহের দান উপহার দিয়েছেন তার জন্য কৃতজ্ঞ থাকা উচিত নয় কি তাঁর কাছে?

কামেলিয়াত হাসেল ঃ

ইচ্ছা করলেই কি কেউ হতে পারবে আবদুল কাদের জিলানী (রঃ)-এর মত দরবেশ? পারবে না। কারণ আবদুল কাদের জিলানী (রঃ)-এর সমস্ত কৃতিত্ব ও শক্তি ছিল আল্লাহ্র দান। মানুষ তা অর্জন করতে পারে না, আল্লাহ্র দয়া না হলে।

অংকশাস্ত্রের অসাধারণ প্রতিভা ঃ

অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী কোন কোন লোক ক্যালকুলেটরের চেয়েও দ্রুতবেগে যে কোন অংক করতে পারে। অংক সমাধানে এ ধরনের দ্রুতগতি আপন চেষ্টা ও প্রশিক্ষণে অর্জন করা কি সম্ভব?

জননীর চেয়েও করুণাময় ঃ

সন্তানের জন্য জননীর করুণার কোন অন্ত নেই। পৃথিবীতে মার মত এমন কোমলহৃদয় আর কেউ হতে পারে না সন্তানের জন্য। আল্লাহ্ অবশ্যই আপন মার চেয়েও অধিকতর করুণাময়, দয়ালু, ক্ষমাশীল ও স্নেহপ্রবণ। মার কথা না শুনলে মা ছেলেকে ত্যাগ করতে পারে। কিন্তু আল্লাহ্ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অবিশ্বাসীকে দেখাশুনা করেন, তার আহার যোগান।

একশত মানুষের হন্তা ঃ

৯৯টি খুন করেছিল এক লোক। এক বুজুর্গ দরবেশের কাছে গিয়ে সে জানতে চাইলো তার এই অপরাধ আল্লাহ্ ক্ষমা করবেন কি না।

তার মুখে লোমহর্ষক, বীভৎস, ভয়ংকর পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের বিবরণ শোনার পর পীর সাহেব তার প্রশ্নের না-সূচক জবাব দিলেন।

জবাব শুনে খুনীর রক্ত গরম হয়ে গেলো। খুন করার নেশা জেগে উঠলো তার হৃদয়ে। বুজুর্গকে সে হত্যা করেই ফেললো।

এরপর সত্যিকার অনুতাপ এসে তাকে দংশন করলো। ভিন দেশে একজন পীর সাহেব আছেন শুনে তার উদ্দেশ্যে সে রওয়ানা হলো। তার আত্মার মাগফেরাতের জন্য কি তার করা উচিত তা জানার জন্য।

www.draminlibrary.com

পথে সেই অপরাধী মানুষটি অসুস্থ হয়ে পড়লো। আর সে হাঁটতে পারছে না। সে নড়াচড়া পর্যন্ত করতে পারছে না। তখন সে হামাগুড়ি দিয়ে যেতে থাকলো। তারপর একসময় হামাগুড়ি দিয়ে যাওয়ার শক্তিও তার নিঃশেষিত হয়ে গেলো। মৃত্যু তার আসন্ন। দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে সে একবার শেষ চেষ্টা করলো। আর মাত্র আধ হাত যেতে পারলো, আর ওখানে সেই অবস্থায় সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো।

ক্ষমালাভের জন্য, মাগফেরাতের জন্য তার এই প্রাণপণ প্রয়াস লক্ষ্য করছিলেন বেহেশত হতে ফেরেশতারা। তারা নেমে এলেন তাকে নেয়ার জন্য। দোযখের ফেরেশতারাও এই খুনীর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। নেমে এলেন তারাও। কে নেবে তার আত্মা এই নিয়ে সংশয় দেখা দিলো বেহেশতের আর দোযখের ফেরেশতাদের মধ্যে।

আল্লাহ্ স্থির করলেন, তার অবস্থান নির্ণয় করবে যাত্রার স্থান থেকে পীর সাহেবের আস্তানার দূরত্বের কতটুকু সে অতিক্রম করেছে তার উপর।

সে যদি অর্ধেকের বেশি পথ এসে থাকে তাহলে তার স্থান হবে বেহেশতে। আর যদি অবশিষ্ট পথ অর্ধেকের বেশি হয় তাহলে সে দোযখে যাবে। দেখা গেলো, তার শেষ চেষ্টাতে সে অর্ধেকের চেয়ে আধা হাত বেশি অগ্রসর হয়েছিল। রায় হলো, সে বেহেশতে যাবে।

আমাদের জীবনে আল্লাহ্র কাছে যাওয়ার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করতে আমাদের ইতস্ততঃ করা উচিত নয়। মরিয়া হয়ে আমরা সর্বশেষ যে হামাগুড়িটি দেবো, কে জানে, তার দ্বারাই পরম করুণাময় আল্লাহ্ তালার অপার করুণায় আমরা রক্ষা পেয়ে যাব।

আল্লাহ্র বিশেষ রহমত

ফকিরকে ভিক্ষা দেয়ার সময় আমরা আপন মর্জিমত দান করে থাকি। দানের ব্যাপারে দাতার সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করার অধিকার কোন ভিক্ষুকের থাকে না। আমরা চাঁদা দানের ব্যাপারে যখন যাকে যতটুকু খুশি দিই। অনেক ক্ষেত্রেই আনুপাতিক হারে কাকে কত দেয়া উচিত তা নিক্তি দিয়ে বা ক্যালকুলেটরে হিসেব করে দেই না।

দান-খয়রাতের ব্যাপারে আমরা যদি ব্যক্তিগত অধিকার প্রয়োগ করতে পারি, তাহলে আল্লাহ্রও কি সেরকম অধিকার থাকা উচিত নয়? আল্লাহ্র রহমত এবং করুণা যাকে যতটুকু ইচ্ছা তিনি দিয়ে থাকেন।

www.draminlibrary.com

পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র সাতটি অনুগ্রহ ঃ

মানুষকে বিশেষ করে বাংলার মানুষকে আল্লাহ্ বিপুল অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন।

প্রথমত ঃ

সৃষ্টি থেকে তিনি আমাদের বহির্ভূত রাখতে পারতেন। আমাদের তাঁর সৃষ্টির অন্তর্গত রাখা একান্তভাবে তাঁর অশেষ দয়া। আপন করুণাবলে আমাদের যদি আল্লাহ্ সৃষ্টি না করতেন, তাহলে আমাদেরকে সৃষ্টি করার জন্য তাকে বলার কোন অধিকার বা বাধ্য করার কোন ক্ষমতা আমাদের ছিল না।

দ্বিতীয়ত ঃ

আল্লাহ্ যখন স্থির করলেন আমাদের তিনি সৃষ্টির অন্তর্গত করবেন তখন ইচ্ছা করলে তিনি আমাদেরকে প্রাণহীন মাটি, পাথর, আগুন, তারকা, গ্রহ ইত্যাদি বস্তুর মত জড় পদার্থ করে সৃষ্টি করতে পারতেন।

বস্তুজগতের নির্জীব পদার্থ নই আমরা, বরং সৃষ্টির জীবজগতের অংশ আমরা। অসীম অনুগ্রহের বশে আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্ট জগতে যাদের প্রাণ আছে, তাদের দলে অন্তর্ভুক্ত করলেন আমাদের।

তৃতীয়ত ঃ

জীবজগতে আমাদের বৃক্ষ অথবা প্রাণী প্রজাতিতে রাখবেন কি না তা ছিল সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র ইখতিয়ারে। এটা তাঁর অসীম অনুগ্রহের দান, তিনি আমাদের বৃক্ষ বা লতা প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত না করে প্রাণী প্রজাতির মধ্যে রেখেছেন। বৃক্ষ ও প্রাণী উভয়ের প্রাণ আছে। বৃক্ষ আপন অবস্থানে স্থির থাকে, প্রাণী সচরাচর সচল।

চতুর্থত ঃ

প্রাণী করেই যখন আল্লাহ্ আমাদের সৃষ্টি করলেন তখন তিনি ইচ্ছে করলেই আমাদের বাঘ, সাপ, গরু, ছাগল, কুকুর ইত্যাদির যে কোনটি বানাতে পারতেন। আমাদের তিনি গরু-ছাগল বা হিংস্র কোন প্রাণী না করে করেছেন মনুষ্য। প্রাণীর মত মানুষ চলাফেরা করতে পারে, কিন্তু প্রাণীর চিন্তাশক্তি, বুদ্ধি, জ্ঞান, কৌশল ইত্যাদি মানুষের চেয়ে অনেক কম। এগুলো ব্যবহার করে মানুষ সৃষ্টিজগতে অন্যান্য সকলের উপর আপন প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে। তিনি তার অসীম অনুগ্রহে আমাদের মানুষ করে তৈরি করেছেন।

www.draminlibrary.com

পঞ্চমত ঃ

আল্লাহ্ কেবল মানুষ হিসাবে নয়, মুসলমান হিসেবে সৃষ্টি করেছেন আমাদের। মুসলমান হিসাবে জন্মগ্রহণ করার জন্য আমরা তাঁর কাছে কোন তদবির করিনি, দরবার করিনি। কোন খ্রিষ্টান বা নাস্তিক পরিবারে জন্ম হতে পারতো আমাদের। একজন মুসলমানের জন্য এটি আল্লাহ্র অসীম অনুগ্রহেরই একটি দান যে, তিনি তার জন্ম এক মুসলিম পিতা-মাতার পরিবারে ঘটিয়েছেন। অমুসলমান পরিবারে জন্ম হলে সত্যের নৈকট্য লাভ করা এবং মুসলমান হওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়তো।

ষষ্ঠত ঃ

আল্লাহ্ তাঁর অনুগ্রহের সীমা ওখানেই শেষ করে দেননি। তিনি আমাদের হযরত নূহ (আঃ), মুসা (আঃ), ইব্রাহিম (আঃ) অথবা সোলায়মান (আঃ)-এর অনুসারী করতে পারতেন। তা না করে তিনি আমাদের করেছেন নবী শ্রেষ্ঠের উম্মত।

সপ্তমত ঃ

তিনি কেবল আমাদের উম্মত অর্থাৎ মুসলমান করেননি, তারো চেয়ে অনেক উচুঁ আসন ও মর্যাদা দিয়েছেন। তিনি আমাদের উপর আল্লাহ্র বাণী সকল মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার নবীসুলভ দায়িত্ব অর্পন করেছেন। তিনি আমাদের করেছেন মুবাল্লীগ। যেকোন দেশের মুবাল্লীগ নয়, বাংলাদেশের মুবাল্লীগ, যে বাংলাদেশের জনগণের রয়েছে তাবলীগের জন্য অনেক বড় কুরবানী; যে বাংলাদেশে পৃথিবীর বৃহত্তম তাবলীগের এজতেমার আয়োজন হয়ে থাকে।

মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ্র করুণা ঃ

প্রশ্ন জাগে, আল্লাহ্ অবিশ্বাসী বিধর্মী, মুশরিক বা সংশয়বাদীদের চেয়ে মুসলমানদের প্রতি কেন অধিকতর সদয় নন? যে মুসলমান নামায আদায় করে, তাঁর বহু হুকুম-আহকাম প্রতিপালন করে, কেন তিনি তাদের প্রতি আরো সদয় হন না?

এই প্রশ্ন মুসলমানদের। অমুসলমানরাও একই প্রশ্ন করে থাকে। কখনো বলা হয়, ইসলাম যদি এতই ভাল ধর্ম হবে, মুসলমানরা অর্থনীতিক দিক দিয়ে এতো অনগ্রসর কেন? অন্যান্য সবদিক দিয়ে কেন এতো পশ্চাৎপদ।

মুসলমানদের দারিদ্র্য, অভাব-অনটন ও অন্যান্য হতমান অবস্থার নানাবিধ কারণ রয়েছে। মুসলমানরা পশ্চাৎপদ। কারণ সম্প্রদায় হিসাবে তারা ইসলামের মৌলিক কর্তব্যগুলো সম্পাদন করেন না। বিশ্বাসের মৌলিক শর্তপূরণের চেয়ে ইসলামের আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে তারা মত্ত থাকে। তাদের হতশ্রী অবস্থার বহু ব্যাখ্যাও আছে।

www.draminlibrary.com

শিল্পপতির মিরাস বন্টন ঃ

এক অভিজ্ঞ দূরদর্শী শিল্পপতি আপন ছেলেদের লেখাপড়া সমাপ্তির পর নিজের প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন পদে নিয়োগ করতেন। কেউ হতো নিরাপত্তা অফিসার, কেউ সেলস, ম্যানেজার, ম্যানেজার, প্রশাসন, স্টোর অফিসার, পারচেজ অফিসার, জেনারেল ম্যানেজার, ডিরেক্টর ইত্যাদি। যতই তাদের অভিজ্ঞতা বাড়তো ততই তাদের পদোন্নতি দেয়া হতো। তিনি ছেলেদের যথারীতি ইনক্রিমেন্ট (বেতন-বৃদ্ধি) দিতেন, যোগ্যতা অনুসারে অতিরিক্ত ইনক্রিমেন্ট, উৎসাহ-ভাতাও প্রদান করতেন। তার প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অন্যান্য কর্মকর্তাদের চেয়ে কোনরকম বাড়তি সুবিধা বা অগ্রাধিকার তিনি তাদের দিতেন না।

কোম্পানির অফিসার হিসাবে যার যা প্রাপ্য তাই সবাই পেতো। মালিকের পুত্র কিংবা ভ্রাতুষ্পুত্র বা তার অন্য কোন জ্ঞাতি হলেও তাদের সঙ্গে বিশেষ কোন রকম ব্যবহার করা হতো না। কোম্পানির সকল আইন ও নিয়ম সবার উপর সমানভাবে প্রযোজ্য হতো। সকল অফিসারদের সমান মর্যাদা দেয়া হতো বলে এই শিল্পপতি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হিসাবে পরিগণিত ছিলেন।

বার্ধক্যজনিত কারণে একদিন শিল্পপতি মৃত্যু বরণ করলেন। মৃত্যুর পূর্বে তার সকল স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির বিলিবন্টনের ব্যাপারে তিনি একটি উইল করে তা গচ্ছিত রেখে গিয়েছিলেন তার আইন উপদেষ্টার কাছে। তাঁর মৃত্যুর পর আইন উপদেষ্টা উইলের মর্ম তার ছেলেমেয়ে ও আত্মীয়-স্বজনকে পাঠ করে শোনালেন। দেখা গেলো, কিছু সাধারণ সম্পত্তি ছাড়া বাকি সব বিষয়-আশয় তিনি স্বীয় ছেলে-মেয়েদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছেন। সাধারণ সম্পদ, যা সন্তানদের তিনি দেননি, তা হলো কর্মচারীদের ব্যবহার্য বিষয়াদি। যেমন– মসজিদ, অডিটরিয়াম, কবরস্তান, কম্যুনিটি হলো ইত্যাদি।

এই দুনিয়াতে আল্লাহ্ বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকলকে যে যেমন কাজ করে তেমন প্রতিফল দিয়ে থাকেন। কোন ভেদাভেদ করেন না। এই শিল্পপতি যেমন তার কিছু কিছু সম্পদ আপন সন্তানবর্গ ও কর্মচারীদের মধ্যে সকলের সমভাবে ব্যবহারের জন্য রেখে গিয়েছিলেন। কিন্তু জান্নাতের ঐশ্বর্যের বেলায় ভিন্ন আয়োজন, সেখানকার সকল সম্পদের ওয়ারিশ কেবলমাত্র বিশ্বাসীজন।

এখন এই প্রয়াত শিল্পপতির কোন ছেলে যদি পিতার প্রতি এই ভেবে বিরক্ত হয় যে, অন্য দশজনে যা পাচ্ছে, ছেলে হয়ে সে তাই পাবে এটা কেমন কথা? তার পক্ষে এমন ভাবনা অন্যায় হবে। ম্যানেজারই হোক আর প্রশাসকই হোক, সে মালিকের পুত্র, চীফ ইঞ্জিনিয়ারকে পিতা তার চেয়ে বেশি বেতন দেবেন কেন পুত্রের এরকম অনুযোগ করা সঙ্গত হবে না। কোম্পানির কর্মচারী হিসাবে তার যা প্রাপ্য তাই সে পাবে।

www.draminlibrary.com

আর মালিকের পুত্র হিসাবে সে তো মিল-ফ্যাক্টরীর মালিক হবেই। এইসব কারখানার যেকোন একটির মূল্য হবে সমস্ত কর্মচারীকে এ যাবত যত টাকা প্রদান করা হয়েছে তার চেয়ে কয়েকশত গুণ বেশি।

ইংল্যান্ডের রাজ পরিবারের ছেলেদের রাজকীয় সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী, নৌবাহিনী ইত্যাদিতে চাকরি করতে হয় যদি তারা এইসব সামরিক চাকরিকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করতে মনস্থ করে। রাজকুমার বা রাজপরিবারের সন্তান এই বিবেচনায় তাদের কাউকে সম্পদের অন্যদের থেকে বেশি বেতন দেয়া হয় না, কাউকেই দেয়া হয় না ত্বরান্বিত পদোন্নতি। সেই লোক রাজপরিবারের সদস্য হলে, সিংহাসনের উত্তরাধিকারের প্রশ্ন এলে তার কথাই বিবেচনা করা হয়, সেনাবাহিনীর কমান্ডার-ইন চীফের কথা নয়। মোমেনগণ হলেন রাজপরিবারের সদস্যদের মত। মৃত্যুর পর তাঁরা বেহেশতের উত্তরাধিকার হবেন।

আল্লাহ্ রাহীম– পরম দয়ালু

আল্লাহ্ রহমান ও রাহীম। রহমান হিসাবে আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টির অধিকাংশ প্রয়োজন মিটিয়ে দেন, তার জন্য তাঁর কাছে কাউকে কিছু চাইতে হয় না, পরিশ্রম করতে হয় না। রহমান হিসাবে তাঁর নেয়ামত থেকে তিনি কাউকে বঞ্চিত করেন না। রোদ, বাতাস, পানি ও অন্যান্য নেয়ামত সবাইকে তিনি দেন, যারা তাঁকে অস্বীকার করে তাদেরও।

রাহীম হিসাবে আল্লাহ্ যারা কোন কিছুর জন্য মেহনত করে তাদেরকে প্রতিদান দেন। যতটুকুর জন্য তারা পরিশ্রম করে তার চেয়ে অনেক বেশি দেন তিনি। স্বীয় পরিশ্রমের মজুরী হিসাবে কারও যদি মাত্র পাঁচটি বস্তু প্রাপ্য হয় আল্লাহ্ রাহীম হিসাবে তাকে পাঁচটির পরিবর্তে পাঁচশতটি দিয়ে দিতে পারেন। কেউ কোন কিছুর জন্য চেষ্টা না করলে রাহীম হিসাবে তিনি কাউকে কিছু দেন না, কিন্তু রহমান হিসাবে তিনি তাঁর অনুগ্রহ বিতরণ করেন অকাতরে, কেউ তা চাক বা না চাক, কেউ তাঁকে স্বীকার করুক বা না করুক, কেউ তাঁর রহমাতের জন্য পরিশ্রম করুক বা না করুক।

রহমতের দোকানের মালিক রাহীম ঃ

রহমতের দোকান খুলেছেন আল্লাহ্। মানুষকে এই রহমত কিনতে হবে তার শ্রম দিয়ে। আল্লাহ্ তাকে যা দিয়েছেন তা ত্যাগ করে। কিছুই কেউ পাবে না খালি হাতে, কিনতে হবে তাকে, আর কিছু না হলে নামায দিয়ে অন্তত। আল্লাহ্‌র দোকানে সবাই বড় সস্তায় সব কিছু পাবে।

www.draminlibrary.com

বাড়ির আশপাশে কেউ গাছ লাগালে কিংবা খেতে ধান বুনলে সে পায় কাঠ, ফল, ফসল, তা সে লোক খৃষ্টান, ইহুদি কি মুসলিম তাতে কিছু আসে যায় না। পরিশ্রমের পুরস্কার সবাই পাবে।

অনুগ্রহ হিসাবের বাইরে রহমত বেগায়রে হিসাবে ঃ

কড়া হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার ন্যায় ক্যালকুলেটর কিংবা কম্পিউটার নিয়ে বসবেন না আল্লাহ্। কে কত পূণ্য করেছে আর পাপ করেছে তার হিসাব থাকবে, কিন্তু রাহীম আল্লাহ্ মানুষকে তাদের কৃত কর্মের জন্য বেগাইর হিসাব প্রতিদান দিবেন। অবশ্য মানুষের কৃত কর্মের মধ্যে পাপ-পূণ্যের তুলনামূলক পরিমাণ বের করার জন্য হিসাবের একটি একক আছে। কিন্তু আল্লাহ্ মানুষ ও জিনকে দেবেন কোন হিসাব না করে, বেগাইর হিসাব দান করবেন।

ব্যাংকে গ্রাহকের সঙ্গে সকল লেনদেনের হিসাব থাকে নোট বুকে, ক্যাশ রেজিষ্টারে কম্পিউটারে। কিন্তু সন্তানকে মা যে টাকা-পয়সা দেন, তার কি কোন হিসাব তিনি রাখেন ?

মা যখন ছেলেকে কোন উপহার দেন, তিনি তার কোন হিসাব বা রেকর্ড রাখেন না। আল্লাহ্ মানুষকে অনেক বেশি দেবেন। এত বেশি যে, তা মানুষ কল্পনাও করতে পারবে না। আল্লাহ্ অত্যন্ত দয়াময়, পরম দয়ালু তিনি। তাঁর দয়ার উপর যাদের বিশ্বাস আছে, আস্থা আছে তারা শান্তি পাবে। আর যারা তাঁর হুকুম বা মর্জি সম্বন্ধে উদাসীন, তাদের জন্য দুর্গতি আছে।

নেকি নির্ণীত হয় রূপক, তা হকিকত নয়। পূণ্য বা সওয়াবের পরিমাণ ও বহর সম্পর্কে অবশ্য ইংগিত আছে, কিন্তু তা নিছক প্রতীকী, তা প্রকৃত বর্ণনা বা হকিকত নয়।

খেলনা গাড়ি ও আসল গাড়ির মধ্যে কি তুলনা হয় ? দুটো কি সমান ? চুনা দিয়ে তৈরি ইমারতের মডেল আর প্রকৃত ইমারত কি এক ? সওয়াব বা পূণ্য সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান আসল পুরস্কার ও সওয়াবের খেলনা সামগ্রীর মত।

আল্লাহ্র দয়ার নমুনা ঃ

আমরা ধান-চাউল, সিমেন্ট, সার, তুলা, ইট, কীটনাশক ইত্যাদি কিনতে গেলে যে পরিমাণ কিনবো তার শতকরা একশত ভাগ পরখ করি না। পরখ করি নমুনা। নমুনা দেখেই বুঝতে পারি সবটা জিনিস কেমন হবে। পরীক্ষার জন্য গৃহীত নমুনা-রক্তে ত্রুটি থাকতে পারে, কিন্তু তার জন্য তো দেহের সমস্ত রক্ত বের করে পরীক্ষা করা যাবে না। সুতরাং নমুনা পরীক্ষায় খুশি থাকতে হয়।

www.draminlibrary.com

নমুনা পরীক্ষায় যদি আস্থা না থাকে কোন সন্দেহ প্রবণ মানুষের, তাহলে তো বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য গ্রহণ করতে পারবে না। পাক করা খাদ্যের প্রতিটি দানা বা টুকরা তাকে পরীক্ষা করতে হবে খাওয়ার আগে।

আল্লাহ্র দয়াকে বুঝতে হবে এই দুনিয়ায় দয়ার যত নমুনা তিনি সৃষ্টি করেছেন তা থেকে। মানুষের অন্তরে তিনি সৃষ্টি করেছেন দয়া ও করুণার অনুভূতি।

আল্লাহ্র দয়ার নমুনা হলো সদ্যজাত শিশুর জন্য জননীর দয়ার অনুরূপ। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মা সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেন। আল্লাহ্ দয়ার যেসব নমুনা সৃষ্টি করেছেন তাতে আমাদের বিশ্বাস ও আস্থা না থাকলে বেহেশতে আমাদের জন্য যে অশেষ দয়া ও করুণা রক্ষিত আছে তা থেকে আমরা বঞ্চিত হবো।

পরম দয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা ঃ

শিক্ষিত অশিক্ষিত সব ধরনের মানুষ কাজ করে সরকারি ও আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠান বা প্রাইভেট কোম্পানিতে। লোকজনকে চুক্তিবদ্ধ করা হয় নির্ধারিত কাজের জন্য। তার জন্য আর্থিক ও অন্যান্য সমস্ত শর্তাদি পরিষ্কার ভাষায় লেখা থাকে। কাজের জন্য সকল কর্মচারী বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি পেয়ে থাকি।

সময়মত তারা অফিসে আসে, নিয়োগকারীর সন্তুষ্টি মোতাবেক তাদের জন্য নির্ধারিত সকল কাজ তারা সম্পন্ন করে। এমনিকরে তারা তাদের বেতন-ভাতা উপার্জন করে।

এই বেতন ও অন্যান্য সুবিধাদি প্রদানের জন্য আমরা কি নিয়োগকারীর কাছে কর্তব্যপরায়ণ ও কৃতজ্ঞ থাকি না? অন্ততঃ আট ঘন্টা আমরা কাজ করি। প্রয়োজনে আমরা অধিকক্ষণ খাটি। বিনিময়ে আমরা বেতন ও অন্যান্য সুবিধা পাই।

তাহলে এত দয়া ও অনুগ্রহ যে আল্লাহ্ আমাদের জন্য প্রদর্শন করেন, তার জন্য তাঁর প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ থাকবো না?

হাশরের দিনে রহমত ঃ

হাশরের দিনে হয়ত দেখা গেলো এক ব্যক্তির একটি নেকি বা পুণ্যের একটি একক কম পড়েছে। আর একটি মাত্র নেকি হলে সে বেহেশতে যেতে পারবে। তখন সে হাত পাতবে তার মা, বাবা, স্ত্রী ও পুত্রের কাছে। কিন্তু কেউ দেবে না।

তখন সে যাবে এমন কারো কাছে যার সম্বল একটি মাত্র নেকি। সেই লোক ভাববে, একটিমাত্র নেকিতে তো আর কিছু হবে না। যদি মাগফেরাত হয়, তা হতে

www.draminlibrary.com

পারবে কেবল আল্লাহ্ রহমত করলে। এমনি ধারা চিন্তা করে সে নেকিটি সেই বিপন্ন লোককে দান করবে।

বিচারের দিনে হয়ত এই পাপী মানুষটির বদান্যতায় আল্লাহ্ খুশি হতে পারেন। খুশি হয়ে এমনও হতে পারে, তিনি উভয় লোকের সব গুনাহ্ মাফ করে দিয়ে তাদের বেহেশতে পাঠিয়ে দেবেন।

এই পৃথিবীর জন্য হুশিয়ারী ঃ

সিহাত বা সুস্থতা হলো অসুস্থতার পূর্ববর্তী দয়া ও গনিমত। ফুরসত বা বিশ্রাম হলো মশগুলিয়াতের বা ব্যস্ততার পূর্ববর্তী গনিমত। দৌলত হলো ফকিরিয়াতের পূর্ববর্তী গনিমত, বার্ধ্যক্যের পূর্ববর্তী গনিমত যৌবন আর মৃত্যুর পূর্ববর্তী গনিমত জীবন, হায়াত। সুতরাং আমাদের বার্দ্ধক্য, স্বাস্থ্যহানি ও মৃত্যুর পূর্বেই আমাদের ভবিষ্যতের জন্য, পরকালের শান্তির জন্য অবিরাম কাজ করে যাওয়া উচিত।

আল্লাহ্ আল-গাফুর– ক্ষমাশীল

আল্লাহ্ অশেষ দয়াময়, পরম করুণাময়। তিনি চান যে তাঁর সৃষ্টির সকলে পরস্পরের প্রতি দয়াশীল হবে। অসংখ্য ভুল করে মানুষ, পাপও করে। আল্লাহ্র দয়া ও করুণা ছাড়া এই পৃথিবী টিকতে পারে না। সমস্ত মহাবিশ্ব তাঁর প্রেমেরই প্রকাশ। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের অনেকের ধারণা আল্লাহ্ নিষেধকারী তথা শাস্তিদাতা ইলাহ। আল্লাহ্ যদি মানুষের পাপ, ত্রুটি ও ব্যর্থতা ক্ষমা না করেন, তাহলে কিছুতেই বাঁচতে পারে না মানুষ।

মানুষ্যকেও ক্ষমাশীল হতে হবে ঃ

মানুষের প্রতি আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, করুণাময়। তিনি চান মানুষও পরস্পরের প্রতি ক্ষমাশীল হোক, দয়াশীল হোক। যে মানুষ অন্য একজন মানুষ কর্তৃক তার প্রতি কৃত অপরাধ ক্ষমা করতে পারে না, আল্লাহ্র কাছ থেকে তার কৃত অপরাধের ক্ষমা কি করে আশা করতে পারে সে ?

www.draminlibrary.com

শিশু হত্যার জন্য ক্ষমা ঃ

কন্যা সন্তানের জন্য কুসংস্কারগত ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছিল এক নাস্তিক আরবের। নিজের বহু সদ্যজাত শিশুকন্যাকে সে হত্যা করেছে। এরকম পাপকর্মের জন্য তার উৎসাহের অন্ত ছিল না। অন্যদেরও সে তার মত শিশুকন্যাকে হত্যা করতে উৎসাহ প্রদান করতো। বলতো, ওরা না পারলে ওদের হয়ে নিজে সে শিশু হত্যার কাজটি করে দেবে। এমনি করে নিজের বারোটিসহ ৬০টি কন্যাশিশুকে সে হত্যা করেছিল।

তার এক স্ত্রী তার সফরে থাকাকালে একটি শিশু কন্যা প্রসব করে। একথা গোপন রেখে স্ত্রী শিশুকন্যাকে দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়ের কাছে পাচার করে দেয়। তার নিষ্ঠুর স্বামী ফিরে এলে পরে স্ত্রী বললো যে, মরা একটা পুত্র সন্তান হয়েছিল তার। তাকে কবর দেয়া হয়েছে। তার বান্ধবী কয়েকজন তাকে সমর্থন করে সাক্ষী দেয়।

আট বা নয় বছর পর স্ত্রী তার মেয়েকে ফিরিয়ে আনলো। মেয়েটি ছিল পরমা সুন্দরী, হাসিখুশি, প্রাণবন্ত। স্বামীর কাছে সে স্বীকার করলো যে সে মিথ্যা কথা বলেছিল তার কাছে। তার অজান্তে সে মেয়েটিকে বড় করেছে। এমন সুন্দর মনকাড়া মায়াবী মেয়েকে দেখে লোকটার দিলে রহম হলো।

কিন্তু তার এহেন পরিবর্তন দেখে তার অন্যান্য কুসংস্কাচ্ছন্ন বন্ধুরা তাকে বিদ্রূপ করতে শুরু করলো। তাদের কথা শুনতে শুনতে অবশেষে তার মধ্যে আবার জেগে উঠলো কন্যা-ঘৃণার সুপ্ত কুসংস্কার।

কাছেই এক মরুদ্যানে মেয়েকে বেড়াতে নিয়ে গেলো সে একদিন। সেখানে সে একটা গর্ত খুড়লো। মেয়ে জিজ্ঞেস করলে বললো, সে কুয়া বানাচ্ছে। তখন মেয়েও ছোট ছোট দুই হাত দিয়ে মাটি সরিয়ে তাকে সাহায্য করলো।

গর্ত প্রয়োজনমত গভীর হলে সেই লোক কিছু পাথর সংগ্রহ করে পাশে রাখলো। খেজুর গাছের নিচে খেলছিল তখন মেয়ে। মেয়েকে ডেকে এনে কোলে তুলে নিলো, তারপর তাকে ছুড়ে মারলো সেই কুয়ার ভিতর। চীৎকার করে কাঁদতে লাগলো মেয়ে। সে কান্নার জবাব দিলো তার দিকে পাথর ছুঁড়ে। একসময় মিলিয়ে গেলো কন্যার হৃদয়বিদারক কান্না।

এমনি হৃদয়হীন পিতা মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

সে শুনেছিল ইসলাম গ্রহণ করলে আল্লাহ্ সব গুনাহ ক্ষমা করবেন। ক্ষমা করবেন তার ৭৯টি শিশুকন্যা হত্যার পাপ। কিন্তু নিজের নয় বছরের শিশু কন্যাকে হত্যার অপরাধ তিনি ক্ষমা করবেন না। তার কান্না এখনো তার কাছে বাজে, বুকে ঢেউ তোলে।

www.draminlibrary.com

তাকে আশ্বাস দেয়া হলো আল্লাহ্ পিতা-মাতার চেয়েও দয়ালু। ভাল করে তওবা করলে, তার রহমত ও ক্ষমা ভিক্ষা করলে জাহেলিয়াতের সময়ের যেকোন গুনাহ্ তিনি মাফ করতে পারেন। আল্লাহ্ যে কত দয়ালু তা কোনদিন কোন মনুষ্যসন্তান কল্পনাও করতে পারবে না।

আল্লাহ্ সাহায্যকারী

আল্লাহ্র রাস্তায় যে চলে সে আল্লাহ্র সাহায্য পায়। আল্লাহ্র রাস্তায় অবিচলিত থেকে আল্লাহ্র সাহায্য আশা করা উচিত। এমন দৃষ্টিভঙ্গি থাকা উচিত নয় যে, প্রথমে আল্লাহ্ আমাদের সাহায্য করবেন এবং সাহায্য পাওয়ার পর আমরা আল্লাহ্র পথে চলবো। আমাদের হাবভাবে মনে হয় যে, আল্লাহ্ বিপদে পড়েছেন। আমাদেরকে সাহায্য না করে তাঁর উপায় নেই। আল্লাহ্র সাহায্য ছাড়া কেউ চলতে পারে না, কিন্তু আল্লাহ্ কারো সাহায্য ব্যতিরেকে চলতে পারেন।

এই দুনিয়ার আলো দেখার আগে থেকেই শুরু হয় আল্লাহ্র সাহায্য প্রাপ্তি। মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহ্র সেরা দান। তিনি সাহায্য করতে চাইলে যেখান থেকে খুশি সেখান থেকে সাহায্য করতে পারেন। তার সাহায্য পৌছানোর জন্য কোন মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না।

জিহাদের জামায়াতের জন্য সাহায্য ঃ

জিহাদে গিয়েছিল এক জামায়াত। মরুভূমির উপর দিয়ে যেতে যেতে তাঁরা ক্লান্ত হয়ে তাবু গাড়লেন। ঘুমোলেন খোলা আকাশের নিচে। তারপর একসময় ঘুম ভাঙলে দেখলেন সব উট উধাও হয়ে গেছে।

জামায়াতের অনেকে অত্যন্ত দুর্বল ছিলেন। উটের পিঠে না চড়ে তাদের চলার শক্তি ছিল না। তাদের বহন করার ক্ষমতা অন্যদের ছিল না।

আমীর প্রমাদ গুণলেন। জামায়াতের অনেকের তখন মরণদশা। আমীর সকলকে সালাতুল হাজত পড়ার হুকুম দিলেন।

মরুভূমিতে মৃত্যুভয়, সবাই পূর্ণ মনযোগে খুলুসিয়াতের সঙ্গে নামায আদায় করলেন। নামায তখনো শেষ হয়নি। সবিস্ময়ে সবাই দেখলেন সব উট এমন করে ফিরে এসেছে, যেন কেউ তাদের তাড়া করে এনেছে।

www.draminlibrary.com

ফোরাত নদী অতিক্রম ঃ

যুদ্ধের ভিতর হযরত ইবনে মাসুদ (রাঃ) স্বপ্নে দেখলেন পানির উপর দিয়ে হেঁটে তিনি ফোরাত নদী পার হয়েছেন। স্বপ্নদৃষ্ট প্রার্থনার প্রতি তার এমন প্রত্যয় হয়েছে যে, তিনি পানির উপর নামিয়ে ছিলেন তার ঘোড়াকে। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর অনুগামী হলেন ছয়শত অশ্বারোহী। ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে তাঁরা পার হলেন ফোরাত নদী। অথচ তাদের কেউই সাঁতার জানতেন না।

কষ্টের ভিতর দিয়ে সাহায্য ঃ

মদীনার চেয়ে মক্কায় মুসলিমদের জন্য আল্লাহ্‌র সাহায্যের প্রয়োজন ছিল অধিকতর। মক্কায় তারা ছিলেন অভাবগ্রস্থ, অসহায়, সমর্থনহীন। মক্কায় তাদের কষ্ট হয়েছে সবচাইতে বেশি। ইসলামের আলো এক সময় নিভু নিভু। কেন যে মক্কায় মুসলিমদের এতো দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হলো তা আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন।

এইসব নিগ্রহ সহ্য করার ফলে মুসলিমদের ঈমান ইয়াকিনে পরিণত হলো। যা ছিল সহজ বিশ্বাস, তাই হয়ে দাঁড়ালো দৃঢ় প্রত্যয়ে। পরবর্তী পর্যায়ে, আমরা জানি, মক্কার মুসলিমরা ইসলামে নেতৃত্ব দিয়েছেন। শৌর্যবীর্যে, ত্যাগে তারাই এগিয়ে নিয়ে গেছেন ইসলামকে।

ঐক্যের ভিতর দিয়ে সাহায্য ঃ

আপাতদৃষ্টিতে আমরা দেখতে পাই মদীনায় আল্লাহ্‌ মুসলিমদের সাহায্যে ফেরেশতা পাঠিয়েছেন। মক্কায় সেটা দেখা যায়নি। এ কি ব্যাখ্যা? মক্কার আর মদীনার মুসলিমদের মধ্যে অবশ্য বড় একটা পার্থক্য ছিল। মদীনায় তাদের জামায়াত বড় ছিল, দুশমনের মোকাবেলায় তা যথেষ্ট সমর্থ ছিল। দুশমনের মোকাবেলা করতে নিজেরা যখন যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করেছিল, আল্লাহ্‌ তখন তাদের সাহায্যে ফেরেশতা প্রেরণ করলেন। মদীনায় দুশমনদের ভয়ে তাঁরা ভীত ছিলেন না। মুসলিমরা যখন ঐক্যবদ্ধ মোটামুটি বড় জামায়াতে দৃঢ়হস্তে ধরেছেন ইসলামের রজ্জু, তখন তাদের কাছে এলো আল্লাহ্‌র সাহায্য, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ।

তাওয়াক্কুলের মাধ্যমে সাহায্য ঃ

তাবলীগ জামায়াতের লোকজন সিলেটের ব্রিগেডিয়ার মোঃ মোশাহেদ চৌধুরীর কাছে গিয়েছিলেন 'চিল্লায়' শরীক হওয়ার জন্য দাওয়াত নিয়ে। সেবার তার ছেলের এস.এস.সি পরীক্ষা দেয়ার কথা। তিনি ভাবলেন, ছেলের পরীক্ষার সময় তার বাড়ির বাইরে থাকা ঠিক হবে না। তিনি যাননি। সে বছর তাঁর ছেলে পরীক্ষা দিতে পারলো না অসুস্থতাহেতু। তাঁর বাড়িতে থাকায় কোন ফল হলো না।

www.draminlibrary.com

পরের বছর তিনি ঠিক করলেন, থাকুক পরীক্ষা, তিনি যাবেন তাবলীগে পরীক্ষার সময়ই এবং সেখান থেকেই দোয়া করবেন ছেলের জন্য।

তাঁর ছেলে পরের বৎসর পিতার চিল্লায় থাকাকালীন পরীক্ষা দিলো এবং ভালভাবে পাশ করলো।

যারা আল্লাহ্র উপর নির্ভর করে, তাঁর সাহায্য চায় তাদের আল্লাহ্ সাহায্য করেন। তখনকার দিনে মুসলিমরা প্রকৃত বিপদের সময় আল্লাহ্র সাহায্য পেতেন। আল্লাহ্র কাছে তারা শুধু একটি জিনিসই চাইতেন, জান্নাত। আর তার জন্য হাসিমুখে সহ্য করতেন পৃথিবীর সকল দুঃখ কষ্ট। তবে যখন সাহায্য চাইতেন তখন অবশ্যই তা পেতেন।

অদৃশ্য উপায়ে সাহায্য ঃ

এক মা তার ছেলেকে বলেছিলেন, আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করলে আল্লাহ্ খাবার পাঠান।

ছেলে প্রশ্ন করলো, আল্লাহ্ খাবার কি করে পাঠান?

মা জবাব দিলেন, তিনি খাবার পাঠান শিশুর মায়ের হাত দিয়ে, ফেরেশতার সাহায্যে কিংবা অন্য কাউকে দিয়ে।

একদিন ছেলে স্কুলে থাকা অবস্থায় বিশেষ কাজে মা বাইরে গিয়েছিলেন। ছেলের ফিরে আসার আগে তিনি ফিরতে পারেননি। তিনি জানতেন স্কুল থেকে ফিরে ছেলে তার নিত্যকার অভ্যাসমত প্রথমে দু'রাকাত নামায পড়বে। তারপর খাবার খোঁজ করবে এবং আশা করবে যে, আল্লাহ্ খাবার পাঠিয়ে দিবেন। খাবার না পেলে ছেলের বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যাবে। এই কথা ভেবে মা সেজদায় গেলেন।

সেজদায় নত থেকে মা আল্লাহ্কে বললেন, তিনি যেন ছেলের এই বিশ্বাসকে ভেঙ্গে না দেন। যারা তাঁর কাছে খাবারের জন্য প্রার্থনা করে, তাদের তিনি যেন খাবার পাঠান।

বাড়িতে ছেলে নামায পড়ে মুনাজাত করার পর খাবার জায়গায় গেলো খেতে। দেখল, খাবার তৈরি, আর সে অনেক ভাল খাবার।

কোত্থেকে এলো সে খাবার? অদৃশ্য হাত দিয়ে আল্লাহ্ এখনো পারেন খাবার পাঠাতে।

কবুলিয়তের মাধ্যমে আল্লাহ্র সাহায্য ঃ

আল্লাহ্র অনুমোদন ব্যতিরেকে মানুষ কিছুই করতে পারে না। কেউ যদি সৎপথপ্রাপ্ত বলে আল্লাহ্ কর্তৃক গৃহীত না হয়, তাহলে শত চিল্লা সমাপ্ত করেও কোন ব্যক্তি কাউকে সৎপথে আনতে পারবে না। আল্লাহ্র কবুলিয়ত বা গ্রহণ ব্যতীত কেউ কিছু করতে পারে না।

www.draminlibrary.com

আল্লাহ্‌কে সহায়তা ঃ

মানুষ আল্লাহ্‌কে কেমন করে সাহায্য করতে পারে? মানুষের কাছে কি ধরনের সাহায্য আশা করেন আল্লাহ্? আল-কুরআনে আল্লাহ্‌তালা এরশাদ করেছেন, তুমি আল্লাহ্‌কে সাহায্য করলে তিনি তোমাকে সাহায্য করবেন।

পাহাড়-পর্বতকে এদিক-ওদিক করতে, আকাশকে যথাস্থানে ধরে রাখতে কিংবা নদীর গতি পরিবর্তন করতে, অগ্নিগিরিকে সংহত রাখতে কিংবা ভূমিকম্পকে প্রতিহত করতে আল্লাহ্ মানুষের সাহায্যের প্রত্যাশী?

না এসব কাজ তিনি একাই সমাধা করতে পারেন। কিন্তু পৃথিবীতে তাঁর দীন প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মানুষের সাহায্যের তাঁর প্রয়োজন। আল্লাহ্ অদ্বিতীয়, সামাদ, স্বয়ং সম্পূর্ণ। পরকালে অনেক বেশি প্রতিদান পাওয়ার জন্য আল্লাহ্ আমাদের উপর এই দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। এই রহমত আমাদের উপর বর্ষণ করেছেন।

আল্লাহ্ হাবিব

আল্লাহ্ সমস্ত সৃষ্টি জগতের বন্ধু, বিশেষ করে সৃষ্টির সেরা মানুষের। যারা নানা প্রকার দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করেন, কারখানায় তৈরি করেন, তাঁরা নিজেদের উৎপাদিত দ্রব্যকে ভালবাসেন। সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার ভালবাসা বড় গভীর।

আল্লাহ্‌র প্রতি সৃষ্টির সেরা জীবের ভালবাসাও গভীর, স্থায়ী এবং কখনো কখনো ভয়ানক। আল্লাহ্‌র প্রকৃত প্রেমিক আল্লাহ্‌র কারণে যেকোন ত্যাগ স্বীকার করতে পারেন, যেমন করেছিলেন নবীগণ, তাঁদের সাহাবীগণ অলি আল্লাহ্‌গণ। আল্লাহ্‌র ভালবাসা এবং আল্লাহ্‌র জন্য ভালবাসা অদ্বিতীয়, অতুলনীয়।

বিভিন্ন জাতের ও প্রজাতির বস্তুর মধ্যে ভালবাসা ঃ

সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকার প্রজাতি বা পদার্থের মধ্যে কি ভালবাসা সম্ভব? আল্লাহ্ আর মানুষ তো সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস? তাহলে তাদের মধ্যে কেমন করে ভালবাসা হবে?

একটা পাখি বা বিড়াল পুষলে তাকে ভালবাসা যায়। আমাদের নিজস্ব প্রজাতির না হলেও। তেমনি যদিও আল্লাহ্‌র চেয়ে অনেক নিকৃষ্ট আমরা, তবু আল্লাহ্ আমাদের ভালবাসেন।

অনেকে কুকুর পছন্দ করে, কারণ কুকুর প্রভুভক্ত। কুকুর প্রভুর প্রতি উদাসীন হয়ে গেলে প্রভু তাকে আর না-ও রাখতে পারে।

www.draminlibrary.com

বন্ধুত্বের ভিত্তি কি? পারস্পরিক ভালবাসা, শ্রদ্ধা, বিবেচনা ইত্যাদি। ভালবাসা ছাড়া কোন বন্ধুত্ব হয় না। আমাদের প্রতি বিপুল বিশাল অনুগ্রহ আল্লাহ্র। তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাদের ভালবাসেন। তিনি আমাদের ভালবাসা চান। তাঁর যদি বন্ধু হতে চাই আমরা, তাহলে অবশ্যই তাঁকে আমাদের ভালবাসতে হবে, অবশ্যই তাঁর সকল ইচ্ছা-অনিচ্ছা, সকল অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে।

দু'জন লোক যদি কেবল পরস্পরের মনে আঘাত দিয়ে যায়, তাহলে তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব হওয়া সম্ভব নয়। আল্লাহ্ পছন্দ করেন না এমন অনেক বিষয় আছে। তিনি আমাদের তা বলে দিয়েছেন। এরপরও যদি আমরা তাঁর যা না-পছন্দ তা-ই করতে থাকি, তাহলে আমরা তাঁর বন্ধু হবো কি করে?

ভালবাসা ও শাস্তি ঃ

মানুষকে আল্লাহ্ যদি ভালই বাসেন, তাহলে তাদের শাস্তি দেবেন কি করে? সন্তানকে পিতা-মাতা ভালবাসে। মার ভালবাসা এত গভীর যে সন্তানের জন্য তিনি জান-কোরবান করতে পারেন। মা কি শাস্তি দেয় না ছেলেকে? আপাতদৃষ্টিতে আল্লাহ্কে শাস্তিদাতা মনে হতে পারে, কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে, বহুদিক থেকে তাঁর শাস্তি মঙ্গলেচ্ছারই নামান্তর।

আকাশে মেঘে মেঘে সংঘর্ষ তৈরি করে বজ্র। মানুষ বজ্রপাতে মৃত্যুবরণ করে। মেঘের আর ঝড়ের সংঘর্ষ আকাশে বিদ্যুতেরও জন্ম দেয়। ঝড় আর বিদ্যুৎ মিলে আকাশে সৃষ্টি করে নাইট্রোজেন। পানির সাথে সেই নাইট্রোজেন নেমে আসে মাটিতে। নাইট্রোজেন ছাড়া গাছপালা তৃণাদি বাঁচে না। নাইট্রোজেন না হলে ঘাস হবে না। জন্তু-জানোয়ার যা খেয়ে জীবন ধারণ করে, তা যদি উধাও হয়ে যায়, তাহলে তো তারাও নির্মূল হয়ে যাবে।

ভালবাসার শেষ পরিণতি ঃ

আল্লাহ্র জন্য প্রেম মানুষকে বেহেশতের দিকে নিয়ে যাবে। ঐশ্বর্য, ক্ষমতা আর প্রবৃত্তির জন্য প্রেম তাকে নেবে দোজখের দিকে। আল্লাহ্র রোষের উদ্রেক করে, তাঁর সকল অপ্রিয় কাজে প্রবৃত্ত থেকে কেউ বেহেশতে যেতে পারবে না।

www.draminlibrary.com

আল্লাহ্ আল-ওয়াদদ আল-রউফ

মানুষের জন্য আল্লাহ্র প্রেম-ভালবাসা, স্নেহ-বিবেচনা সন্তানের জন্য মার স্নেহ-বাৎসল্যের চেয়ে অনেক বেশি। তাঁর আছে সকল মানুষকে ভালবাসার সামর্থ্য।

নিঃসন্তান মানুষ তার ধনসম্পদ দিয়ে যায় তার দত্তক পুত্র বা কন্যাকে, রক্ত-সম্পর্কের ভাগ্নে-ভাতিজাকে নয়। কেন? কি সে জিনিস যা দত্তক পুত্র দিতে পারে পালক-পিতাকে?

পালক-পিতাকে পালিত পুত্র-কন্যা দেয় আত্মজের ভালবাসা, অপত্য-স্নেহ। পিতা-মাতার পছন্দ-অপছন্দ, আনন্দ-বেদনার প্রতি সে দরদী। তার ভালবাসা, শ্রদ্ধাবোধ, নিষ্ঠা, আনুগত্য এইসব গুণের জন্যই পিতৃ সম্পদের ওয়ারিশ করে তাকে।

আল্লাহ্র প্রতি প্রেমভাব, তাঁর সকল আদেশ-নিষেধ প্রতিপালন, তার চাওয়া না-চাওয়ার নিরিখে জীবনধারা অনুসরণ প্রভৃতি না করে আল্লাহ্র জান্নাতের জন্য কেমন করে প্রতিষ্ঠিত করবো আমাদের অধিকার?

আল্লাহ্র প্রতি প্রেমভাব যদি জাগ্রত করি আমরা, যদি তাঁর জিকির করি, তাঁর কথা মনে রাখি সকল সময়, তাহলে মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে তিনি যা কিছু আমাদের জন্য রেখেছেন, সব আমরা পাবো।

পিতা-মাতার মৃত্যুর আগে দত্তক পুত্র-কন্যা তাদের সম্পত্তির স্বত্ব বা দখল কোনটাই পায় না। আমাদের বেলায় আমাদের মৃত্যুর পর যা আমাদের প্রয়োজন, তার জন্য জীবদ্দশায় আমাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হবে, ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে।

তাঁর খলিফাদের মধ্যে কি কি সদগুণ পছন্দ করেন আল্লাহ্? আল্লাহ্ তাঁর প্রতিনিধি বা খলিফাদের মধ্যে যা ভালবাসেন তা হলো ঃ

(১) আল্লাহ্র আদেশ-নির্দেশ মান্য করা, (২) আল্লাহ্র রাস্তায় সময় ও ধন ব্যয় করা, (৩) আল্লাহ্র কাছে কান্নাকাটি করা, (৪) তাঁর রাসূলকে ভালবাসা ও (৫) তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর সুন্নাহ অনুসরণ করা।

আল্লাহ্ সাত্তার গোপনকারী ঃ

আল্লাহ্ সাত্তার। সাত্তার শব্দটির অর্থ যে গোপন করে এবং সামাল দেয়।

কি গোপন করেন আল্লাহ্?

অনেক ভুল-ভ্রান্তি করে থাকি আমরা আমাদের জীবনে। অসীম দয়ায় আল্লাহ্ আমাদের ছোট করেন না। নিজ ছাড়া যেকোন ব্যক্তির সকল কীর্তিকলাপ কেবল

www.draminlibrary.com

আল্লাহ্র গোচরে থাকে। প্রতি মুহূর্তে মানুষ যেসব ভুল-ভ্রান্তি, অন্যায় করে থাকে, যত ত্রুটি এবং দুর্বলতা থাকে তাদের, তিনি সাত্তার বা গোপনকারী হিসাবে সব সামাল দিয়ে থাকেন। এগুলো গোপন রেখে মানুষকে তিনি রক্ষা করেন।

এমন বিব্রতকর কাজ মানুষ করে থাকে যে, সেগুলো অন্যে জানতে পারলে আত্মহত্যা ছাড়া তার উপায় থাকবে না। অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি, যেমন করেই হোক, আমাদের ত্রুটিগুলো জনসমক্ষে প্রকাশ পায় না।

মা যেমন সন্তানের ব্যর্থতা ঢেকে রাখে, আল্লাহ্ও তেমনি মানুষের ব্যর্থতা গোপন করে রাখে। অবশ্য সে ব্যর্থতা যদি অন্য কারো ক্ষতির কারণ না হয়।

আমরা যা কিছু করি সব তিনি প্রত্যক্ষ করেন। আমরা একটু হুঁশিয়ার হয়ে চললে তিনি সম্ভাব্য সকল উপায়ে আমাদের সকল লজ্জা ও অপমানের হাত থেকে রক্ষা করেন।

অন্যায়কারীকে আল্লাহ্ শাস্তি দেবেন। কিন্তু হাককুল ইবাদ কেউ ল-ঘন না করলে তাকে তিনি অন্যের কাছে ছোট করেন না। খোদায়ী গুণের পরিশীলন করে যে, সে আল্লাহ্র খলিফা হতে পারে। অন্যান্য মুসলিমদের ত্রুটি যে গোপন রাখে সে হয় আবদুস সাত্তার, বিশেষ এই গুণের ব্যাপারে আল্লাহ্র খলিফা।

আল্লাহ্ করুণাময়, পরম দয়ালু। এসব গুণের মালিক হয় যে মানুষ সে হয় আবদুর রহমান ও আবদুর রহিম। আল্লাহ্ রায্যাক, তিনি সবাইকে রিয্ক দেন। কেউ যদি অন্যকে খাওয়ায়, সে আবদুর রায্যাক হয়। অর্থাৎ এই খোদায়ী গুণের ব্যাপারে সে আল্লাহ্র খলিফা।

আল্লাহ্ সামাদ

কোন শিল্পপণ্য উৎপাদনে আমাদের মত কত রকমের সহকারি, শ্রমিক, মেকানিকের প্রয়োজন হয়। কিন্তু আল্লাহ্ হলেন সামাদ। তাঁর অসীম কুদরতের বলে তিনি কারো কোন সাহায্য ছাড়াই সবকিছু তৈরি করতে পারেন। আল্লাহ্ স্বয়ম্ভু, স্বয়ংসম্পূর্ণ কোন কিছু সৃষ্টি করতে চাইলে তিনি বলেন 'হও' আর অমনি তা হয়ে যায়।

আল্লাহ্ পরিপূর্ণ, অভাবমুক্ত। অসীম তাঁর ঐশ্বর্য। কখনো এমন হয়নি যে, তাঁর ভাণ্ডারে চোখের অভাব বা ঘাটতি পড়ে গেছে, কাজেই সে সময় সমস্ত শিশুরা অন্ধ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। প্রতিদিন জন্ম হয় লক্ষ লক্ষ মানব শিশুর। তাদের চোখ, নাক, কান সব আছে। মানুষের দুঃখ-কষ্টেরও সীমা আছে, সীমা নেই আল্লাহ্র ঐশ্বর্যের।

www.draminlibrary.com

আল্লাহ্ শাকুর ঃ

মানুষকে সব দিয়েছেন আল্লাহ্। যত নেয়ামত তিনি মানুষকে দিয়েছেন তার জন্য তাদের তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। জগতের মোহে অন্ধ মানুষ অকৃতজ্ঞ, তারা আল্লাহ্র সুবোধ বান্দাহ হতে পারে না।

পিতা-মাতার প্রতি যেসব ছেলে-মেয়ে শ্রদ্ধাশীল নয় আল্লাহ্র প্রতি তাদের প্রেম ও আনুগত্য বিকশিত হয় না। অবশ্য এর মধ্যে ব্যতিক্রম আছে। সাধ্যমত হালাল রিজিক খাওয়ার জন্য আল্লাহ্ মানুষকে অনুমতি দিয়েছেন। অবশ্য এও বলে দিয়েছেন, শরীরের ক্ষতি হয় এমন কিছু খাওয়া বা আর অন্যকে বঞ্চিত করে তাদের সম্পদ গ্রাস করা যাবে না। আল্লাহ্ আমাদের খেতে বলেছেন, পান করতে বলেছেন, বলেছেন অপচয় না করতে, কৃতজ্ঞ থাকতে।

আল্লাহ্ কাহহার ঃ

আল্লাহ্ দয়ালু, পরম করুণাময়। কিন্তু অন্যায়প্রবণ সম্প্রদায়ের জন্য তিনি আজাব নাজিল করেন প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাধ্যমে, আর সেই দুর্যোগের শাস্তি থেকে রেহাই পায় না নেক্কার মানুষও যদি তারা বদকারদেরকে প্রতিহত না করে, অথবা অন্ততঃ চেষ্টা না করে। অসীম অপার দয়াগুণে আল্লাহ্ নেক্কার মানুষকে ক্ষমা করেন, কিন্তু গুণাহগারকে প্রাপ্য শাস্তি না দিয়ে মাফ না-ও করতে পারেন।

আল্লাহ্ হাদি পথপ্রদর্শক ঃ

হেদায়েত সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্র উপর ন্যস্ত থাকে। কারো স্ত্রী-পুত্রের হৃদয়ে আছর করানো অন্য কারো পক্ষে রীতিমত কঠিন কাজ। নিজের মনেই পরিবর্তন ঘটিয়ে উন্নতি ঘটিয়ে উন্নতি আনা কঠিন। আল্লাহ্র ইচ্ছা না হলে অন্যের মনের পরিবর্তন ঘটানো বা উৎকর্ষ সাধন সম্ভব নয়।

আল্লাহ্ সুন্দর ঃ

আল্লাহ্ সুন্দর। তিনি সৌন্দর্য, সততা ও সুরুচি পছন্দ করেন। এগুলো না থাকলে পৃথিবী কুৎসিত হয়ে যেতো, বসবাসের উপযুক্ত থাকতো না।

আল্লাহ্ কাইউম, হাই, বাকি ঃ

আল্লাহ্ চিরস্থায়ী, চির বিদ্যমান। তাঁর কোন আদি ছিল না, কোন অন্ত নেই। এই হলো মুসলিমের বিশ্বাস।

বিব্রত করার জন্য এক নাস্তিক একজন মুসলিমকে প্রশ্ন করছিল, আল্লাহ্র আগে কি ছিল?

www.draminlibrary.com

আস্তিক জবাব দিলো, কিছুই ছিল না।

নাস্তিক জবাবে খুশি হলো না।

আস্তিক তাকে এক থেকে দশ পর্যন্ত গুণতে বললো।

গোনা হলে আস্তিক তাকে বললো, উল্টো দিক থেকে দশ-নয়-আট-সাত করে আবার গুণতে।

নাস্তিক গুণলো, ১০, ৯, ৮, ৭, ৬, ৫, ৪, ৩, ২, ১। তারপর থামলো সে।

আস্তিক তাকে বললো, কি হলো, গুণে যান। কোন দশমিকে গোণা চলবে না। গুণে যেতে থাকুন, থামবেন না।

নাস্তিক বললো, নিচের দিকে আমি আর কেমন করে গুণে যাবো? আর তো কোন পূর্ণ সংখ্যা নেই।

আস্তিক বললো, পূর্ণ সংখ্যা গুণে যেতে পারছেন না কেন? কি হলো আপনার?

নাস্তিক বললো, আমার কিছু হয়নি, হয়েছে আপনার। মাথা খারাপ না হলে এমন অদ্ভুত প্রশ্ন কেউ করতে পারে।

আস্তিক বললো, একটা অদ্ভুত প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্য আপনিও তো আমার উপর চেপে বসেছিলেন। আল্লাহ্‌র আগে কি ছিল, এই প্রশ্ন করলেন কি করে? অনেকগুলো আল্লাহ্ থাকলে একজনের আগে আরেকজন থাকতে পারতো। কিন্তু আল্লাহ্ একজন, কেবলমাত্র একজন, তাহলে তাঁর আগে কিছু থাকবে কি করে? থাকলে থাকবে একটি শূন্য, বাস, আর কিছু নয়।

আমরা যদি ধরেও নিই ০১-এর আগে .৯০ আছে তাহলেও ০১-এর চেয়ে কম সবকিছুই আংশিক, অসম্পূর্ণ। কিন্তু আল্লাহ্ এক এবং সম্পূর্ণ।

আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ন ঃ

ধরুন স্নেহশীল এক মাতার চার ছেলে, কুকুর-বেড়ালের মত ঝগড়া করে। তৃতীয় পুত্রটি সবচেয়ে স্বার্থপর আর মারমুখো। অন্য ভাইদের খাবার সে কেড়ে নিয়ে যায়।

অন্য ভাইয়েরা মার কাছে নালিশ করলে মা তাদের আরো খাবার দিয়ে দেন।

মারমুখো ছেলে বড় ভাইয়ের নাক ফাটিয়ে দেয় ঘুষি মেরে। মা তার নাক মুছে দেন, নাকে ঔষধ লাগিয়ে দেন, আর পাজি ছেলেটাকে একটা চড় মারেন। কিন্তু সমান শাস্তি হিসেবে তার নাক তিনি ভাঙতে যান না।

দুষ্ট ছেলেটি দ্বিতীয় ছেলেকে লাথি মেরে বিছানা থেকে ফেলে দেয়। তার একটা হাত ভেঙ্গে যায়।

www.draminlibrary.com

মা তার পাজী ছেলেকে বকেন, রোলার দিয়ে পিটান। কিন্তু তার হাত ভেঙ্গে দেন না।

যার হাত ভাঙলো এই শাস্তি কি তাকে খুশি করতে পারে? এর জন্য কি বলব, মার বিচার নেই, বিবেচনা নেই?

মজলুমকে আল্লাহ্ সাধিত অন্যায়ের চেয়ে লক্ষ কোটি গুণ বেশি ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে পারেন।

আল্লাহ্ও ওয়ারিশ ঃ

আল্লাহ্র নিজের কোন ছেলেমেয়ে নেই। কে তার সৃষ্ট সম্পদের ওয়ারিশ হবেন? নবীগণ আর তাঁর বান্দারা হলেন তার পরম বন্ধু। তাহলে কে ওয়ারিশান হবে আল্লাহ্র সমস্ত সৃষ্টি জগতের? তাঁর নিজের ছেলেমেয়ের অবর্তমানে? ওয়ারিশান হবে তারা যারা তাঁর কাজ করবে। তাঁরাই হবে তাঁর প্রতিনিধি।

নিঃসন্তানও কোন উইল না করা অবস্থায় কেউ মারা গেলে কে পায় তার সম্পত্তি? মৃত ব্যক্তি সাধারণতঃ অন্তিম দিনগুলোয় চাকর-চাকরানি যারা তার সেবা করে তাদের কিছু দিয়ে যান। সেবা করেছে যেসব ভৃত্যক তার সম্পত্তির উপর তাদের হক আছে।

রক্ত সম্পর্কের দূরের আত্মীয়ের জন্য কিছু রেখে যেতে পারে। কিছু শুভাকা-ক্ষী বন্ধু-বান্ধবের জন্য কিছু রেখে যেতে পারেন।

মানুষ হলো আল্লাহ্র ভৃত্য। তাঁকে ভালবেসে তিনি যা মূল্যবান মনে করেন তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে মানুষ তাঁর বন্ধুর মর্যাদা অর্জন করতে পারে। ভালবাসা দূরকে নিকট করে।

আনুগত্য, আদেশ-পালন, বিশ্বস্ততা ও নৈকট্যের গুণে ক্রীতদাসও কোন কোন সময় জামাতা হতে পারে। আল্লাহ্কে ভালবেসে, তাঁর সকল হুকুম-নিষেধ তালিম করে মানুষ ওয়ারিশান হতে পারে জান্নাতের।

www.draminlibrary.com